পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 352 Friday, 27 November, 2026 * ৩১ বর্ষ, ৩৫২ সংখ্যা * ১০ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩, শুক্রবার, ২৭ নভেম্বর ২০২৬ * আজ ৮ পাতা * মূল্য– ৩ টাকা

এসইউসিআই-কে সভা করার অনুমতি দিল হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ নভেম্বরঃ রাজনৈতিক সভার অনুমতি নিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ। শেষ পর্যন্ত কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে শর্তসাপেক্ষে সভা করার অনুমতি পেল এসইউসিআই। আগামী ২৯ নভেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগনার বকুলতলা থানার অন্তর্গত দুর্গানগর মোড়ে সভা করতে পারবে দল। তবে ৭৫০ জন নয়, সর্বোচ্চ ৪৫০ জন কর্মী-সমর্থককে নিয়ে সভা করার অনুমতি দিয়েছে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের আদালত। আদালতে এসইউসিআইয়ের তরফে জানানো হয়, গত ৩ নভেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার এবং বকুলতলা থানার ওসি-র কাছে সভার অনুমতি চেয়ে আবেদন জানানো হয়েছিল। কিন্তু



অভিযোগ, দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও পুলিশ প্রশাসনের তরফে সেই আবেদনের কোনও সদুত্তর মেলেনি। ফলে আদালতের দ্বারস্থ হয় দল। দু'পক্ষের বক্তব্য শোনার পর সভার অনুমতি দিলেও একাধিক শর্ত বেঁধে দিয়েছে আদালত। নির্দেশ অনুযায়ী, দুপুর তিনটে থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত সভা করতে পারবে এসইউসিআই। জমায়েতে সর্বাধিক ৪৫০ জন কর্মী-সমর্থক থাকতে পারবেন। সভা চলাকালীন এলাকায় যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে হবে। বিশেষত, সভাস্থলের সামনে স্থানীয় হাট-বাজার থাকায় ট্রাফিক ব্যবস্থার উপর যাতে কোনও প্রভাব না পড়ে, তা নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি সভার জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে বকুলতলা পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। সভা পরিচালনার দায়িত্বে থাকা পাঁচ জন স্বেচ্ছাসেবকের নাম ও ফোন নম্বর আগামী ২৭ নভেম্বর সন্ধ্যার মধ্যে পুলিশকে জমা দিতে হবে। সভা শান্তিপূর্ণভাবে করতে হবে। কোনও প্ররোচনামূলক বা অপ্রীতিকর মন্তব্য করা যাবে না বলেও স্পষ্ট নির্দেশ আদালতের। সভা শেষ হওয়ার পর অস্থায়ী ছাউনি খুলে ফেলতে হবে।

'ইন্ডিয়া' জোটের বিরাট পরিকল্পনা কলকাতায়!

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বরঃ এবার কি কলকাতা সরগরম হবে বিরোধীদের স্লোগান-আক্রমণে? এবার শহরের বুকে বড় সমাবেশের পরিকল্পনা ইন্ডিয়া জোটের। কারা কারা থাকবেন? কবে হবে এই সমাবেশ? সূত্রের খবর, আগামী ১৫ জানুয়ারির পর কলকাতায় ইন্ডিয়া জোটের বড় সমাবেশ করা হতে পারে। ইতিমধ্যেই তাঁর পরিকল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে। সূত্রের খবর, মমতা তৃণমূলের তরফে এই বিষয়ে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে কথাবার্তাও চলছে। দিল্লির পর ইন্ডিয়া জোটের পরবর্তী সভা রয়েছে মধ্য প্রদেশের ভোপালে। আগামী ১২ ডিসেম্বর ভোপালে জনসভা করবে ইন্ডিয়া জোট। এরপর সাতদিন পরই, ১৯ ডিসেম্বর গুজরাটের আহমেদাবাদে পরবর্তী সভা রয়েছে ইন্ডিয়া জোটের। এছাড়া জনসভার পরিকল্পনা রয়েছে উত্তর প্রদেশেও। এখন সেখানে কংগ্রেস এবং সমাজবাদী পার্টির আসন সমঝোতা নিয়ে আলোচনা চলছে। আসন ভাগাভাগি চূড়ান্ত হওয়ার পরই যোগী রাজ্যে জনসভার কর্মসূচি ঠিক করা হবে। জানা গিয়েছে, বিজেপি শাসিত সব রাজ্যে সভা করবে ইন্ডিয়া জোট। দিল্লিতে রামলীলা ময়দানে ইন্ডিয়া জোটের যে সমাবেশ হয়েছিল। সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে অখিলেশ যাদব, রাহুল গান্ধি, মল্লিকার্জুন খাড়্গে, বৃন্দা কারাত সহ বিরোধী দলগুলির নেতৃত্বরা যোগ দিয়েছিলেন। ওই সভায় বেশ জনসমাবেশ হয়েছিল। এতেই আত্মবিশ্বাস বাড়ে ইন্ডিয়া জোটের। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বাকি রাজ্যেও সমাবেশ করবে ইন্ডিয়া জোট।

আগামী পাঁচ বছরে বাংলা আমেরিকা হয়ে যাবে নীতিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোলাঘাট, ২৬ নভেম্বরঃ কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গড়করির উপস্থিতিতে রাজ্যের একগুচ্ছ নতুন সড়ক ও সেতু প্রকল্পের দাবি জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তেমনই গড়করিও আশ্বাস দিলেন, বাংলার পরিকাঠামো ও অর্থনৈতিক ভোলবদলে তহবিলের কোনও ঘাটতি হতে দেবেন না। পশ্চিমবঙ্গের সার্বিক পরিকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ৮,৭০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের কেন্দ্রীয় প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন হল কোলাঘাটে। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''১৯৪২ সালে দেশে গঠিত তিনটি জাতীয় সরকারের মধ্যে অন্যতম ছিল তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার- যেখানে সতীশ সামন্তের নেতৃত্বে ২২ মাস জাতীয় সরকার চলেছিল এবং ২৯ সেপ্টেম্বর মাতঙ্গিনী হাজরা আত্মবলিদান দিয়েছিলেন।'' রাজমার্গে ফাইটার জেট ও রাফাল নামানোর মতো সাফল্যের কথা তুলে ধরে গড়করিকে 'বিকাশ পুরুষ' আখ্যা দেন শুভেন্দু। মুখ্যমন্ত্রী জানান, গড়করির হাত ধরে শিলান্যাস, উদ্বোধন ও সব মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গ আজ কেন্দ্রের কাছ থেকে প্রায় ২৫ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প পাচ্ছে। এর মধ্যে পূর্ব মেদিনীপুরে মাতঙ্গিনী হাজরার নামে নরঘাট সেতুর আরেকটি সেতু এবং উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগের জন্য



ফরাক্কার দ্বিতীয় সেতু জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়েছে। শুভেন্দুর মতে, ফরাক্কার দ্বিতীয় সেতু উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি উত্তর-পূর্ব ভারত এবং প্রতিবেশী নেপাল ও ভুটানের সঙ্গে বাণিজ্য ও পর্যটনে বড় গতি আনবে। তিনি জানান, গত ছ'মাসে এনএইচ (জাতীয় সড়ক)-এর পেন্ডিং থাকা এনওসি ও জমি জট মিটিয়ে কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয় জোরদার করা হয়েছে। রাজ্যের মানুষের স্বার্থে একাধিক নতুন প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে আর্জি জানান শুভেন্দু। সেই তালিকায় রয়েছেঃ • ৭৫ কিলোমিটার দীর্ঘ কলকাতা-বনগাঁ-পেট্রাপোল নতুন রাজমার্গ (এনএইচ ৩৫)-এর সম্প্রসারণ। • হুগলি নদীর ওপর ফলতা ও বাগনান সংযোগকারী সেতু। • ৩৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এনএইচ ১১৭-এর অ্যালাইনমেন্ট ও সম্প্রসারণ। • কাকদ্বীপ থেকে গঙ্গাসাগর সংযোগ এবং জোকা থেকে নামখানা ও নন্দকুমার থেকে দিঘা চার লেনের সড়ক। • সুন্দরবনের জন্য একাধিক সেতু, গোসাবা সেতু, গোসাবা থেকে বনগাঁ সংযোগকারী রাজমার্গ, দার্জিলিং থেকে শিলিগুড়ি রাজমার্গ এবং শিলিগুড়ি থেকে দক্ষিণবঙ্গ পর্যন্ত রাজমার্গের কাজ সম্পূর্ণ করা। জামশেদপুর থেকে পানাগড় হয়ে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর, সোনামুখী ও মুকুটমণিপুর হয়ে দামোদর সেতু পর্যন্ত বিকল্প সড়ক, যা দুর্গাপুর ও জামশেদপুর শিল্পশহরকে যুক্ত করবে এবং মুকুটমণিপুর-সহ পর্যটনকেন্দ্র ও বারাণসী-কলকাতা এক্সপ্রেসওয়েকে দুর্গাপুরের সঙ্গে জুড়ে বাণিজ্যিক দিক থেকে লাভজনক করে তুলবে। শুভেন্দু বলেন, রাজ্যের নতুন সরকারকে সাহায্য করতে হবে, জমি রাজ্য সরকার দেবে। আগে বিরোধী দলনেতা থাকাকালীন গড়করি তাঁকে যে ভাবে পথ দেখিয়েছেন, এ বারও ঠিক সে ভাবেই বাংলাকে সমর্থন করার অনুরোধ জানান তিনি। উপস্থিত সকলকে বাংলায় সম্ভাষণ জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। স্বামী বিবেকানন্দ, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্ম ও কর্মভূমি বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রশংসা করে গড়করি বলেন, ''আজ বাংলায় আবার ডবল ইঞ্জিন এসেছে। এক দিকে মোদিজি, অন্য দিকে শুভেন্দু অধিকারী। এই ডবল

● এরপর ৬ পাতায়...

'কোনও শক্তিই মহিলা সংরক্ষণ বিল আটকাতে পারবে না'

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বরঃ লোকসভায় মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের সংবিধান সংশোধনী বিল সংসদে পরাস্ত হওয়ার ঘটনায় এ বার বিরোধী শিবিরকে নিশানা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৃহস্পতিবার দেশের প্রথম সারির সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত এক বিশেষ নিবন্ধে তিনি অভিযোগ



করেছেন, কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন বিরোধীরা মহিলাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পথে বাধা সৃষ্টি করছে। তবে কোনও শক্তিই যে মহিলাদের ন্যায়বিচার পাওয়ার পথ আটকাতে পারবে না, সে কথাও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্পষ্ট করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। নিবন্ধে সরাসরি কংগ্রেসের নাম না করলেও প্রধান বিরোধী দলকে বিঁধে মোদি লিখেছেন, চলতি বছরের শুরুতে সংসদে মহিলা সংরক্ষণ বিল পরাস্ত হওয়া অত্যন্ত লজ্জার এবং এটি বিরোধী দলের 'সাংবিধানিক মূল্যবোধের প্রতি অবজ্ঞা'-রই প্রতিফলন। দেশের 'নারী শক্তি'-কে আশ্বস্ত করে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা, ''আমি ভারতের নারী শক্তিকে আশ্বস্ত করছি যে, তাঁদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার পথ থেকে কোনও শক্তিই আমাদের আটকাতে পারবে না।'' প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, সংবিধান রচনায় যে সব মহিলার অবদান রয়েছে, তাঁদের স্বীকৃতি না দিলে ভারতের সাংবিধানিক যাত্রা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আইনসভায় মহিলাদের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার বিল আটকে দেওয়ায় আক্ষেপ প্রকাশ করে তিনি লেখেন, সাংবিধানিক গণতন্ত্রে বিরোধীদের ভূমিকা স্পষ্টভাবে নির্ধারিত থাকলেও প্রধান বিরোধী দল ক্রমশ 'বিরোধী পক্ষ' (অপোজিশন)-এর

● এরপর ৬ পাতায়...

ক্ষমতায় 'বাধ' বেঁধে দিল বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ নভেম্বরঃ দলের ভিতরে শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে একক কর্তৃত্বের প্রবণতা ঠেকাতে এবার নীচুতলার সংগঠনে আরও কড়া নজরদারি চাইছে বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব। বিধায়ক থেকে মণ্ডল স্তরের নেতা, কেউই আর নিজের ইচ্ছেমতো সাংগঠনিক কিংবা প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না। জেলা স্তরে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রেও তৈরি করা হচ্ছে অনুমোদনের একাধিক ধাপ। শেষ কথা বলবে রাজ্য নেতৃত্বই। সংগঠনের প্রতিটি স্তরে সমন্বয় এবং নিয়ন্ত্রণ আরও আঁটসাঁট করতেই এই পদক্ষেপ বলে দলীয় সূত্রে খবর। দলীয় সূত্রের খবর, জেলায় জেলায় কোনও বিধায়ক কিংবা নেতা এককভাবে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না। জেলা সভাপতির অনুমোদন ছাড়া সাংগঠনিক কিংবা প্রশাসনিক কোনও বিষয়ে পদক্ষেপ করার সুযোগ থাকবে না। অর্থাৎ, সংশ্লিষ্ট জেলার নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা এবং অনুমোদনের প্রক্রিয়া মেনেই এগোতে হবে দলের নেতা-বিধায়কদের। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জেলা কোর কমিটির ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। কোনও প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে জেলা কোর কমিটির অনুমোদন নিতে হবে। কোর কমিটির সম্মতি পাওয়ার পর জেলা সভাপতি সেই সিদ্ধান্তের কথা রাজ্য নেতৃত্বকে জানাবেন। রাজ্য নেতৃত্বের চূড়ান্ত অনুমোদন মিললেই জেলায় সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা যাবে। ফলে জেলা স্তরে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে একক ক্ষমতার বদলে সাংগঠনিক স্তরভিত্তিক অনুমোদন প্রক্রিয়াকেই গুরুত্ব দিতে চাইছে দল। নীচুতলার সংগঠনে যাতে কোনও নেতা নিজের মতো করে দলীয় কর্মসূচি, সাংগঠনিক পদক্ষেপ কিংবা প্রশাসনিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্ক তৈরি করতে না পারেন, সেই লক্ষ্যেই এই কড়াকড়ি বলে মনে করা হচ্ছে। একইসঙ্গে জেলা নেতৃত্বের মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখা এবং রাজ্যের নির্দেশ ও সংগঠনের অবস্থানের সঙ্গে স্থানীয় সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য রাখার উপরেও জোর দেওয়া হচ্ছে। বিধায়ক কিংবা মণ্ডল স্তরের নেতাদের একক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতায় রাশ টেনে সংগঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আরও কেন্দ্রীভূত করতে চাইছে রাজ্য বিজেপি। জেলা থেকে রাজ্য-অনুমোদনের এই নতুন কাঠামোয় দলের শৃঙ্খলা রক্ষার বার্তাই আরও স্পষ্ট করতে চাইছে নেতৃত্ব।

উত্তরপ্রদেশে আসন রফা নিয়ে সপার সঙ্গে সংঘাত তুঙ্গে

আলোচনার মাঝেই ইমরানকে বার্তা খাড়্গের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বরঃ ২০২৭ সালের উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে আসন সমঝোতা নিয়ে



কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টির মধ্যে টানাপড়েন ক্রমেই প্রকাশ্যে চলে আসছে। শরিক দলের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে মুখ খুলে এবার কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গের কড়া বার্তার মুখে পড়লেন দলীয় সাংসদ ইমরান মাসুদ। বৃহস্পতিবার খাড়্গে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, শুধু কথার ফুলঝুরি না ছুটিয়ে এখন ঐক্যবদ্ধভাবে কাজে মন দেওয়াটাই সবচেয়ে জরুরি। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে দেওয়া ইমরান মাসুদের সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গ টেনে এদিন খাড়্গে বলেন, ''টেলিভিশনে আমি প্রায়ই ইমরান মাসুদকে দেখি। উনি ভীষণ আবেগের সঙ্গে কথা বলেন। কিন্তু আমাদের শুধু কথায় নয়, কাজে বেশি নজর দিতে হবে। আমরা যত একসঙ্গে কাজ করব, ততই এগিয়ে যাব।'' তবে সাংসদ হিসেবে সংসদে তাঁর ভূমিকার প্রশংসাও করেছেন কংগ্রেস সভাপতি। খাড়্গের কথায়, ''সংসদে উনি দলের হয়ে নিরন্তর লড়াই করেন এবং দলের অবস্থান তুলে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা করেন।'' মূলত উত্তরপ্রদেশের আসন বণ্টন নিয়ে 'ইন্ডিয়া' জোটের এই দুই শরিকের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়েছে। সূত্রের খবর, কংগ্রেস যেখানে প্রায় ১৩০টি আসন দাবি করেছিল, সেখানে সপা প্রাথমিকভাবে মাত্র ২৬টি আসনের প্রস্তাব দেওয়ায় তীব্র অসন্তোষ তৈরি হয় হাত শিবিরে। এই সংঘাত আরও তীব্র হয় গত মঙ্গলবার, যখন আসন রফা নিয়ে

● এরপর ৬ পাতায়...

সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের জন্য বড় নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ নভেম্বরঃ বেহাল দশা সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার। রীতিমতো যেন গলায় কাঁটার মতো বিঁধছে শিক্ষক সঙ্কট। এবার সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের শিক্ষকদের পড়াতে পাঠানো হচ্ছে সরকারি মডেল স্কুলে। সম্পূর্ণ সরকারি স্কুলে পাওয়া যাচ্ছে না বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষক। তাই জেলাভিত্তিক 'ঠেকনা ' দেওয়ার ব্যবস্থা রাজ্যের। ছাব্বিশ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল, শিক্ষক নিয়োগের জন্য আন্দোলন, নানাবিধ



টালবাহানা দেখেছে এ রাজ্য। শিক্ষকদের চাকরি নিয়ে এখনও টানাপোড়েন চলছে। শিক্ষা দফতর সূত্রে খবর, সরকার পোষিত স্কুল ও সরকারি স্কুল সবেতেই শিক্ষক শূন্যতা। কোনও স্কুলে নেই অঙ্কের মাস্টার, কোনও স্কুলে আবার নেই অন্য বিষয়ের মাস্টার। পড়ুয়াদের পড়াবে কে? এরপরই স্কুল এডুকেশন কমিশনার নির্দেশ পাঠিয়েছে ডিআই-দের, অস্থায়ীভাবে সরকার পোষিত মডেল স্কুল থেকে শিক্ষক পড়াতে যাবেন। শিক্ষকদের বেতন দেবে পুরনো স্কুল। কিন্তু শিক্ষকরা পড়াতে যাবেন নতুন স্কুলে। যাদবপুরের অধ্যাপক নন্দিনী মুখোপাধ্যায় বলেন, ''কেন এই

● এরপর ৬ পাতায়...

রাজ্য সরকারি কর্মীদের বেসিক বেতন কি একলাফে ৫০-৬০ হাজার?

সপ্তম পে কমিশনে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর নিয়ে চর্চা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ নভেম্বরঃ বেতন কমিশনের সুপারিশে শেষ পর্যন্ত ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর কত নির্ধারিত হবে এবং রাজ্য সরকারি কর্মীদের মূল বেতন কতটা বাড়তে পারে, তা নিয়ে এখন রাজ্য সরকারি মহলে প্রবল জল্পনা শুরু হয়েছে। সরকারি কর্মীদের বেতন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই মাপকাঠি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আগের পে কমিশনের তুলনায় মূল বেতন কত গুণ বাড়বে- তা নির্ভর করে এই ফিটমেন্ট ফ্যাক্টরের উপরেই। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সংগঠন তাদের দাবি পেশ করেছে। গত বেতন কমিশনে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েই ২.৫৭ ফিটমেন্ট ফ্যাক্টরের সুপারিশ করেছিল। ফলে পঞ্চম কমিশনের তুলনায় ষষ্ঠ কমিশনে মূল বেতন ২.৫৭ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে রাজ্য সরকারি কর্মীদের সর্বনিম্ন মূল বেতন নির্ধারিত হয়েছিল ১৭ হাজার টাকা। এ বার কেন্দ্রের অষ্টম পে কমিশনের কাছে সব কেন্দ্রীয় সংগঠন ৩.৮৩ ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর দাবি করেছে। একই দাবিতে রাজ্যের সপ্তম বেতন কমিশনে স্মারকলিপি দিয়েছে কর্মচারী পরিষদ, কনফেডারেশন অব স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ এবং কো-অর্ডিনেশন কমিটি। একমাত্র বঙ্গীয় সচিবালয় কর্মচারী সঙ্ঘ দাবি করেছে, ৩.৫। কর্মী সংগঠনগুলির হিসাব অনুযায়ী, ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ৩.৮৩ হলে কর্মচারীদের সর্বনিম্ন মূল বেতন একলাফে বেড়ে দাঁড়াবে ৬৫ হাজার ২০০ টাকা। তবে কেন্দ্রের আগে রাজ্যের সুপারিশ পেশ হলে এই ফ্যাক্টর কমে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন কর্মী নেতাদের একাংশ। কী এই ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর? খুব সহজ ভাষায় বুঝতে হলে-এটা হলো সরকারি কর্মচারীদের বেতন বাড়ানোর একটি গুণক। ধরুন কারও বর্তমান বেসিক বেতন ১০ হাজার টাকা, যদি ফ্যাক্টর ২.৫৭ হয়, তাহলে নতুন বেসিক বেতন ১০,০০০x২.৫৭=২৫,৭০০ হবে। আপনার পুরোনো বেতনকে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যায় গুণ করে নতুন



বেতন ধার্য হয়। কেন এই ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ব্যবহার হয়? পে কমিশন যখন বেতন বাড়ায় তখন সব পদের কর্মচারীর বেতন একসঙ্গে আপডেট করতে হয়। সহজ ভাবে হিসাব করার জন্য এই ফ্যাক্টর ব্যবহার করা হয়। অল ইন্ডিয়া কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্সের উপরে ভিত্তি করেই এই গুণক ঠিক হয়। আর এই নিয়েই চলছে জোর চর্চা। সরকারি কর্মীদের একটা বড় অংশ বলছেন, 'পে কমিশনের আগে ডিএ ৬০ শতাংশ হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ২ বা ২.১ হতে পারে।' প্রসঙ্গত, সপ্তম বেতন কমিশনের কাছে বিভিন্ন পরামর্শ জমা দেওয়ার সময়সীমা ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরের সরকারি কর্মী- পেনশন প্রাপকরা বেতন, ভাতা, পদোন্নতি, অবসরের পরের সুবিধা সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করতে পারবেন । ইতিমধ্যেই এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। কনফেডারেশন অফ স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজের সাধারণ সম্পাদক মলয় মুখোপাধ্যায় বলেন, ''আমরা ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর চেয়েছি ৩.৮। তার কারণ কেন্দ্রীয় কর্মী সংগঠনগুলোও ওই ৩.৮ ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর চেয়েছে। আমরা চাইছি, এই হারেই এটা হোক। ডিএ বাড়িয়েই পে কমিশন কার্যকর হবে। সেই ক্ষেত্রেও যদি কেন্দ্রের হারে বেতন বাড়ে আমাদের কোনও সমস্যা নেই।'' 'সরকারি কর্মচারী পরিষদ'-এর সভাপতি দেবাশিস শীল বলেন, ''আমরা ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ৩.৮ দাবি জানিয়েছি।''

দিঘার জগন্নাথ মন্দির থেকে সরল 'ধাম', মমতাকে দুষে শুভেন্দুকে ধন্যবাদ ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের নাম থেকে সরকারিভাবে 'ধাম' শব্দটি বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্তে সিলমোহর দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এই পদক্ষেপের জন্য বৃহস্পতিবার এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহনচরণ মাঝি। সেইসঙ্গে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী দুষেছেন বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। গত ২৩ নভেম্বর ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীকে একটি চিঠি লিখে নাম পরিবর্তনের বিষয়টি নিশ্চিত করেন শুভেন্দু। চিঠিতে তিনি জানান, ওড়িশাবাসী এবং জগন্নাথ ভক্তদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ভাবাবেগের কথা মাথায় রেখেই দিঘার ওই কমপ্লেক্সের নাম বদলের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হয়েছে। এখন থেকে গোটা কমপ্লেক্সটি 'শ্রীশ্রীজগন্নাথ কালচারাল সেন্টার' নামে পরিচিত হবে এবং এর ভেতরে থাকা মন্দিরটির নাম হবে 'শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দির'। শুভেন্দুর মতে, এই নতুন নামকরণ মন্দিরের পবিত্রতা বজায় রাখার পাশাপাশি গোটা প্রকল্পের বৃহত্তর সাংস্কৃতিক চরিত্রকে যথাযথভাবে তুলে ধরবে। এর ফলে দুই প্রতিবেশী রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশার মধ্যে দীর্ঘদিনের সাংস্কৃতিক বন্ধন এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা আরও সুদৃঢ় হবে বলেও আশাপ্রকাশ করেন তিনি। বৃহস্পতিবার শুভেন্দুর সেই চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার করে সমাজমাধ্যমে দীর্ঘ পোস্ট করেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী। তিনি লেখেন, ''মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথ বিশ্বের আধ্যাত্মিক আত্মা এবং



আমাদের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক পরিচয়ের শ্রেষ্ঠ প্রতীক। পূর্বতন পশ্চিমবঙ্গ সরকার শ্রীক্ষেত্রের অনন্য ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক গুরুত্বকে উপেক্ষা করে দিঘার মন্দির কমপ্লেক্সের ক্ষেত্রে পবিত্র 'জগন্নাথ ধাম' নামটি ব্যবহার করায় কোটি কোটি ভক্তের ভাবাবেগে গভীর আঘাত লেগেছিল।'' এরপরই বাংলার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে মোহন লেখেন, ''আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, তাঁর পূর্ববর্তী ঘোষণা অনুযায়ী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী দিঘার মন্দির কমপ্লেক্স থেকে 'ধাম' শব্দটি সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্তের সরকারি নিশ্চয়তা দিয়েছেন। তাঁর এই সংবেদনশীলতা ও দ্রুত পদক্ষেপের জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।'' ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গের দুই বিজেপি-চালিত সরকারের পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সনাতন ঐতিহ্যের প্রতি সম্মানের কারণেই এই ইতিবাচক সমাধান সম্ভব হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। ওড়িশাবাসীর তরফে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মাঝি স্পষ্ট করেন, তাঁর সরকার ওড়িয়া অস্মিতা এবং মহাপ্রভুর মহিমা রক্ষায় সর্বদা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রসঙ্গত, রাজ্যে পালাবদলের পর গত জুন মাসেই এই বিষয়ে প্রথম পদক্ষেপ করেছিলেন শুভেন্দু। ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর আপত্তির চিঠি নিয়ে নবান্নে এসেছিলেন পুরীর বিজেপি সাংসদ সম্বিত পাত্র। তাঁর উপস্থিতিতেই বৈঠক শেষে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে তৈরি দিঘার জগন্নাথ মন্দির থেকে 'ধাম' শব্দটি সরিয়ে নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই সময়ে দিঘার মন্দিরকে 'ধাম' বলা নিয়ে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মহলে তীব্র বিতর্ক চলছিল। শাস্ত্র এবং অভিধানের ব্যাখ্যা তুলে ধরে শুভেন্দু স্পষ্ট করেন, শাস্ত্র বা অভিধান, কোনও নিয়মেই দিঘার নবনির্মিত মন্দিরকে 'ধাম' বলা যায় না। সেই ঘোষণার পর এবার সরকারিভাবে চিঠি দিয়ে নাম পরিবর্তনের বিষয়টি চূড়ান্ত করে আগের সরকারের আমলের বিতর্কে ইতি টানল রাজ্য সরকার।

সংবিধানের মূল্যবোধ রক্ষা ও নাগরিক দায়িত্ব পালনের শপথ নেওয়ার আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর



কলকাতা, ২৬ নভেম্বর ঃ সংবিধান দিবস উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার সকালে রাজ্যবাসী ও দেশের সমস্ত নাগরিকদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন সমাজমাধ্যমে দেওয়া এক বিশেষ বার্তায় তিনি সংবিধানের আদর্শ ও মূল্যবোধ রক্ষা করার পাশাপাশি নাগরিক হিসেবে নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের সংকল্প পুনর্ব্যক্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন।তাঁর বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেঃদু অধিকারী জানান, সংবিধান দিবস উপলক্ষ্যে প্রত্যেকেরই সংবিধানের মূল্যবোধ রক্ষা করার এবং নিজেদের দায়িত্ব পালনের প্রতিশ্রুতি নতুন করে গ্রহণ করা উচিত। একটি শক্তিশালী, আত্মনির্ভরশীল এবং উন্নত ভারত গা তুলতে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। সকলকে জাতীয় সংবিধান দিবসের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে 'জয় হিন্দ' এবং 'বন্দে মাতরম' ধ্বনির মাধ্যমে নিজের বার্তা শেষ করেন মুখ্যমন্ত্রী।উল্লেখ্য, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর গণপরিষদে ভারতের সংবিধান গৃহীত হয়েছিল এবং ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে তা দেশে কার্যকর হয়। ২০১৫ সাল থেকে প্রতি বছর ২৬ নভেম্বর দিনটি দেশজুড়ে 'সংবিধান দিবস' হিসেবে পালিত হয়ে আসছে, যার মূল লক্ষ্য হলো নাগরিকদের মধ্যে সংবিধানের গুরুত্ব এবং এর গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

কাঠমান্ডুর হোটেল থেকে বিপুল পরিমাণ নগদ ও বিদেশি মুদ্রা উদ্ধার, গ্রেফতার দুই

কাঠমান্ডু, ২৬ নভেম্বর নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুর ঠামেলে একটি হোটেল থেকে বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা ও বিদেশি মুদ্রা উদ্ধার করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় এক বিদেশি নাগরিক-সহ দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। উদ্ধার হয়েছে ৫০ লক্ষ ৫০ হাজার নেপালি টাকা এবং বিপুল পরিমাণ বিদেশি মুদ্রা।ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন চিতওয়ানের বাসিন্দা ২০ বছর বয়সি স্নেহা রিমাল এবং মালদ্বীপের নাগরিক ইউথিথ ইব্রাহিম। বৃহস্পতিবার কাঠমান্ডু জেলা পুলিশ কার্যালয়ের পুলিশ সুপার দানবাহাদুর থাপা জানিয়েছেন, ঠামেলের স্নোলাইন হোটেল থেকে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে।পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের কাছ থেকে ৫০ লক্ষ ৫০ হাজার নেপালি টাকা ছাড়াও ৪,২১৫ ওমানি রিয়াল এবং ৫৫ সংযুক্ত আরব আমিরশাহির দিরহাম উদ্ধার হয়েছে। উদ্ধার হওয়া অর্থ ও বিদেশি মুদ্রার উৎস এবং ধৃতদের কার্যকলাপ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মৃত্যুর কারণ ঘিরে রহস্য

ফররুখাবাদ, ২৬ নভেম্বর ঃ উত্তর প্রদেশের ফররুখাবাদ জেলার মোহাম্মদাবাদ থানা এলাকার রাস্তার ধারে এক প্রৌঢ়ের দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতের নাম মাতাদীন (৫০)। বৃহস্পতিবার তাঁর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।বৃহস্পতিবার থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক তেজ সিং জানান, জাহানগঞ্জের মিহদেল গ্রামের বাসিন্দা মাতাদীনের দেহ মুহরাস কানহাইয়া এলাকার প্রভাত ধাবার কাছে রাস্তার ধারে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। তাঁর গলায় হলুদ রঙের একটি গামছা জড়ানো ছিল। প্রাথমিকভাবে তাঁকে

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদনে ঐতিহাসিক রেকর্ড মোট উৎপাদন ছাড়াল ৩৭৮.৫৩ মিলিয়ন টন, জানালেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী



নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বরঃ ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদনের চূড়ান্ত হিসাব প্রকাশিত হয়েছে, যা ভারতের কৃষি ক্ষেত্রে এক নতুন ঐতিহাসিক রেকর্ড স্থাপন করেছে। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান জানান, ২০২৫-২৬ সালে দেশে মোট খাদ্যশস্য উৎপাদন দাঁড়িয়েছে ৩৭৮.৫৩ মিলিয়ন টনে, যা তার আগের বছরের তুলনায় ২০.৮ মিলিয়ন টন বেশি। একইসঙ্গে চাল উপাদনেও ভারত নতুন নজির গা।ছে।কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান তথ্য তুলে ধরে বলেন, ২০২৫-২৬ সালের খাদ্যশস্য উপাদনের চূড়ান্ত অনুমান এখন আমাদের হাতে এসেছে, যা এক ঐতিহাসিক রেকর্ড দেখাচ্ছে। মোট খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়েছে ৩৭৮.৫৩ মিলিয়ন টন, যা গত বছরের তুলনায় ২০.৮ মিলিয়ন টন বেশি। ভারত চাল উৎপাদনেও একটি নতুন রেকর্ড তৈরি করেছে- মোট চাল উৎপাদন পৌঁছেছে ১৫৫.১৫ মিলিয়ন টনে, যা গত বছরের তুলনায় ৪.৯৭ মিলিয়ন টন বেশি।পুষ্টিকর শস্য ' অন্ন' (মিলেট) এবং ডাল উৎপাদনের পরিসংখ্যান দিয়ে তিনি আরও জানান, পুষ্টিকর মিলেট বা শ্রী অন্নের উৎপাদন দাঁড়িয়েছে ৭৪.০৮ লক্ষ টনে। অন্যদিকে, ভারতের ডাল উৎপাদন পৌঁছেছে ২৭.২৪ লক্ষ টনে (২৭২.৪ লক্ষ টন বা ২৭.২৪ মিলিয়ন টন), যা গত বছরের ২৫৬.৮৩ লক্ষ টনের তুলনায় ১৫.৫৭ লক্ষ টন (১.৫৫৭ মিলিয়ন টন) বেশি। যদিও দেশ এখনও তার অভ্যন্তরীণ মোট চাহিদা পুরোপুরি মেটাতে পারেনি, তবে উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে বিদেশ থেকে ডাল আমদানির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।ভারতে প্রোটিনের অন্যতম প্রধান উৎস হিসেবে ডালের গুরুত্ব উল্লেখ করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, ভারত একইসঙ্গে বিশ্বের বৃহত্তম ডাল উৎপাদনকারী এবং আমদানিকারক দেশ। সরকারের কৃষক-বান্ধব নীতি ও উন্নত বীজ-প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলেই খাদ্যশস্য ও ডাল উপাদনে এই উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে বলে জানান তিনি।

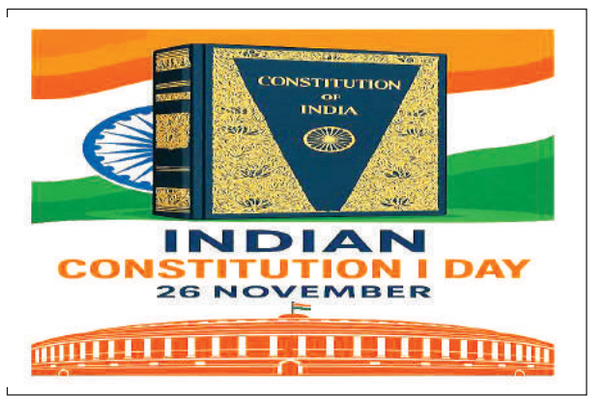
বিকাশের নয়া নজির! এবার আস্ত স্কুলই বিক্রির অভিযোগ

শিবনাথ দাস ঃরাজনীতির ময়দানে প্রতিপক্ষকে টেক্কা দেওয়ার লড়াইয়ে উন্নয়নের কত বিচিত্র সংজ্ঞা যে আবিস্কার করা যায়, তা বাংলার মানুষ গত পনেরো বছরে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন। চাকরি থেকে কয়লা, গরু থেকে বালি-দুর্নীতির অভিযোগে একের পর এক অধ্যায় খুলেছে প্রাক্তন শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। কিন্তু এবার কেষ্টপুরে যে অভিযোগ সামনে এসেছে, তা যেন সেই সমস্ত কিছুকেও ছাপিয়ে গিয়েছে। অভিযোগ, চাকরি কিংবা সরকারি সম্পত্তির অন্য কোনও অংশ নয়, এবার বিক্রি হয়ে গিয়েছে আস্ত একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের জমি! আর সেই অভিযোগের কেন্দ্রে রয়েছেন বিধাননগর পুরনিগমের ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর আশুতোষ নন্দী।বিকাশের এমন অভিনব নজির দেখে বিস্মিত হওয়ারই কথা। যে জায়গায় শিশুদের হাতে বইখাতা তুলে দেওয়ার কথা, যে প্রতিষ্ঠানের ছায়ায় এলাকার দরিদ্র পরিবারের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার ভিত তৈরি হওয়ার কথা, সেই জায়গাই যদি বাণিজ্যের পণ্যে পরিণত হয়, তাহলে উন্নয়নের স্লোগান আর বাস্তবের ছবির মধ্যে ব্যবধান কতটা, তা বুঝতে বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই।স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রায় পনেরো বছর আগে আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি। তারপর থেকে তার পুনর্নির্মাণ কিংবা প্রয়োজনীয় সংস্কারের কোনও কার্যকর ব্যবস্থা হয়নি। অভিযোগ উঠেছে, সেই জমিই দশ-পনেরো লক্ষ টাকার বিনিময়ে হস্তান্তর করা হয়েছে। সেখানে এখন গড়ে উঠেছে ঝকঝকে অফিস। অথচ যে শিশুদের জন্য ওই কেন্দ্রটি তৈরি হয়েছিল, তাদের ঠাঁই হয়েছে একটি জরাজীর্ণ ক্লাবঘরে।এই ছবিটাই সবচেয়ে বেশি বেদনাদায়ক। একদিকে পাকা ইমারত, অন্যদিকে ভাঙাচোরা ছাদ। একদিকে নতুন অফিসের চাকচিক্য, অন্যদিকে শিশুদের মাথার উপর নিরাপদ আশ্রয়ের অভাব। একটু বৃষ্টি হলেই ছাদ দিয়ে জল পড়ে। ভগ্নপ্রায় দেওয়াল ও চাঙড়ের নিচে বসে অক্ষরজ্ঞান অর্জন করতে হচ্ছে খুদে পড়ুয়াদের। অভিভাবকদের আশঙ্কা, যেকোনও মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা। প্রশ্ন হল, এই শিশুদের নিরাপত্তার দায়িত্ব কার?তৃণমূলের আমলে শিক্ষার প্রসারে নানা প্রকল্পের কথা বারবার প্রচার করা হয়েছে। কন্যাশ্রী, সবুজসাথী-এমন একাধিক প্রকল্পের সাফল্য তুলে ধরে উন্নয়নের ঢাক পেটানো হয়েছে। কিন্তু কেষ্টপুরের ঘটনা যদি সত্যি হয়, তাহলে সেই প্রচারের আড়ালে থাকা বাস্তবকে অস্বীকার করার উপায় কোথায়? যে সরকার শিক্ষার প্রসারের কথা বলে, সেই সরকারের আমলে একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের জমি কীভাবে হাতবদল হয়ে যায়? যে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে শিশুদের ভবিষ্য, তার জমিতে কীভাবে অন্যের অফিস গড়ে ওঠে?নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা এমনিতেই দীর্ঘদিন ধরে প্রশ্নের মুখে। যোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের আন্দোলন, আদালতের নির্দেশ, চাকরি বাতিলের ঘটনা-সব মিলিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে যে গভীর ক্ষত তৈরি হয়েছে, তা এখনও সম্পূর্ণ শুকোয়নি। তারই মধ্যে কেষ্টপুরের এই অভিযোগ যেন প্রাথমিক শিক্ষার ভিত নিয়েও নতুন করে উদ্বেগ তৈরি করছে। শিক্ষার অধিকার শুধু বড় বড় বিদ্যালয়ের ভবন কিংবা মঞ্চে দেওয়া বক্তৃতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। একটি দরিদ্র পরিবারের শিশুর নিরাপদে পড়াশোনা করার সুযোগও সেই অধিকারের অবিচ্ছেদ্য অংশ।সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ সামনে আসার পরও অভিযুক্ত কাউন্সিলরের প্রকাশ্যে দেখা না মেলার কথা জানিয়েছেন স্থানীয়রা। যদিও অভিযোগের সত্যতা যাচাই করা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বক্তব্য সামনে আনা প্রশাসনের দায়িত্ব, তবুও জনমানসে প্রশ্ন উঠছে-যদি সব কিছু নিয়ম মেনেই হয়ে থাকে, তাহলে এত ধোঁয়াশা কেন? সরকারি জমির মালিকানা, হস্তান্তরের নথি, পুরনিগমের অনুমতি এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভূমিকা-সব কিছুই প্রকাশ্যে আনা প্রয়োজন।এখানে শুধু একজন কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের বিচার করলেই চলবে না। যে জমি শিশুদের শিক্ষার কাজে ব্যবহৃত হওয়ার কথা, তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের। এত বছর ধরে একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র কার্যত পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকল কীভাবে? জমি যদি সত্যিই বিক্রি বা হস্তান্তর হয়ে থাকে, তাহলে সেই প্রক্রিয়ায় কোন কোন সরকারি আধিকারিকের ভূমিকা ছিল? পুরনিগম, শিক্ষা দপ্তর কিংবা স্থানীয় প্রশাসনের কেউ কি বিষয়টি জানতেন না? নাকি জানার পরও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি?এই প্রশ্নগুলির উত্তর চাই। কারণ সরকারি সম্পত্তি কোনও জনপ্রতিনিধির ব্যক্তিগত সম্পদ নয়। তা জনগণের করের টাকায় তৈরি, জনগণের প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্যই বরাদ্দ। আর শিশুদের শিক্ষাকেন্দ্রের জমি হলে তার গুরুত্ব আরও বেশি। সেখানে ব্যক্তিগত স্বার্থের জায়গা নেই, থাকার কথাও নয়।ক্ষমতা চলে যাওয়ার পর প্রাক্তন শাসকদলের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ সামনে আসছে। তবে কেষ্টপুরের ঘটনাকে নিছক রাজনৈতিক তরজা হিসেবে দেখলে ভুল হবে। এখানে প্রশ্ন তৃণমূল বনাম বিজেপির নয়, প্রশ্ন শিশুদের ভবিষ্য বনাম দুর্নীতির অভিযোগের। প্রশ্ন একটি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জমি বনাম ব্যক্তিগত স্বার্থের।আজ সেই জরাজীর্ণ ক্লাবঘরে বসে থাকা শিশুদের মুখের দিকে তাকালে বোঝা যায়, দুর্নীতির সবচেয়ে বড় মূল্য দিতে হয় সাধারণ মানুষকেই। নেতাদের রাজনৈতিক পালাবদল হয়, ক্ষমতার চেয়ার বদলায়, কিন্তু যে শিশুর মাথার উপর নিরাপদ ছাদ নেই, তার শৈশবের ক্ষতি কোনও স্লোগান দিয়ে পূরণ করা যায় না।কেষ্টপুরের অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত হোক। জমি হস্তান্তরের সমস্ত নথি প্রকাশ্যে আসুক। দোষ প্রমাণিত হলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক। আর সবার আগে, ওই শিশুদের জন্য দ্রুত নিরাপদ শিক্ষাকেন্দ্রের ব্যবস্থা করা হোক।উন্নয়নের আসল মাপকাঠি ঝকঝকে অফিস কিংবা বড় বড় স্লোগান নয়। উন্নয়নের মাপকাঠি হল, একটি দরিদ্র পরিবারের শিশুও যেন নিশ্চিন্তে স্কুলে বসে পড়তে পারে। কেষ্টপুরে সেই ন্যূনতম অধিকারটুকু যদি হারিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তার দায় এড়ানোর সুযোগ কারও নেই।সবই যদি উন্নয়নের নামে হয়ে থাকে, তবে প্রশ্ন একটাই- এ কেমন উন্নয়ন, যেখানে শিশুদের ভবিষ্যৎ গড়ার জায়গাটুকুও নিরাপদ নয়?

উন্নয়ন হবে আবার বদলাও হবে .. রাস মেলা মঞ্চ থেকে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার ঃগত বুধবার কোচবিহারের রাসমেলা উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর কোচবিহার সফরে এসেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। দুপুর একটার পর কোচবিহার বিমানবন্দরে অবতরণ করে সড়কপথে সোজা চলে আসেন কোচবিহারের জেলাশাসক দপ্তর সংলগ্ন ল্যাসডাউন হলে। সেখানে কোচবিহারের বিভিন্ন রাজবংশী ও কামতাপুরী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সংগঠনকে এক সূত্রে গাঁথালেন মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার কোচবিহার ল্যান্সডাউন হলে রাজবংশী বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বৈঠক করলেও বংশী বদন বর্মনের গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন, কেএলও চিফ জীবন সিংহের অনুগামী বলে পরিচিত কামতাপুর ষ্টেট ডিমান্ড কাউন্সিল, দি কোচবিহার রয়্যাল ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সাকসেসার্স ট্রাস্ট সহ ৩৬টি সংগঠনের প্রতিনিধিরা এই সভায় উপস্থিত ছিলেন । যদিও মুখ্যমন্ত্রীর এই সভায় অনুপস্থিত ছিল বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ তথা দ্য গ্রেটার কোচবিহার পিপল অ্যাসোসিয়েশনের সুপ্রিমো অনন্ত মহারাজের সংগঠন প্রতিনিধি। বুধবার ১টা বেজে ২৭মিনিট নাগাদ কোচবিহার বিমানবন্দরে অবতরণ করে মুখ্যমন্ত্রীর হেলিকপ্টার। এরপর সড়ক পথে কোচবিহার জেলা শাসকের দপ্তরে ১টা ৫১মিনিট নাগাদ প্রবেশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর গার্ড অফ অনার নিয়ে জেলাশাসকের দপ্তর চত্বরে ল্যান্স ডাউন হলে রাজবংশী ও কামতাপুরী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন নারী শিশু কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী মালতি রাভা রায় প্রতিমন্ত্রী আনন্দ বর্মন সহো অনেকে। তবে এই বইটাকে উপস্থিত ছিলেন না বিজেপিরই রাজ্যসভার সাংসদ অনন্ত মহারাজ এবং কোচবিহারের এনসিপি সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। বৈঠকে দেখতে পাওয়া যায়নি জেলাশাসক কেউ। যদিও এ প্রশ্নের উত্তরে আগেই অনন্ত মহারাজ জানিয়েছিলেন দিদি সফর সূচি সঠিকভাবে জানেন না মুখ্যমন্ত্রী এবং তাকে ডাকা হয়নি একরাশ ক্ষোভ নিয়েই একথা বলেছিলেন তিনি ? কেন গুরুত্বপূর্ণ এই বৈঠকে ডাক পেলেন না অনন্ত মহারাজ এনসিপি সংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া পানি উঠছে বিস্তর প্রশ্ন ? তাহলে কি অনন্ত মহারাজের সাথে আরো দূরত্ব বাড়ছে বিজেপির ? অপরদিকে অনন্ত মহারাজের বিরোধী গোষ্ঠী বলে পরিচিত রাজবংশী সমাজের মুখ বংশী বদন বর্মনকে প্রথম থেকেই দেখা গেল ছায়া সঙ্গী হিসেবে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে থাকতে। সভা শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন - এই ল্যান্সডাউন হলে ৩০০জনের বসার ব্যবস্থা থাকলেও ১৩১জনকে উপস্থিত রাখা সম্ভব হয়েছে। যদি অনন্ত মহারাজ প্রসঙ্গে এড়িয়ে যান তিনি।কোচবিহার ল্যান্স ডাউন হলের সভা শেষ করে মুখ্যমন্ত্রী যোগ দেন শোভাযাত্রায়। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় ছিল শুধু মানুষের মাথা। এত ভিড় শেষ কবে কোচবিহারের রাজপথে মানুষ দেখেছে তা সকলেরই অজানা। রাজস্থান থেকে আনা হয়েছিল দুটি কুনকি হাতি। সুন্দর ভাবে তাদের সাজিয়ে তোলা হয়েছিল। সামনে ছিল বৈরাতী নিত্য সহ বিভিন্ন স্থানীয় শিল্পীরা। প্রায় দু কিলোমিটার শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণের পর কোচবিহারের প্রাণকেন্দ্র হরিশ পাল চৌপতিতে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের পক্ষ থেকে তৈরি হওয়া ঘড়ি ঘরের উদ্বোধন করেন তিনি। এরপর মদনমোহন বাড়িতে পুজো দিয়ে তিনি সোজা পৌঁছে যান কোচবিহার এমজেএন স্টেডিয়ামে। রাসমেলা ময়দানে ২১৪তম কোচবিহারের প্রাণের ঠাকুর বাবা মদনমোহন দেবের রাসমেলার উদ্বোধন করেন তিনি। মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন - এর আগে যখন আমি বিরোধী দলনেতা ছিলাম তখন কোচবিহারের খাগড়া বাড়িতে আমার গাড়ির উপর আক্রমণ করা হয় যা আজও আমার মনে আছে। তাই কোচবিহারে যেরকম উন্নয়ন হবে বদলাও হবে। কোচবিহারের পুলিশ সুপারের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন - একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মানুষ যারা অনুপ্রবেশ করে এ জেলায় বসবাস করছেন তাদেরকে চিহ্নিত করে সেই পথ দিয়েই ফেরত পাঠাতে হবে। মন্ত্রী বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন এর আগে এসে আমি দেখেছি কোচবিহার মহারাজা জিতেন্দ্র নারায়ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিকাঠামো ঠিক নেই তাই কোচবিহারের জেলা শাসক কে আমি বলেছি নির্দিষ্ট জায়গা চিহ্নিত করতে আমরা উন্নতমানের চিকিৎসা ব্যবস্থা করব। পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় পরিকাঠামো গত ভাবে ঠিক করতে হবে এর পাশাপাশি তিনি বলেন সিতাইয়ে পড়াশোনার জন্য কোন কলেজ নেই খুব দ্রুত এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। মদনমোহন মন্দিরের উন্নতি প্রকল্প নিয়েও বিশেষ পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানান তিনি। মঞ্চ থেকে তিনি গৌরী মেলারও উদ্বোধন করেন। মূলত নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে বেশ কিছু স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে নিয়ে ইন্ডিয়ান স্টেডিয়ামের ভিতরেই তৈরি করা হয়েছে স্টল। উল্লেখ্য মঞ্চের শুরুতেই মঞ্চে সকলের কথা এবং নাম উচ্চারণ করলেও উচ্চারণ করেননি রাজ্যসভার সাংসদ তথা জিসিপিয়ের সুপ্রিমো অনন্ত মহারাজ। রাস মেলার উদ্বোধনে তাকে দেখতে পাওয়া গেছে তিনি বলেন জেলাশাসক আমন্ত্রণ জানিয়েছে তাই এসেছি পরবর্তীতে মঞ্চে বসলেও একবারও তার নাম উচ্চারণ করেন নি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী যদিও বক্তব্য শেষ হবার পর অনন্ত মহারাজকে জড়িয়ে ধরেন তিনি এবং পাশে নিশীত প্রামাণিককে রেখে জাতীয় সংগীতে অনুষ্ঠান শেষ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বর্তমান উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের উদ্যোগেই রাজ্যসভার সাংসদ হয়েছিলেন দ্য গ্রেটার কুচবিহার পিপল অ্যাসোসিয়েশনের সুপ্রিমো অনন্ত মহারাজ। বেশ কিছুদিন থেকেই তিনি বেসুরো বাজছিলেন। সরকার পরিবর্তন হওয়ার পরেও বিজেপির কোন অনুষ্ঠানে তাকে দেখতে পাওয়া যেত না তা নিয়ে বারংবার ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তিনি। এমত অবস্থায় রাস মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শেষে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর তাকে জড়িয়ে ধরে আপ্যায়ন করার কোন কি নির্দিষ্ট অর্থ বহন করছে নাকি সুর তার লয়কে বাজানোর জন্যই শেষ পর্যন্ত অনন্ত মহারাজের সাথে করমর্দন করলেন তিনি। তবে কোচবিহারে এইএমস , আইআইএম উন্নত মানের ক্যান্সার হসপিটাল কিছুই জোটেনি অথচ কোচবিহার থেকেই রয়েছে রাজ্যের দুই মন্ত্রীসহ বিধানসভার অধ্যক্ষ। এর মত অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রীর এই সফর কে ঘিরে বুক বেধেছিল কোচবিহারের মানুষ। তবে রাসমেলার সরকারি মঞ্চ থেকে যে আশ্বাস তিনি দিলেন তাতে হয়তো চিরে ভিজবে না বলেই মনে করছে? রাজনৈতিক মহল। কোচবিহারের রাস মেলাকে কেন্দ্র করে এক নতুন রূপে সাজিয়ে তোলা হয়েছে এই শহরকে যাকে ঘিরে উন্মাদনা তুঙ্গে।

সংবিধান কেবল আইনি কাঠামো নয়, বরং জাতির জীবন্ত চেতনাঃউপরাষ্ট্রপতি



নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বরঃ ভারতের সংবিধান শুধুমাত্র একটি আইনি কাঠামো নয়, বরং এটি আমাদের জাতির জীবন্ত চেতনা। বৃহস্পতিবার দুপুরে নয়াদিল্লিতে সংবিধান দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই মন্তব্য করলেন ভারতের উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণন। এদিন অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে তিনি সংবিধানের অষ্টম তফসিলভুক্ত ২২টি ভারতীয় ভাষায় অনূদিত ভারতের সংবিধানের সংস্করণও আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেন।অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণন বলেন, সংবিধান প্রণেতারা স্বাধীন ভারতকে এমন একটি সংবিধান উপহার দিয়েছেন, যা দেশের সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সঠিকভাবে প্রতিফলিত করে। দেশের প্রতিটি নাগরিক যাতে নিজের মাতৃভাষায় সংবিধান পাতে ও বুঝতে পারেন, সেই লক্ষ্যেই ২২টি তফসিলভুক্ত ভাষায় সংবিধান প্রকাশের এই উদ্যোগ বিশেষ তাপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে কেন্দ্রীয় আইন ও বিচারমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল বলেন, ভারত সারা বিশ্বে ' গণতন্ত্রের জননী' হিসেবে পরিচিত। তিনি উল্লেখ করেন, ২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার প্রতি বছর ২৬ নভেম্বর দিনটিকে ' সংবিধান দিবস' হিসেবে উদযাপন করার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মেঘওয়াল আরও বলেন, ভারতের সংবিধান এবং গত ৭৭ বছরে এর গৌরবময় যাত্রা সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার ক্ষেত্রে সংবিধান দিবস একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ। এদিন তিনি ভারতের সংবিধান রচনাকারী গণপরিষদের সমস্ত সদস্যের প্রতিও গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।অন্যদিকে সংবিধান কেবলমাত্র কতকগুলি অনুচ্ছেদের সমষ্টি নয়, বরং একজন সাধারণ নাগরিকের জীবনে তা কীভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে- তার ওপর ভিত্তি করেই সংবিধানের সার্থকতা বিচার করা উচিত। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে জাতীয় সংবিধান দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিলেন ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত। তিনি স্পষ্ট জানান, কোনও অসাধারণ রাজনৈতিক বা প্রাতিষ্ঠানিক সংকটের সময় নয়, বরং প্রশাসনিক ক্ষমতার দৈনঃদিন প্রয়োগের মাধ্যমেই প্রতিদিন সংবিধানের পরীক্ষা হয়।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, আমরা প্রায়শই সংবিধানকে এর বিভিন্ন ধারা, প্রতিষ্ঠান এবং ক্ষমতার বণ্টনের মাধ্যমে বুঝে থাকি। এগুলি অবশ্যই সংবিধানের অপরিহার্য ভিত্তি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানুষের কাছে সংবিধানের অর্থ কী, তার দ্বারাই এর বিচার হওয়া উচিত। একজন সাধারণ নাগরিকের কাছে সংবিধান কেবল অনুচ্ছেদের সংগ্রহ হিসেবে ধরা দেয় না। সংবিধান অনুভূত হয় তখনই, যখন কোনো প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত ন্যায়সঙ্গত হয়, যখন ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সুরক্ষিত থাকে, যখন কোনো ব্যক্তি নিজের বক্তব্য পেশ করার সুযোগ পান এবং যখন সরকারি কর্তৃপক্ষকে স্বেচ্ছাচারী হওয়া থেকে বিরত রাখা যায়।প্রান্তিক ও অসহায় মানুষের ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকারের ওপর জোর দিয়ে প্রধান বিচারপতি আরও বলেন, সংবিধান সবচেয়ে অর্থবহভাবে অনুভূত হয় তখনই, যখন অত্যন্ত সীমিত সামর্থ্যের একজন মানুষও এই আত্মবিশ্বাস নিয়ে কোনও প্রতিষ্ঠানের দ্বারস্থ হতে পারেন যে তাঁর অভিযোগের ন্যায্য শুনানি হবে। প্রতিষ্ঠানগুলির দায়বদ্ধতা এবং ক্ষমতার সীমারেখা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, সংবিধানের পরীক্ষা শুধুমাত্র কোনো অসাধারণ রাজনৈতিক বা প্রাতিষ্ঠানিক সংকটের সময় হয় না বরং ক্ষমতার

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর মন্তব্য ঘিরে শাসক ও বিরোধীদের তীব্র রাজনৈতিক তরজা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৬ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ দিন দুয়েক আগে নিজের সমাজমাধ্যমের পাতায় একটি ভিডিও পোস্ট করে রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল ফেলে দিয়েছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। সেই ভিডিওতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূলকে মৃত বলে কটাক্ষ করার পাশাপাশি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির মুখ্যমন্ত্রীর হাতের ছোঁয়ায় চলছে বলে মন্তব্য করেছিলেন তিনি। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই তীব্র সুর চড়াতে শুরু করেছেন মমতা তৃণমূলের নেতা ও মন্ত্রীরা। এমনকি বিজেপির মন্ত্রীর তরফ থেকেও এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া এসেছে। বুধবারের পর বৃহস্পতিবারও এই ইস্যুতে আক্রমণাত্মক ভূমিকায় দেখা গিয়েছে বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষকে। অন্যদিকে, ঋতব্রত শিবিরের তরফ থেকেও পাল্টা জবাব দেওয়া হয়েছে। ভিডিও বার্তায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'একটা মৃত তৃণমূল আর একটা ঋত তৃণমূল। মৃত তৃণমূল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আর ঋতব্রত তৃণমূল আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর আশীর্বাদে, হাতের ছোঁয়া আছে বলে চলছে।' বৃহস্পতিবার সকালে নিজের সতীর্থের এই সাম্প্রতিক মন্তব্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে বলেন, 'আমি এই বিষয়ে কিছু বলব না। যে যার প্রেডিকশন। রাজনীতিতে প্রেডিকশন থাকবেই। রাজনীতিতে নিজের মতামত দিতেই পারেন যে কেউ।' বুধবার স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে তীব্র আক্রমণ করে মমতা তৃণমূলের নেতা কুণাল ঘোষ বলেছিলেন, 'স্বাস্থ্যমন্ত্রী যা বলেছেন তাতে মুখোশ খুলে গেছে। বিজেপি মদত দিচ্ছে, এরা বি টিম, আমরা বারবার বলেছি। আজ ছাপ্পা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেদিন মুখ্যমন্ত্রীর হাত থাকবে না, সেদিন ওরা থাকবে না। ওদের অস্তিত্বের উপর কুঠারাঘাত। আমরা যা যা বলেছি তা শারদ্বতবাবু মান্যতা দিলেন। শারদ্বতবাবুর মন্তব্যে উইশলিস্ট পূর্ণ। সিপিএমকে ওনারা সুযোগ দিচ্ছেন সেটাও বললেন। সাহস থাকলে থানায় এফ আই আর করুক। তবে শারদ্বতবাবুকে সন্দেশ খাওয়াব।' বৃহস্পতিবারও সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে কুণাল ঘোষ লেখেন, 'শিবির যে মুখ্যমন্ত্রী বা বিজেপির দয়ায় চলছে, এই স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্যটি শারদ্বতবাবু ভুল করে বলে ফেলেননি বা অসতর্কভাবে বলে ফেলেননি। এটা তিনি বা তাঁরা জানেন, বিশ্বাস করেন এবং খুব কৌশলগতভাবে ঠান্ডা মাথায় জেনেশুনে বলেছেন।' স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ভিডিও ঘিরে জল্পনা শুরু হওয়ার পর বুধবার ঋতব্রত শিবিরের নেতা আখ রুজ্জামান প্রতিক্রিয়া দিয়ে বলেন, 'বিজেপির দলে বিজেপির নিয়ন্ত্রণ নেই। শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত মত। আমরা দল আলাদা করতে চাইনি। বাধ্য হয়েই আমরা বেরিয়ে আসি। আমরা মূল দলেই থাকি। এর পরেও নেত্রী আমাদের সাথে আলোচনা করেননি। তাই আমরা রেজোলিউশন করে নতুন দল গঠন করি।' সব মিলিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর একটি ভিডিও বার্তাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের রাজনৈতিক পারদ এখন তুঙ্গে।

নতুন বছরেই শুরুতে বদলাচ্ছে পাঠ্যবই, প্রাক-প্রাথমিক থেকে অষ্টম শ্রেণিতে নতুন নামে ১৭টি বই হাতে পাবে পড়ুয়ারা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৬ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ নতুন বছর, নতুন বই, আর সঙ্গে একেবারে নতুন নাম। আসন্ন শিক্ষাবর্ষে স্কুল পড়ুয়াদের জন্য পাঠ্যবইয়ে একাধিক বড়সড় পরিবর্তন আনতে চলেছে রাজ্য সরকার। আগামী ২ জানুয়ারি রাজ্যজুড়ে পালিত হবে 'বুক ডে'। সেদিনই সরকারি ও সরকারপোষিত স্কুলের পড়ুয়াদের হাতে তুলে দেওয়া হবে নতুন নামের পাঠ্যবই। স্কুল শিক্ষা দপ্তরের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এবার প্রাক-প্রাথমিক থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ১৭টি বইয়ের নাম বদল করা হয়েছে। শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই পড়ুয়াদের পঠনপাঠনে নতুনত্ব আনতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে দপ্তর সূত্রে খবর। স্কুল শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথম শ্রেণির 'আমার বই-১' সিরিজের তিনটি খণ্ড এবার থেকে পরিচিত হবে 'নবপল্লব' নামে। দ্বিতীয় শ্রেণির 'আমার বই-২' সিরিজের তিনটি খণ্ডের নতুন নাম রাখা হয়েছে 'নবদিগন্ত'। অন্যদিকে, প্রাথমিক স্তরের বাংলা বইয়ের ক্ষেত্রেও নাম বদল করা হয়েছে। তৃতীয় শ্রেণির 'পাতাবাহার' এবার হবে 'নবাঙ্কুর'। চতুর্থ শ্রেণির 'পাতাবাহার'-এর নতুন নাম রাখা হয়েছে 'উন্মেষ'। আর পঞ্চম শ্রেণির 'পাতাবাহার' এবার থেকে 'নবদিশারী' নামে পড়ুয়াদের হাতে পৌঁছাবে। এখানেই শেষ নয়, বদল এসেছে উঁচু ক্লাসের ইতিহাস আর ভূগোলের বইয়ের নামেও। ষষ্ঠ শ্রেণির 'অতীত ও ঐতিহ্য' এবার পরিচিত হবে 'প্রাচীন ইতিহাস' নামে। সপ্তম শ্রেণিতে একই বইয়ের নাম হবে 'মধ্য ইতিহাস'। আর অষ্টম শ্রেণিতে তা হবে 'আধুনিক ইতিহাস'। ভূগোলের বইগুলোর ক্ষেত্রেও একই ছবি দেখা গিয়েছে। ষষ্ঠ, সপ্তম আর অষ্টম শ্রেণির 'আমাদের পৃথিবী' এবার থেকে 'ভূ-পরিচয়' নামে পরিচিত হবে। শ্রেণি অনুযায়ী বইগুলোর নাম হবে 'ভূ-পরিচয়-৬', 'ভূ-পরিচয়-৭' আর 'ভূ-পরিচয়-৮'। এছাড়া প্রাক-প্রাথমিক স্তরের দুটি বইয়ের নামও বদলানো হয়েছে বলে জানিয়েছে স্কুল শিক্ষা দপ্তর।

১৬টি রাজ্য সড়ককে জাতীয় সড়কে উন্নীত করার প্রস্তাব! কেন্দ্রের আশ্বাস পেয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখবেন শুভেন্দু



দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নবান্ন, হাওড়া, ২৬ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ নবান্নে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গড়করির সঙ্গে বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৈঠকে সমস্ত রাজ্য সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ ও দেখভালের দায়িত্ব জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়ার প্রস্তাব তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। জবাবে গড়করি জানান, বিষয়টি আপাতত 'ফ্রিজ' হয়ে রয়েছে। তাই রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে নতুন করে আবেদন জানালে তা অবশ্যই খতিয়ে দেখা হবে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যের উন্নয়নে এত দিন যে সমস্ত প্রস্তাব থমকে ছিল, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সেগুলিতে দু'হাত তুলে পূর্ণ সহযোগিতা ও অর্থবরাদ্দের আশ্বাস দিয়েছেন। পাশাপাশি, পরিবহণ দফতরের জন্য কেন্দ্রের তরফে রাজ্য সরকার প্রায় ১০ হাজার ইলেকট্রিক ভেহিক্যাল (বৈদ্যুতিক যান) পেতে চলেছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। শুভেন্দু জানান, জাতীয় সড়ক এবং সড়ক নিরাপত্তা (রোড সেফটি), উভয় ক্ষেত্রেই কেন্দ্রের তরফে বড় মাপের সহায়তা মিলছে এবং ইতিমধ্যেই বহু সমস্যার সমাধান হয়েছে। গত ছ'মাসে জাতীয় সড়ক প্রকল্পের ক্ষেত্রে যে সমস্ত জমি সংক্রান্ত জট (ল্যান্ড পেন্ডিং ইস্যু) ছিল, রাজ্য সরকার তা মেটানোর ব্যবস্থা করেছে। সড়ক নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও একাধিক পরিকল্পনার সুযোগ রয়েছে, যা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজ্যকে বাতলে দিয়েছেন। জাতীয় সড়কের বেশ কিছু অংশের বেহাল দশার কথা এ দিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর নজরে আনেন মুখ্যমন্ত্রী। সংশ্লিষ্ট এজেন্সি ও ইঞ্জিনিয়ারদের উপস্থিতিতেই গড়করি তাৎক্ষণিকভাবে সেগুলির সমাধান করে দিয়েছেন বলে জানান শুভেন্দু। বিশেষ করে ডালখোলা থেকে ইসলামপুর, ভাবতা, বেলডাঙা, পলাশী, ছোট জাগুলিয়া এবং বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলিতে সড়ক মেরামতি ও চওড়া করার (ওয়াইডনিং) বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি প্রকল্পগুলির কাজে গতি আনতে একটি রোডম্যাপ তৈরি করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, প্রতি মাসে রাজ্যের মুখ্যসচিব (চিফ সেক্রেটারি) এবং জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের (এনএইচ) প্রজেক্ট ডিরেক্টর পর্যায়ের রিভিউ মিটিং হবে। প্রতি দু'মাস অন্তর তিনি নিজে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ ও রাজ্য সরকারের আধিকারিকদের নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক করবেন। এ ছাড়া, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গড়করি প্রতি ছ'মাস অন্তর পশ্চিমবঙ্গে এসে একটি করে প্রকল্প সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন বলেওজানিয়েছেন শুভেন্দু। শুভেন্দু জানান, রাজ্যের আরও বেশি সংখ্যক রাজ্য সড়ককে যাতে জাতীয় সড়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, সেই আর্জি জানিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি লিখবেন এবং তাঁর হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করবেন। মুখ্যমন্ত্রীর মতে, রাজ্য সড়কগুলি জাতীয় সড়কে উন্নীত হলে অর্থের কোনও অভাব থাকবে না এবং উন্নয়নের কাজ আরও দ্রুতগতিতে এগোনো সম্ভব হবে। শহর কলকাতার রাস্তা ও যানজট নিয়েও বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, শহরের রাস্তার ওপরে একাধিক নতুন উড়ালপুল এবং কয়েকটি 'মাল্টি-লেয়ার' বা স্তরবিশিষ্ট রাস্তা তৈরির বিষয়ে বেশ কিছু ভাল প্রস্তাব দিয়েছেন গড়করি। বিষয়টি খতিয়ে দেখতে রাজ্য সরকারের তরফে দ্রুত সমীক্ষা চালানো হবে বলে। বৈঠকে গত অগস্ট মাসের পুরনো তদবিরের বিষয়টিও উঠে আসে। রাজ্যের পূর্ত দফতরের হাতে থাকা প্রায় ৪,৫০৫ কিলোমিটার হাইওয়ে নেটওয়ার্কের মধ্যে ১,৫০০ কিলোমিটার রাস্তা জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়ার দাবিতে তখন পূর্তমন্ত্রী অজয় পোদ্দারের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল দিল্লিতে গিয়েছিল। আজকের আলোচনায় সেই বিষয়টি ফের গুরুত্ব পায়।

গণতান্ত্রিক তৃণমূলকে নিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বিস্ফোরক মন্তব্যে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৬ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ গণতান্ত্রিক তৃণমূল প্রসঙ্গে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ের একটি বিস্ফোরক মন্তব্য ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে প্রবল চাপানউতোর শুরু হয়েছে। তাঁর এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে নানা প্রশ্ন উঠছে এবং জল্পনা ক্রমশ বাড়ছে। সমাজমাধ্যমে নিজের বক্তব্য প্রকাশ করে শারদ্বত মুখোপাধ্যায় দাবি করেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে এবং ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কেবল মুখ্যমন্ত্রীর আশীর্বাদ ও দয়াদাক্ষিণ্যেই টিকে রয়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য সামনে আসতেই শাসক ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে তীব্র বাগযুদ্ধ শুরু হয়েছে। নিজের বক্তব্যে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় বলেন, 'ঋতব্রত তৃণমূল আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর আশীর্বাদে, হাতের ছোঁয়া আছে বলে চলছে। একটা মৃত তৃণমূল, আরেকটা ঋত তৃণমূল। মৃত তৃণমূল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আর ঋতব্রত তৃণমূল আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর আশীর্বাদে, হাতের ছোঁয়া আছে বলে চলছে। যেদিন হাত নামিয়ে নেবে, ও শেষ হয়ে যাবে। ডায়রেক্ট বলে দিলাম। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলে দিয়েছিলেন, আমরা যদি চাই দুইশো আশিটাই আমাদের জন্য ভোট দেবে। মিথ্যে কথা কিছু বলেননি। মৃত তৃণমূলের কেউই প্রায় নেই সঙ্গে আর ঋত তৃণমূলের যে কজন আছে, সেগুলো সত্যি আমাদের দয়া দাক্ষিণ্যে আছে।' স্বাস্থ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক তৃণমূল তথা ঋতব্রত শিবিরের নেতা এবং কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র বলেন, 'কথাটার মধ্যে যথেষ্ট সারবত্তা আছে এই কারণে, উনি যেটা বলছেন, দেখতে হবে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সেই ধরনের কথা ভাবছে কি না। আজকে আমরা যদি লাগাতার রাস্তায় নামি, মার খাই, লাঠি খাই, দেখবেন আস্তে আস্তে ভাবটা কেটে যাবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বিরোধিতা আন্দোলন বাস্তবে নেই।' অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার এই বিষয়ে বলেন, 'আমাদের বিরোধীরা এই মুহূর্তে অস্তিত্বহীন সেটাই উনি বলার চেষ্টা করেছেন।' মমতা তৃণমূলের নেতা কুণাল ঘোষ স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে বলেন, 'আজকে শারদ্বতবাবু যেটা বুঝিয়ে দিয়েছেন, সেটা পোষা, পোষা, পোষা, বিজেপির পোষা, একেবারে পেট স্ট্যাটাসে নামিয়ে দিয়েছেন শারদ্বতবাবু।' পাল্টা গণতান্ত্রিক তৃণমূলের নেতা আখ রুজ্জামান এই মন্তব্যের বিরোধিতা করে বলেন, 'শারদ্বতবাবু যদি ভেবে থাকেন যে আমরা মুখ্যমন্ত্রীর দয়া দাক্ষিণ্যে বেঁচে আছি, এটা ভুল করছেন।' এদিকে, বাম ও কংগ্রেস নেতৃত্বও এই বিতর্কে শাসকদলকে বিঁধতে ছাড়েনি। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী শাসকদলকে বিঁধে বলেন, 'ওঁর কাজ ছিল হাসপাতাল চিকিৎসা ইত্যাদি, সেটা না করে উনি এমন এমন কথা বলছেন যে সত্যটা বেরিয়ে পড়ছে। ভুলভাবে ঠিক কথাটা বলে ফেলেছেন।' কংগ্রেস নেতা আশুতোষ মুখোপাধ্যায় গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, 'আজকের দিনে যে সরকার তারা সবাইকে একদম নিজেদের সঙ্গে করে নিয়ে চলতে চায়। বিরোধী বলে কিছু রাখতে চায় না। অর্থাৎ গণতন্ত্রের জন্য বিপদ।'

ভোটার তালিকা বিতর্কে পুলিশ ও কমিশনকে নিশানা মঃ সেলিমের



দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৬ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ ভোটার তালিকা সংশোধন এবং অসংখ্য বৈধ ভোটারের নাম বাদ পড়াকে কেন্দ্র করে এবার সরাসরি রাজ্য পুলিশ ও নির্বাচন কমিশনকে তীব্র নিশানা করলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। তাঁর অভিযোগ, যথাযথ ম্যাপিং এবং নিয়ম মেনে বিগত নির্বাচনে ভোট দেওয়ার পরেও গভীর চক্রান্ত করে বহু মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে ছেঁটে ফেলা হয়েছে। এই গোটা প্রক্রিয়ার নেপথ্যে নির্বাচন কমিশন, রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর থেকে শুরু করে এইআরও এবং সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক আধিকারিকদের ভূমিকা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। পাশাপাশি, ট্রাইব্যুনালের শুনানিতে যাঁদের নাম আটকে রয়েছে, তাঁদের বাড়িতে গিয়ে পুলিশের নথি যাচাই করার ঘটনা নিয়ে সাধারণ মানুষকে অত্যন্ত সতর্ক থাকার বার্তা দিয়েছেন সেলিম। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মহম্মদ সেলিম বলেন, বিষয়টি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যে মামলা চলছিল, সেখানে সর্বোচ্চ আদালত দ্রুত নিষ্পত্তির নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এত অল্প সময়ের মধ্যে এই বিপুল সংখ্যক মামলার নিষ্পত্তি করা যেমন অসম্ভব, তেমনই ট্রাইব্যুনালের বিচারকদের পক্ষেও তা সামাল দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। ঠিক এই পরিস্থিতির মাঝেই সকাল থেকে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে খবর আসছে যে, স্থানীয় থানা থেকে পুলিশকর্মীরা সাধারণ মানুষের বাড়িতে হানা দিচ্ছেন। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকের অভিযোগ, ট্রাইব্যুনালের শুনানিতে যাঁদের নাম আটকে ছিল, তাঁদের কাছ থেকে পরিচয়পত্র ও অন্যান্য জরুরি নথি দেখতে চাইছে পুলিশ। এর ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে অহেতুক আতঙ্ক তৈরি হচ্ছে। পুলিশের এই পদক্ষেপের তীব্র বিরোধিতা করে সেলিম স্পষ্ট জানান, এ বিষয়ে পুলিশের কোনও আইনি এক্তিয়ারই নেই। কে ভোটার হবেন আর কে হবেন না, তা নির্ধারণ করা পুলিশের কাজ নয়। রাজ্য প্রশাসনকে বিঁধে তাঁর কটাক্ষ, বর্তমান সরকার হোক বা পূর্বতন সরকার; পুলিশ ছাড়া এদের যেন আর কোনও দপ্তরই নেই। যখনই সরকার কোনও বিপদে পড়ে বা রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা হয়, তখনই পুলিশকে ঢাল হিসেবে সামনে এগিয়ে দেয়। পুলিশের নথি দেখতে চাওয়ার প্রক্রিয়া নিয়েও একাধিক প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। সেলিমের বক্তব্য, পুলিশ কোন ক্ষমতাবলে বা কোন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে এই নথি দেখতে চাইছে, তা আগে স্পষ্ট করতে হবে। যদি ট্রাইব্যুনালের বিচারককে সাহায্য করার নাম করে নথি যাচাই করা হয়, তবে সেই সমস্ত নথিপত্র তো ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জমা দেওয়া রয়েছে। সাধারণ মানুষ আর কতবার তা জমা দেবেন? কোনও আইনেই পুলিশের এই নথি নেওয়া বা দেখার অধিকার নেই। পুলিশের এই অতিসক্রিয়তা নিয়ে আরও স্পষ্ট বার্তা দিয়ে তিনি জানান, নথি চাইলে তা লিখিতভাবে জানাতে হবে পুলিশকে। ঠিক যেমনভাবে সরকারি নোটিস জারি করা হয়, তেমনই লিখিত নির্দেশনামা দিতে হবে। জেলার পুলিশ সুপারদের উদ্দেশে তাঁর সরাসরি প্রশ্ন, কার নির্দেশে থানা থেকে পুলিশ বা সিভিক ভলান্টিয়াররা বাড়ি বাড়ি ঘুরছেন? সাধারণ মানুষের উদ্দেশে সেলিমের সুনির্দিষ্ট পরামর্শ, পুলিশ নথি দেখতে চাইলে তাতে আপত্তি করার কিছু নেই, প্রয়োজনে তা দেখিয়ে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই কোনও নথিপত্র পুলিশের হাতে জমা দেওয়া চলবে না, বিশেষ করে কোনও আসল নথি তো একেবারেই নয়। কারণ হিসেবে তাঁর সোজাসাপ্টা মন্তব্য, পুলিশের উপরে সাধারণ মানুষের কোনও বিশ্বাস নেই। একইসঙ্গে মানুষের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে সেলিম জানান, এই প্রক্রিয়ায় কারও কোনও অসুবিধা হলে প্রতিটি বুথ এবং এলাকায় থাকা বাম কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। দলের আইনজীবীরাও প্রস্তুত রয়েছেন। প্রয়োজনে এই ইস্যুতে কলকাতা হাইকোর্ট থেকে শুরু করে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত আইনি লড়াই লড়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক।

বর্ধমানে মুখোমুখি সিপিএম ও বিজেপি, চেয়ারের আঘাতে মাথা ফাটল বর্ষীয়ান নেতার



দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৬ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ ২৬ নভেম্বর বর্ধমান শহরের প্রাণকেন্দ্র বাদামতলা এলাকায় সিপিএমের কৃষক সভা এবং বিজেপির দলীয় কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার বিকেলে তুমুল ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হল। দুই রাজনৈতিক দলের মিছিল ও সভা মুখোমুখি হয়ে যাওয়ায় ব্যাপক ডন্ত্ব ত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং মুহূর্তের মধ্যে তা সংঘর্ষের চেহারা নেয়। অভিযোগ উঠেছে, বিজেপির মিছিল থেকে কৃষক সভার মঞ্চে অতর্কিতে হামলা চালানো হয় এবং এলোপাথাড়ি চেয়ার ও ইট ছোড়াছুড়ি শুরু হয়। সেই চেয়ারের আঘাতে মাথা ফেটে যায় বর্ধমানের প্রাক্তন সিপিএম জেলা সম্পাদক তথা কৃষক সভার বর্ষীয়ান রাজ্য নেতা অমল হালদারের। রক্তাক্ত অবস্থায় তিনি সভামঞ্চেই লুটিয়ে পড়েন এবং তাঁর পায়েও গুরুতর আঘাত লাগে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা বর্ধমান শহরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কৃষক আন্দোলনের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার ডাকে দেশজুড়ে নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। সেই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে বর্ধমানের বাদামতলায় সভা করার জন্য পুলিশের কাছ থেকে আগাম অনুমোদন নিয়েছিল সিপিএমের কৃষক সভা। এদিন বিকেলে সেই সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখছিলেন বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা অমল হালদার। ঠিক সেই সময়ে বাদামতলা থেকে সামান্য দূরে ঐতিহাসিক কার্জন গেট সংলগ্ন এলাকায় বিজেপির একটি কর্মসূচি চলছিল। সভা শেষে বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা একটি মিছিল বের করেন। সেই মিছিলটি সামান্য এগোতেই বাদামতলায় কৃষক সভার অনুষ্ঠানের সামনে এসে বাধাপ্রাপ্ত হয় বলে অভিযোগ। সেখান থেকেই বচসা এবং পরবর্তীতে তুমুল গোলমালের সূত্রপাত ঘটে। সিপিএমের কৃষক সংগঠনের নেতৃত্বের অভিযোগ, বিজেপির মিছিল থেকে পরিকল্পিতভাবে ইট, লাঠি এবং চেয়ার নিয়ে তাঁদের শান্তিপূর্ণ সভামঞ্চে হামলা চালানো হয়েছে। আক্রান্ত প্রবীণ নেতা অমল হালদার জানান, তিনি যখন মঞ্চে বক্তৃতা করছিলেন, তখন হঠাৎ করেই প্রবল চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু হয়। কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাঁকে লক্ষ্য করে ইট ও চেয়ার ছুড়ে মারা হয় এবং লাঠি দিয়ে তাঁর পায়ে আঘাত করা হয়। চেয়ারের আঘাতে তাঁর মাথা ফেটে রক্ত ঝরতে শুরু করলে দলীয় কর্মীরা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। ব্যস্ত সময়ে শহরের প্রাণকেন্দ্রে এমন ঘটনায় সাধারণ পথচারী ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং যান চলাচল সাময়িকভাবে স্তব্ধ হয়ে যায়। পরে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। অন্যদিকে, সিপিএমের তোলা সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করে পাল্টা আক্রমণের পথে হেঁটেছে গেরুয়া শিবির। বিজেপির জেলা মুখপাত্র শান্তরূপ দে দাবি করেন, সংবিধান দিবস উপলক্ষে তাঁদের একটি বড় সভা চলছিল এবং সেই কর্মসূচি বানচাল করার জন্যই সিপিএম আগে থেকে ষড়যন্ত্র করেছিল। সিপিএম সংবিধান বা দেশ মানে না বলে কটাক্ষ করে তিনি অভিযোগ করেন যে, বাম কর্মীরাই প্রথমে বিজেপি কর্মীদের উপর হামলা চালিয়েছিল। তাঁর কথায়, সিপিএম কর্মীরা নিজেরাই নিজেদের চেয়ার নিয়ে ছোড়াছুড়ি করে এখন রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে বিজেপির ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে। বিজেপির কর্মীরা যদি পাল্টা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করতেন, তবে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হত বলে দাবি করে তিনি জানান, দলীয় কর্মীদের সংযত রেখে তাঁরা প্রশাসনের উপরেই পূর্ণ আস্থা রেখেছেন। ঘটনার জেরে এলাকায় এখনও চাপা উত্তেজনা রয়েছে এবং অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে পুলিশি টহলদারি বাড়ানো হয়েছে।

পুলিশ ব্যারাকে পুলিশকর্মীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৬ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ শহরের পুলিশ ব্যারাক থেকে উদ্ধার হল এক পুলিশকর্মীর ঝুলন্ত দেহ। মৃতের নাম সঞ্জয় হালদার (৪০)। তিনি কলকাতা পুলিশের গাড়ির চালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বৃহস্পতিবার সকালে দক্ষিণ কলকাতার বাঁশদ্রোণী পুলিশ ব্যারাকের দোতলার একটি ঘর থেকে তাঁর নিথর দেহ উদ্ধার করা হয়। এটি আত্মহত্যা নাকি এই মৃত্যুর নেপথ্যে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ৪০ বছর বয়সি সঞ্জয় বাঁশদ্রোণী পুলিশ ব্যারাকের দোতলায় একটি ঘরে একাই থাকতেন। বৃহস্পতিবার সকালে অন্যান্য পুলিশকর্মীরা ঘুম থেকে উঠে নিজেদের দৈনন্দিন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেও সঞ্জয় ঘর থেকে না বেরোনোয় সহকর্মীদের মনে সন্দেহ জাগে। বেশ কিছুক্ষণ ডাকাডাকির পরেও ভেতর থেকে কোনও সাড়াশব্দ না মেলায় কয়েকজন সহকর্মী ওপরে গিয়ে তাঁর ঘরে খোঁজ নিতে যান। দরজা খুলতেই সেখানে তাঁকে সিলিং থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান তাঁরা।

সংবিধান দিবসে সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠ মেট্রো রেলের



দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৬ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ দেশের সংবিধানের মর্যাদা রক্ষা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখার অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় সংবিধান দিবস পালন করল কলকাতা মেট্রো রেল। বৃহস্পতিবার, ২৬ নভেম্বর পার্ক স্ট্রিটের মেট্রো রেল ভবনে বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয় এই দিনটি। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার প্রেম সাগর গুপ্ত। তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠ করেন। তাঁর সঙ্গে গলা মিলিয়ে একযোগে প্রস্তাবনা পাঠে অংশ নেন মেট্রো রেলের অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিক ও কর্মীরা। শুধু মেট্রো রেল ভবনেই নয়, কলকাতা মেট্রো রেলের অধীনস্থ অন্যান্য দপ্তর ও স্টেশন চত্বরেও সংবিধান দিবস উপলক্ষে এই বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর ভারতের গণপরিষদ দে

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩৫২ সংখ্যা, শুক্রবার , ১০ অগ্রাহয়ণ, ১৪৩৩

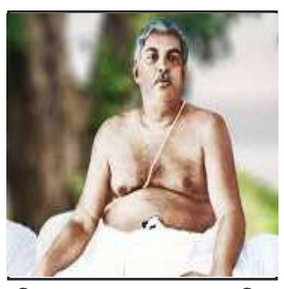
বিপ্লবী নগেন্দ্রনাথ দত্ত

নগেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন পূর্ববঙ্গের অগ্নিশিখা বিপ্লবের এক নির্ভীক সৈনিক। সেই সময় ভারতজুড়ে দাউ দাউ করে জ্বলছে স্বাধীনতার আগুন। দেশমাতৃকার মুক্তির ডাক কানে বাজলেই কিশোর হৃদয়েও ঝড় ওঠে। এমনই অদম্য সাহস আর অটল সংকল্প নিয়ে ইতিহাসের মাটি থেকে উঠে এসেছিলেন ভোজপুর-শ্রীহট্টের এক নির্ভীক যুবক;যিনি 'গিরিজা বাবু' নামে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন বিপ্লবীদের গোপন জগতে। বাল্যবয়সেই বন্দুকের শব্দ তার কাছে ছিল খেলনার মতো, আর ইংরেজদের অত্যাচার ছিল তাঁর ধমনীতে আগুন ছড়ানো চ্যালেঞ্জ। প্রথম স্তবক শেষ হতে না হতেই পাঠক বুঝে গেছেন হয়তো;এই গল্প এক মহাবিপ্লবীর, এই গল্প নগেন্দ্রনাথ দত্তের। ১৮৯৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। পিতা গোবিন্দচন্দ্র দত্ত ছিলেন সুনামগঞ্জের নামজাদা উকিল;বুদ্ধি, শৃঙ্খলা আর দেশপ্রেমের মিশেলে যাঁর কাছে ছেলের মনে জেগেছিল বিদ্রোহের বীজ। ছোটবেলায় ব্রিটিশদের কাজকর্ম তাকে আকৃষ্ট করলেও, শীঘ্রই সেই আকর্ষণ পরিণত হয় প্রতিরোধে। মাত্র ১৪ বছর বয়সে পিতার কাছেই শেখেন বন্দুক চালানো; সাহস তখন এমন পর্যায়ে যে একদিন বন্ধুদের সঙ্গে রিভলভার চালানোর অনুশীলনে নিজের উরুতেই লাগে গুলি;রক্ত ঝরে, ব্যথা ওঠে, কিন্তু মনোবল একটুও টলে না। সুনামগঞ্জে আইন পড়তে পড়তেই তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে। পরে অনুশীলন সমিতিতে যোগ দিয়ে নিজের গ্রামেই প্রতিষ্ঠা করেন আলাদা শাখা;যেন এক কিশোর জেগে উঠেছে দেশের ভবিষ্যৎ রক্ষার প্রহরী হয়ে। ১৯০৮ সালে পুলিন দাস গ্রেপ্তার হয়ে দণ্ডিত হলে অনুশীলন সমিতির দায়িত্ব আরও ভর করেন নগেন্দ্রনাথের কাঁধে। তিনি হয়ে ওঠেন প্রধান কার্যকর্তাদের একজন। স্বদেশী আন্দোলনকে তীব্র করার জন্য তিনি পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বদেশী ডাকাতির পথ বেছে নেন;ইংরেজি শোষণের বিরুদ্ধেই ছিল এই প্রতিশোধের শপথ। বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তি দেওয়া, সংগঠন বিস্তার এবং বিপ্লবীদের রক্ষা ছিল তার নিরলস কাজ। মহান বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে তিনি উত্তর ভারতজুড়ে বিপ্লবী সংগঠন জোরদার করতেন। পরে বসু দেশত্যাগ করলে সংগঠন ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়;কিন্তু নগেন্দ্রনাথ তখন সিংহহৃদয় নিয়ে বিপ্লবীদের একত্র করার লড়াই চালিয়ে যান প্রাণপণে। ১৯১৫ সালে তিনি বেনারস ষড়যন্ত্রে সক্রিয় ভূমিকা নেন;যা ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম দুর্ধর্ষ অধ্যায়। এই ষড়যন্ত্রের সূত্র ধরে সেই বছরই ব্রিটিশ পুলিশ গ্রেপ্তার করে তাকে। বিচার শেষ হতে না হতেই শুনতে হয় নির্মম রায়; যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। কিন্তু শৃঙ্খল তাঁকে বেঁধে রাখতে পারেনি। চার বছর কারাগারে যে অমানবিক নির্যাতন চলে, তার প্রতিবাদে তিনি অন্নজল ত্যাগ করেন;শরীর ক্ষয়ে যেতে থাকে, অথচ মনোবল থাকে অটুট। আগ্রা জেলের নোংরা স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে তিনি আক্রান্ত হন আমাশয় রোগে। চিকিৎসার নাম করে যে সামান্য যত্ন দেওয়ার কথা, তা পর্যন্ত পাননি;যেন মৃত্যুকেই তাঁকে ধীরে ধীরে টেনে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। অবশেষে, ১৯১৮ সালে মাত্র বিশের কোঠাতেই নিভে যায় এক উজ্জ্বল বিপ্লবীর জীবন। চিকিৎসার অভাবে, অবহেলার শৃঙ্খলে, অথচ বুকভরা দেশপ্রেমের উজ্জ্বল আলো জ্বেলে রেখে চলে যান নগেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর মৃত্যু ছিল কষ্টের, কিন্তু তাতে লুকিয়ে ছিল এক অশেষ মাধুর্য;দেশের জন্য প্রাণ দেওয়ার গর্ব, স্বাধীনতার জন্য অটল ত্যাগ।

বিশ্বাস রাজবাড়ি

কলকাতা থেকে মাত্র পঁচাত্তর কিমি দূরে বাংলার আরো একটি ঐতিহ্যময় স্থান হলো দশঘরা। নবাবী বাংলার বারোদুয়ারী রাজ্যের রাজধানী দশঘরার নামকরণ বড়ই আকর্ষনীয়। কথিত আছে মুঘলদের আক্রমণ থেকে নিজেদের মহামূল্যবান রত্নসামগ্রী বাঁচাতে দশটি ঘরাতে ভরে দিঘির জলে লুকিয়ে রাখা ছিলো। সেই থেকেই জায়গাটির নাম দশঘরা। আবার অনেকে বলে থাকেন দশটি ছোটো ছোটো গ্রাম (শ্রীকৃষ্ণপুর, জারগ্রাম, দ্বিঘরা, আগলাপুর, শ্রীরামপুর, ইছাপুর, গোপীনগর, গঙ্গেশনগর, পারাম্বো ও নলতবা) নিয়ে গঠিত হওয়ার ফলে এ জায়গার নাম দশঘরা। দশঘরায় নেমে জমিদার বাড়িতে ঢোকার মুখেই সিংহ দুয়ারের সিংহ আপনাকে স্বাগত জানাবে। এরপর নুড়ি বিছানো পথ ধরে এগিয়ে গেলে একে একে পড়বে বাড়ির জলসাঘর, নহবতখানা, জলেশ্বর শিব মন্দির, কাছারি বাড়ি ও তার পাশে সামনের দিকে রাসমঞ্চ, পেছনে টেরাকোটার দোলমঞ্চ। কাছারি বাড়ির ঠিক সামনেই এক বিশাল দীঘি, যেটিতে জমিদার বাড়ির প্রতিবিম্ব দৃশ্যমান। মোগল সম্রাট আকবরের সেনাপতি মান সিংহ দশঘরা থেকে কিছুটা দূরে চকদীঘিতে সৈন্য বাহিনী নিয়ে অবস্থান করেছিলেন বলে জানা যায়। জনশ্রুতি 'বিশ্বাস' রা আগে থাকতেন হরিদ্বারে। পরে বিশ্বাস উপাধি লাভ করে চলে আসেন এই বাংলায়। আর এখানেই জমিদারির পত্তন করেন। ইতিহাসের পাতা ওল্টালে জানা যায় এই বংশের পূর্বসুরী উড়িষ্যার রাজার আমন্ত্রণে উৎকলে এসে বসবাস শুরু করেন। পরবর্তি কালে এই বংশেরই জগমোহন দেব দশঘরার জমিদারির পত্তন করেন। এদের যেহেতু আদি পদবী দেব তাই যেকোনো আচার অনুষ্ঠানের সময় 'দেব বিশ্বাস' নামেই সংকল্প নিতে হয়। বাড়ির পেছন দিকে হাঁটতে হাঁটতে কিছুটা এগিয়ে গেলে চোখে পড়বে তিন খিলান বিশিষ্ট ও টেরাকোটার অপূর্ব কাজে সমৃদ্ধ এক মন্দির। জানা যায় ১৭২৯ সালে শ্রী সদানন্দ বিশ্বাস এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন।এই মন্দিরটির টেরাকোটার কাজ দেখলে চোখ জুড়িয়ে যাবে। প্রধান ফটকের আর্চগুলোর ওপর প্রধানত রামায়নের ঘটনাবলী রয়েছে। কুম্ভকর্ণের রসগোল্লা খাওয়ার মতন, বানর সেনা ভক্ষণ, জটায়ু-রাবণের যুদ্ধ, দুর্গা, সরস্বতী, কৃষ্ণমূর্তি এমনকি মিথুন মূর্তিও চোখে পড়লো। মন্দিরটি বৈষ্ণব মন্দির হলেও ধাঁচটা কালী মন্দিরের ন্যায়।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



নিজের মাতৃসত্ত্বাকে জাগরিত করতে হবে পুড়জোর মধ্যে দিয়ে। নারী শক্তির জাগরণ চাই। নারী শক্তিকে কোনও সময়ে অবদামিত করে রাখা অপরাধ। মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা মনে করতেন, মানব সেবা ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব সেবা ধর্মের কথা বলা হয়েছে।

সাধক রামপ্রসাদ



কালীভক্ত রামপ্রসাদ মানব দর্শনের ওপরে জোর দিয়ে শ্যামা সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। তিনি মানব সেবার মধ্যে দিয়ে মানবজাতির উত্তরণকে দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি ভক্তিসঙ্গীত রচনা করে মা শ্যামার আরাধনা করতে শুরু করেছিলেন রামপ্রসাদ। শ্যামা সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে রামপ্রসাদ ভক্তিরসকে নিয়ে এসেছিলেন বাংলায়। মা কালীর ভক্তি রসের সঙ্গীত ধারার প্রবর্তন করলেন রামপ্রসাদ সেন। তিনি মা কালীর দর্শন লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন মা কালীর পরম ভক্ত। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব পর্যন্ত তাঁর নাম করতেন। তাঁর রচিত গান শুনতেন। নরেনকে প্রায় বলতেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব ওরে নরেন শ্যামা সঙ্গীত গান ধর। আমার বড্ড ভালো লাগে শ্যামা সঙ্গীত। ভক্তিগীতি গান ধররে নরেন। নরেন অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দ ভালো শ্যামা সঙ্গীত এবং ভক্তিগীতি ভালো গাইতে পারতেন। তিনি তানপুরা বাজিয়ে গান করতেন দক্ষিণেশ্বরের নাট মন্দিরে। সন্ধ্যা হলেই নরেন তানপুরা নিয়ে গান ধরতেন। গানে রামপ্রসাদী সঙ্গীতও থাকতো।

স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সঙ্গীতশিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাস

অমিয় ভূষণ সেন

স্বাধীনতা সংগ্রামী, সঙ্গীতশিল্পী এবং সুরকার হেমাঙ্গ বিশ্বাস পরলোগমন করেন ২২ নভেম্বর, ১৯৮৭ সালে। মূলত লোকসঙ্গীতকে কেন্দ্র করে গণসঙ্গীত সৃষ্টির ক্ষেত্রে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের অবদান উল্লেখযোগ্য। তাঁর সংগৃহীত অসংখ্য লোকগান বহু অঞ্চল, রাজ্য এবং দেশ জুড়ে বিস্তৃত। এই সংগ্রহ হেমাঙ্গ বিশ্বাস আর্কাইভকে একটা স্বতন্ত্র মাত্রা দিয়েছে। এর অনেকগুলিই 'গানের বাহিরানা'য় তিনি উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু তার বাইরেও বহু গান রয়েছে - ভারতবর্ষব্যাপী তো অবশ্যই, এমনকি চীন, মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন দেশ, তদানীন্তন রাশিয়ার লোক গান সে সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। নেপাল থেকে আসতেন কালু সিং। অপূর্ব গলা ছিল তাঁর। নেপালী ঝাউরে এবং অন্যান্য বহু গান কালু সিং এর থেকে সংগ্রহ করেছিলেন তিনি। একসময় উৎপল দত্তের তীর নাটকের জন্য বীরপ্রধান বলে একটি গান রচনা করেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস। কালু সিং গানটির সুরা রোপে তাঁর অংশীদার ছিলেন। গানটি নেপালী লোকগানের প্রভাবসমৃদ্ধ।

হেমাঙ্গ বিশ্বাস বর্তমান বাংলা দেশের সিলেটের মিরাশিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। হবিগঞ্জ হাইস্কুল থেকে পাশ করার পর তিনি শ্রীহট্ট মুরারিচাঁদ কলেজে ভর্তি হন। সেখানে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। তিনি ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে কারাবন্দী থাকাকালে তিনি যক্ষারোগে আক্রান্ত হন। তারপর যাদবপুর হাসপাতালে কিছুকাল চিকিৎসাধীন থাকেন এবং সেই কারণে তিনি মুক্তি পান। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে তেলেঙ্গানা আন্দোলনের সময়ে তিনি গ্রেফতার হন এবং তিন বছর বন্দী থাকেন।

১৯৩৮-৩৯ খ্রিস্টাব্দে বিনয় রায়, নিরঞ্জন সেন, দেবব্রত বিশ্বাস প্রমুখের সাথে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ বা আই.পি.টি.এ গঠন করেন। পঞ্চাশের দশকে এই সংঘের শেষ অবধি তিনি এর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে বাংলার প্রগতিশীল লেখক শিল্পীদের আমন্ত্রনে তিনি প্রথম কলকাতায় আসেন সঙ্গীত পরিবেশন করতে। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর উদ্যোগে এবং জ্যোতিপ্রকাশ আগারওয়ালের সহযোগিতায় সিলেট গণনাট্য সংঘ তৈরি হয়। স্বাধীনতার আগে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের গানের সুরকারদের মধ্যে তিনিই ছিলেন প্রধান। সেই সময়ে তাঁর গান তোমার কাস্তেটারে দিও জোরে শান, কিষাণ ভাই তোর সোনার ধানে বর্গী নামে প্রভৃতি আসাম ও বাংলায় সাড়া ফেলেছিল। আসামে তাঁর সহযোগি ছিলেন বিনোদ বিহারী চক্রবর্তী, সাহিত্যিক অশোকবিজয় রাহা, সেতারবাদক কুমুদ গোস্বামী প্রভৃতি। ১৯৫৬ সালে চিনে যান চিকিৎসার জন্য। আড়াই বছর থাকেন এবং খুব কাছ থেকে দেখেন চিনের সাংস্কৃতিক আন্দোলন। ১৯৬১ সালে স্থায়ী ভাবে চলে আসেন কলকাতা এবং সেই সময়েই চাকরি নেন সোভিয়েত কনস্যুলেটের সোভিয়েত দেশ পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তরে। কাজ করার



সময় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতপার্থক্য হলে তিনি কাজ ত্যাগ করেন। চিন - ভারত মৈত্রীর ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল। দুবার তিনি চিনে গিয়েছিলেন। চিনা ভাষায় তাঁর অনেক গান আছে। যে পরিবারে তিনি জন্মেছিলেন, সেখানে গান-বাজনার কোনো চর্চা ছিল না। তাঁর মায়ের পরিবার অবশ্য ছিল ভিন্নতর। নানা ছিলেন সে সময়ের নামকরা তবলা বাদক। মা সরোজিনী বিশ্বাসও গান কিছুটা জানতেন। মায়ের আগ্রহেই তাঁর কবিতা লেখার সুত্রপাত ঘটে। শৈশবে স্কুলে যাবার পথে গান গেয়ে গেয়ে স্কুলে যেতেন। কিন্তু, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গান শেখার সৌভাগ্য তাঁর হয় নি।

জ্যোতিপ্রকাশ আগারওয়ালের কাছ থেকে গানের কিছুটা তালিম নিয়েছিলেন এক সময়। সেটাই ছিল তাঁর একমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। এর বাইরে বলা যেতে পারে যে, গানের ক্ষেত্রে তিনি মূলত স্বশিক্ষিতই ছিলেন। হেমাঙ্গ বিশ্বাস নিজেই এ সম্পর্কে বলেন যে, গানের প্রতি আমার এই আকর্ষণ কিন্তু বাবার মোটেও মনঃপুত ছিল না। তাই ইস্কুল যাওয়ার পথে মাঠ ঘাট ছিল আমার গাইবার ক্ষেত্র। খেতের কৃষকরা আমার গান শুনতে খুব ভাল বাসতো। এমনি করে মাঠের সঙ্গে হাওয়ার সঙ্গে আমার গানের সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেলো। শৈশব থেকেই লোকসঙ্গীত গাইতেন এবং তা নিয়েই ভাবতেন আর চর্চা করতেন বলেই লোক সঙ্গীতে অসামান্য দখল ছিল তাঁর। লোকসঙ্গীতের সরল আবহ দিয়ে সহজ-সরল সাধারণ মানুষের কাছে সহজে পৌঁছে যাওয়া যায়, এটা শুরুতেই টের পেয়ে গিয়েছিলেন তিনি। সে কারণে লোকসঙ্গীতের আঙ্গিকেই মূলত গণসঙ্গীত গেয়েছেন তিনি।

কলেজে থাকা অবস্থায় হেমাঙ্গ বিশ্বাস জড়িয়ে পড়েন স্বদেশী আন্দোলনে। আন্দোলন করতে গিয়ে আটক হন। বিচারে ছয় মাসের জেল হয় তাঁর। কলেজ থেকে বহিস্কৃতও হতে হয় তাঁকে এজন্য। তাঁর কারাভোগের এখানেই শেষ না। স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ততার কারণে ১৯৩২ সালে আবারও গ্রেফতার হন তিনি। প্রায় তিন বছর কারাভোগ করতে হয় সে সময়। জেলে থাকা অবস্থাতেই আক্রান্ত হন সেই সময়কার মরণব্যাধি যক্ষ্মাতে।

জেলে থাকা অবস্থাতেই ইংরেজরা বেশ কয়েকবার প্রস্তাব নিয়ে এসেছে তাঁর কাছে। আর কখনো স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত হবেন না, এটা লিখিত দিলে মুক্তি পাবেন তিনি। এরকম অবমাননাকর প্রস্তাব গুলোকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করেন তিনি। যক্ষ্মায় তাঁর মৃত্যু নিশ্চিত জেনে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে মুক্তি দেয়। মৃত্যুপথযাত্রী মানুষকে জেলে রাখা বড্ড বেশি ঝামেলার কাজ।

জেল থেকে বের হয়ে এসে পরপারে যাবার বদলে সুস্থ হয়ে উঠেন তিনি। তবে, এর জন্য তাঁকে যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে থাকতে হয় দীর্ঘ তিন বছর। জেলে থাকা সময়ে কংগ্রেসের অহিংস নীতির প্রতি আস্থা-বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন তিনি। এবারে ঝুঁকে পড়লেন মার্কসবাদী রাজনীতির প্রতি। ১৯৩৯ সালে কংগ্রেস সভাপতি সুভাষ বসু হবিগঞ্জে এলে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সংবর্ধনাপত্র পাঠ করেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস।

চা বাগানের শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি আদায়ের আন্দোলন এবং ডিকবয় তেল কোম্পানির শ্রমিক হত্যার প্রতিবাদে সংঘটিত আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। ১৯৪২ সালের ১৮ জুলাই কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশে সিলেট শহরের গোবিন্দ চরণ পার্কে সাংস্কৃতিক স্কোয়াড 'সুরমা ভ্যালি কালচারাল স্কোয়াড' গঠন করেন। সিলেট তখন বাংলার অংশ ছিল না, ছিল আসামের অংশ। গানের স্কোয়াড নিয়ে চষে বেড়িয়েছেন তিনি সারা আসাম জুড়ে। তিনি যে বামপন্থী মতাদর্শী এবং এর স্বপক্ষে নানা আন্দোলন করে যাচ্ছেন, এটা একেবারেই পছন্দ হয় নি তাঁর জমিদার পিতার। ছেলে বখে গিয়েছে এই চিন্তা থেকে তিনি তাঁকে বাড়ি থেকে বিতাড়ন করেন। বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে হেমাঙ্গ বিশ্বাস চলে যান শিলং এ। এই যে বাড়ি ছাড়া হলেন তিনি, আমৃত্যু আর ফিরে যান নি তাঁর পরিবারের কাছে। আপন ঘরকে পর করে বাহিরকে আপন করে নিয়ে ছিলেন তিনি। মানবমুক্তির লক্ষ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিয়েছেন। সিলেটের কমিউনিস্ট পার্টি তাঁর ঘাড়ে সম্পূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে গ্রামাঞ্চলে সংগঠন গড়ার কাজে তাঁকে পাঠায়। এই সময়ে তিনি রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত গান 'কাস্তেটারে দিও জোরে শানরে' প্রচলিত একটা গানকেই পালটে দিয়ে নতুনরূপে হাজির করেছিলেন তিনি। একদিন তিনি হঠাৎ করেই একটা সারি গান শোনেন। সে গানটা ছিল এরকম- 'সাবধানে গুরুজীর নাম লইওরে সাধুভাই সাবধানে গুরুজীর নাম লইও।' এটাকেই পাল্টে দিয়ে, এর গঠনসূত্র অনুসরণ করে তিনি লিখলেন, 'কাস্তেটারে দিও জোরে শান কিষাণ ভাই রে কাস্তেটারে দিও জোরে শান। ফসল কাটার সময় এলে কাটবে সোনার ধানরে দস্যু যদি লুটতে আসে কাটবে তাহার জান রে।' ১৯৪৬ সালে আসামে গণনাট্য সংঘ গঠিত হয়। তিনি এর সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। পর-পর তিনবার ঐ পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি।

ভারত ভাগের গণনাট্য সংঘের এবং কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরাও বিভাজিত হয়ে যায়।

'দ্য রেড বাড়ি'র ঐতিহ্য

শঙ্করলাল কর্মকার

মান্দাস পরিবারের আমন্ত্রণে দামু মুখোপাধ্যায়ের লেখা ও শিমুল সাহার অলঙ্করণে সদ্য প্রকাশিত 'সাবেক কলকাতার অন্দর বাহির' বইটির প্রকাশ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গন্তব্য ছিল 'দ্য রেড বাড়ি'।

যাত্রা শুরু হয়েছিল শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড় থেকে। অপেক্ষারত আমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে ৩সি/১ নামক বাসটির। দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা আহবানকারী কালীঘাট যাওয়ার ব্যাপারে প্রথমে সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেও, বাসটি বসুশ্রী সিনেমার পাশ দিয়ে যাবে কি না তা জানতে চাওয়ামাত্রই তিনি কী বুঝলেন কে জানে, আমাকে না নিয়েই বাসটি টাটা করে চলে গেল।

কিছুক্ষণ দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই ৪৭বি (৪৭) বাস উপস্থিত। গন্তব্য হিসেবে সিনেমা হলের নাম শুনে কন্ডাক্টর এতটাই আনন্দ পেলেন যে, মনে হল রণবীর রূপী ভগবান রামের দর্শন বুঝি তিনি এখান থেকেই করে ফেলেছেন! আমি আসলে রাম দর্শন করতে যাচ্ছি ভেবে ওঁর মুখে এমন এক অদ্ভুত আনন্দের ঝলক দেখা গেল যে, মধুর ভুল আর না ভাঙিয়ে সহাস্যে বাসে চেপে বসলাম।

জানলা দিয়ে মুখ বের করে বাইরের রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকলেও, মন ততক্ষণে চলে গিয়েছিল 'দ্য রেড বাড়ি'-তে। মনে পড়ে যাচ্ছিল ছোটবেলায় চন্দনা পিসির মুখে শোনা পুরনো দিনের গল্প। নাগেরবাজার নিবাসী তাঁর এক পরিচিত দিদি কবিতা বসুর মামারবাড়ি ছিল এই কালীঘাট চত্বরেই, যার অন্দরমহল ছিল ভীষণ সুন্দর। একবার বড় পিসি ও তাঁর মা, অর্থাৎ আমার ঠাকুমা অলকাদেবী দুর্গাপূজার ভাসানের সময় এই বাড়ির লম্বা বারান্দায় দাঁড়িয়ে বিসর্জনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা অসংখ্য প্রতিমা দেখেছিলেন। ভাসানের দিনেই চন্দনা দেবী এই বাড়ির মালিক, অর্থাৎ কবিতা বসুর মামা পরেশনাথ ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা করেছিলেন। যদিও অসুস্থতার কারণে সাক্ষাৎটি ঘটেছিল দূর থেকেই। সালটা ছিল ১৯৮০;বহু বছর আগের ঘটনা হওয়ায় স্মৃতি গুলো আজ অনেকটাই আবছা। তবে এটুকু মনে পড়ে, কবিতা দেবীর মা তখন ওই বাড়িতেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি সম্ভবত সেলাই শিল্পে ভীষণ নিপুণা ছিলেন; ঘরের ভেতর বসে একমনে নিজের সূক্ষ্ম কাজে মগ্ন ছিলেন তিনি।

চার দশকেরও বেশি পুরনো ধূসর স্মৃতির টুকরো ছবিগুলো সঙ্গে নিয়েই অবশেষে পা রাখলাম ঐতিহ্যবাহী 'দ্য রেড বাড়ি'-তে। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম বারান্দাটি, যেখানে সঞ্চিত আছে পিসি ও ঠাকুমার সুমধুর স্মৃতি। এই রাস্তা দিয়েই হয়তো সারি সারি প্রতিমা ঢাকের তালের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে নিরঞ্জনের দিকে একে একে এগিয়ে চলেছিল। লোহার কারুকাজ করা রেলিং, সবুজ খড়খড়ি আর লাল দেওয়ালের গায়ে অস্তগামী সূর্যের নরম আলো। দরজার পাশে থাকা সবুজ রঙের লেটার বক্সটি যদিও আজ হাতে লেখা চিঠির স্পর্শ পায় না, তবুও সে নিজের ছোট্ট উপস্থিতিতে জানান দেয়;আজও সে পাহারা রত।

লাল রঙের ওপর সাদা কার্নিশ বর্ডার। ইতালিয়ান মার্বেলের মেঝে ও বেলজিয়াম আয়নায় তৈরি কাচের দরজা ঠেলে বাড়িটিতে ঢুকতেই নজরে পড়ল, ক্যাফেটিতে দু'ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে;একটি টেক-অ্যাওয়ে, অন্যটি ডাইন-ইন। ডাইন-ইনের একটি অংশ বাড়ির ভেতরে, আর অন্যটি লম্বা করিডোর পেরিয়ে খোলা আকাশের নিচে। ওখানে বসলে বাড়িটিকে সবচেয়ে ভালোভাবে অনুভব করা যায়। মনে হয় কোনো পুরনো বনেদি বাড়ির দালানের টেবিলে বসে ইউরোপীয় খাবারের স্বাদ গ্রহণ করছি। চিকেন গ্রিলড স্যান্ডউইচের সঙ্গে কাপুচিনো খেতে খেতে হারিয়ে যাওয়া যায় সময়ের গভীরে। সাধারণ পাউরুটির বদলে এখানে আর্টিসানাল পাউরুটি ব্যবহার করা হয়।

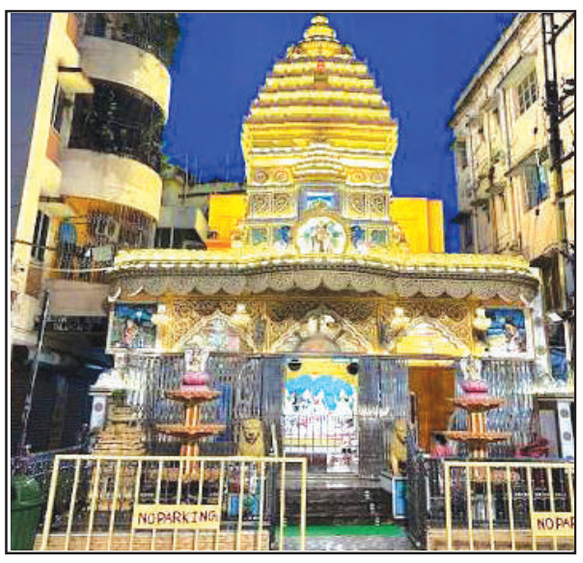
ইতিহাসের পাতা ওল্টালে পিছিয়ে যেতে হয় আজ থেকে একশো ছয় বছর পেছনে। গোপালপুরের ছোট একটা বাড়িতে থাকতেন পরেশনাথ বাবু, যে বাড়িতে প্রবেশ করত না কোনো আলো বা বাতাস। তাঁর স্বপ্ন ছিল আইনজীবী হয়ে এমন একটি বাড়ি তৈরি করবেন, যেখানে একটু মনের মতো করে শ্বাস নেওয়া যায়; খোলামেলা পরিবেশে যেখানে অবাধে প্রবেশ করবে সূর্যের আলো। সেই রোদের আলোর মতোই উজ্জ্বল হবে তাঁর কর্মজীবন।

মনে গড়ে ওঠা স্বপ্ন থেকেই চার কাঠা জমির ওপরে ১৯২০ সালে এই বাড়ির একতলা ও দোতলা তোলা হয়। এরপর তিনতলা তৈরি হয় ১৯৩৯ সাল নাগাদ এবং স্বাধীনতার কিছুদিন আগে তোলা হয় চারতলাটি। আলো-বাতাসের বিষয়টি মাথায় রেখে প্রতি তলায় বানানো হয়েছিল বারোটি জানলা ও চোদ্দোটি দরজা। দক্ষিণের বারান্দাটি চল্লিশ ফুট লম্বা, যেখানে সূর্যের রশ্মি সরাসরি এসে পড়ত। বাড়ির ডানদিকের বারান্দাগুলি অর্ধগোলাকৃতি কলসির আকারের। নিচ থেকে তিনতলা পর্যন্ত প্রতিটি সিঁড়ি ও দালান লাল অক্সাইডের, আর সবুজ রঙের রেলিংয়ে সাদা রঙের সূক্ষ্ম কারুকাজ করা।সাদা দেওয়ালে টাঙানো দুটি ছবি।

কলকাতার কাছেই খড়দহে রাধাকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে রাস উৎসব পালিত হয়

প্রাণতোষ গোস্বামী

রাসপূর্ণিমাতে রাস উৎসব। বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীদের কাছে এটা একটা উল্লেখযোগ্য উৎসব। বিভিন্ন রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয় রাস উৎসব। রাসের অনুষ্ঠান কলকাতা সহ অনেক জায়গাতেই অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু খড়দহ শ্রীশ্রী রাধাশ্যামসুন্দর মন্দিরের রাসের সাথে জড়িয়ে আছে শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁর অন্যতম পার্ষদ শ্রী নিত্যা নন্দের নাম। তাই ওই মন্দিরের রাসের কথাই নিবেদন করলাম। খড়দহে শ্রীরাধাশ্যামসুন্দর মন্দিরে রাস উৎসব। কথিত আছে শ্রী কৃষ্ণ, শ্রী রাধিকা ও অষ্টসখী ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, ইন্দুরেখা, চম্পক লতা, রঙ্গদেবী, তুঙ্গবিদ্যা ও সুদেবী সহ গোপিনীদের নিয়ে বৃন্দাবনে যমুনা নদীর তীরে কার্তিক পূর্ণিমার চন্দ্রালোকিত রাতে বাঁশী বাজিয়ে নৃত্য করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সাথে শ্রী রাধিকা সহ অষ্টসখী সেদিন নিষ্কাম প্রেমে মেতে উঠেছিলেন। এই ঘটনাই রাসলীলা নামে খ্যাত। এই রাসলীলা উপলক্ষে বিভিন্ন মন্দিরে, যেখানে রাধাকৃষ্ণ পূজিত হন, সেইসব মন্দিরে বিশেষ পূজা হয় ও রাস উৎসব পালন করা হয়। আমাদের বাংলায় সাধারণত মহাপ্রভুর বৈষ্ণব ধর্ম প্রভাবিত এবং তাঁর পদধূলিধন্য স্থানগুলোতেই রাস উৎসব পালিত হয়। যেমন, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, দাঁইহাট (কাটোয়া), এবং শ্রী নিত্যানন্দের শ্রীপাট খড়দহে শ্রীরাধাশ্যামসুন্দর জিউর মন্দিরে। এই মন্দিরের একটা ইতিহাস আছে। সেটা বলে নিই। মহাপ্রভুর ইচ্ছানুযায়ী শ্রী নিত্যানন্দ অম্বিকার শ্রী সূর্য দাস পন্ডিতের দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবাকে বিয়ে করে খড়দহে এসে পুরন্দর পন্ডিতের বাসগৃহ, কুঞ্জবাটীতে বসবাস করতে থাকেন। এই 'কুঞ্জ বাটি'তেই শ্রী নিত্যানন্দের স্ত্রী বসুধা দেবীর কোল আলো করে আসেন তাঁর অষ্টম পুত্র মহান বীরভদ্রজী। তার আগে পরপর সাতটি পুত্র সন্তানেরই অকাল বিয়োগ ঘটে। কথিত আছে এই বীরভদ্রজীই হলেন মহপ্রভুর অবতার। তিনিই খড়দহে শ্যাম সুন্দরের কষ্টিপাথরের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তার পাশে শ্রীরাধিকার বিগ্রহ ছিল না।



পরবর্তী কালে শ্রী নিত্যানন্দের দ্বিতীয় পত্নী জাহ্নবীদেবী গৌড়ে এসে নয়ন ভাস্করকে দিয়ে অষ্টধাতুর দুটি রাধিকা মূর্তি গড়ান। একটি মূর্তি তিনি বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দেন। এবং ওই মূর্তি গোপীনাথ মন্দিরের গোপীনাথের পাশে বসানো হয়। দ্বিতীয় মূর্তিটি খড়দহে শ্যামসুন্দরের বামদিকে বসানো হয়। সেই থেক

ছানাবড়ার পর এবার ল্যাংচায় বাজিমাত! ‘মিষ্টি লড়াইয়ে’ শক্তিগড়কে টেক্কা দিতে প্রস্তুত মুর্শিদাবাদ

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২৬ নভেম্বর ঃ গত বছর মার্চ মাসে ভারতের জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেটর



রেজিস্ট্রি, চেন্নাই থেকে জিআই তকমা পেয়ে বিশ্বের খাদ্য মানচিত্রে জায়গা করে নিয়েছে মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত ছানাবড়া। এর ফলে মুর্শিদাবাদের এই জনপ্রিয় মিষ্টির কদর ও গ্রহণযোগ্যতা বিশ্ববাজারে বেড়েছে বলেই আশাবাদী বিক্রেতারা। এবার ছানাবড়ার পাহাড় টপকে বর্ধমানের শক্তিগড়ের বিখ্যাত ল্যাংচায় ভাগ বসাতে চলেছে মুর্শিদাবাদ। কারণ মুর্শিদাবাদের সালারের কাগ্রামে এখন পাওয়া যাচ্ছে শক্তিগড়ের মতোই পেল্লাই আকারের ল্যাংচা। তবে শুধু আকারেই নয়, স্বাদেও শক্তিগড়ের ল্যাংচাকে টেক্কা দিতে প্রস্তুত মুর্শিদাবাদের কাগ্রাম। প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিন ধরেই ল্যাংচার কথা উঠলে প্রথমেই মনে পড়ে বর্ধমানের শক্তিগড়ের নাম। শুধু ল্যাংচাই নয়, এর সাথে রয়েছে সীতাভোগ, মিহিদানাও। বর্ধমানের এই মিষ্টিগুলি জেলার সীমানা ছাড়িয়ে রাজ্যেও জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কিন্তু এবার তাদের জনপ্রিয়তায় ভাগ বসালো মুর্শিদাবাদের সালার। সালারের কাগ্রাম এবং অন্য কয়েকটি দোকানে বিক্রি হচ্ছে এই ল্যাংচা মিষ্টি। যদিও শক্তিগড়ের ল্যাংচার মতো রং নয় মুর্শিদাবাদের এই ল্যাংচার। সাদাটে রংয়ের এই ল্যাংচা রঙের দিক থেকে পার্থক্য থাকলেও এর আকার এবং স্বাদ শক্তিগড়ের ল্যাংচার মতোই। তাই মুর্শিদাবাদে বসে শক্তিগড়ের ল্যাংচা খাওয়ার লোভে সালারের বহু মানুষ ভিড় জমাচ্ছেন ওই এলাকায়। সবার মুখে একই কথা, মুর্শিদাবাদের ল্যাংচা স্বাদে-গুণে অতুলনীয়। রঙের দিক থেকে আলাদা হলেও আকারের দিক থেকে কিন্তু টেক্কা দেবে শক্তিগড়ের ল্যাংচাকে। কারণ এর এক একটির দামই থাকছে ৫০ -১০০ টাকা, যা একটি খেলেই পেট ভরে যায়। তবে মজার বিষয় হল, মুর্শিদাবাদের ল্যাংচা তৈরির ‘সিক্রেট রেসিপি’ জানাতে নারাজ হালুইকররা। মিষ্টি প্রস্তুতকারী এক দোকানের তরফে জানানো হয়েছে, এতদিন ল্যাংচা মানেই আপনারা মনে করতেন শক্তিগড়। কিন্তু মুর্শিদাবাদের যে এর থেকে আরও ভালো মানের ল্যাংচা তৈরি করা যায়, তা আমরাই প্রথম দেখালাম। সম্পূর্ণ ছানার তৈরি এই ল্যাংচাগুলি শক্তিগড়ের ল্যাংচার থেকে কোনওভাবেই কম যায় না। দোকানে আগত এক ক্রেতা বলেন, শক্তিগড়ে গিয়ে ল্যাংচা খেয়েছি। এখানে এসে এই ল্যাংচা খেয়ে বুঝলাম, আমাদের মুর্শিদাবাদও কম যায় না। সাদা হলেও স্বাদটা দারুণ। একটা খেলেই মন ভরে যায়। আরেক ক্রেতা বলেন, ছানাবড়া তো আমাদের গর্ব। এবার এই ল্যাংচাও মুর্শিদাবাদের নাম করবে। বাইরে থেকে যারা আসবে, তারাও এই মিষ্টি খেয়ে যাবে। স্থানীয়রা বলছেন, মুর্শিদাবাদ মানেই ছানাবড়া, ছানার কেক, রসগোল্লা। এবার তার সঙ্গে যোগ হল ল্যাংচা। শক্তিগড়ের ল্যাংচা কালচে বাদামি রঙের হয়, ভাজা হয় বেশি করে। আর মুর্শিদাবাদের ল্যাংচা সাদাটে, ছানার পরিমাণ বেশি। তাই স্বাদে অনেক বেশি নরম, মুখে দিলেই মিলিয়ে যায়। তাই অনেকেই মনে করছেন, ছানাবড়ার পর এবার মুর্শিদাবাদের অন্যতম জনপ্রিয় মিষ্টি হতে চলেছে এই ল্যাংচা। ‘মিষ্টি লড়াইয়ে’ শক্তিগড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মুর্শিদাবাদ যে পিছিয়ে নেই, তা প্রমাণ করে দিল সালারের কাগ্রাম।

বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু বিজেপির মহিলা মোর্চার সদস্যের

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ২৬ নভেম্বর ঃ পূর্বস্থলী ১ ব্লকের কালনা-কাটোয়া এসটিকেকে রোডের জালুইডাঙ্গা এলাকায় মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক বিজেপির মহিলা মোর্চার সদস্যের। মৃত মহিলার নাম পদ্মরানী মণ্ডল। তাঁর বাড়ি সমুদ্রগড় পঞ্চায়েতের দক্ষিণবাটি এলাকায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকালে বাড়ি থেকে রান্নার কাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলেন পদ্মরানী মণ্ডল। তিনি একটি টোটোয় চেপে গন্তব্যের দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় কালনা-কাটোয়া এসটিকেকে রোডের জালুইডাঙ্গা এলাকায় একটি বাইক ওই টোটোতে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনার জেরে টোটোতে থাকা পদ্মরানী মণ্ডল গুরুতর আহত হন।তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে কালনা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে হাসপাতালে পৌঁছানোর পর চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। সকালে কাজের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এমন মর্মান্তিক পরিণতি হবে, তা ভাবতে পারেননি পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়স্বজনরা। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবারে নেমে এসেছে গভীর শোক। পাশাপাশি বিজেপির মহিলা মোর্চার সদস্যের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই রাজনৈতিক মহলেও শোকের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

প্রয়োজন ছাড়াই অস্ত্রোপচার, মালদায় নার্সিংহোমের জালিয়াতি ফাঁস

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৬ নভেম্বর ঃ রোগীর অস্ত্রোপচারের আদৌ প্রয়োজন ছিল কী না, তারও স্পষ্ট প্রমাণ নেই! অথচ করা হয়েছে অস্ত্রোপচার। শুধু তাই নয়, কেন অস্ত্রোপচার করা হল, কোন পরিস্থিতিতে করা হল, এমনকী কী ধরনের অস্ত্রোপচার করা হয়েছে, তারও যথাযথ নথি নেই নার্সিংহোমের কাছে। মোটা টাকা রোজগারের উদ্দেশ্যে রোগীদের অপ্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচার করা হয়ে থাকতে পারে, এমনই গুরুতর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন মালদা প্রশাসনের তদন্তকারীরা। নার্সিংহোমে পরিদর্শন করতে গিয়েই সামনে এসেছে এমন চাঞ্চল্যকর অভিযোগ। এরপরই ইংরেজবাজারের যদুপুর এলাকার একটি নার্সিংহোম বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে জেলা প্রশাসন। পাশাপাশি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত নিয়মকানুন না মানার অভিযোগে জেলার আরও তিনটি নার্সিংহোমকে জরিমানা করা হয়েছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি জেলার বিভিন্ন নার্সিংহোমে পরিদর্শন ও নজরদারি চালানো হচ্ছে। সেই পরিদর্শনেই যদুপুরের ওই নার্সিংহোমের একাধিক গুরুতর অসঙ্গতি তদন্তকারীদের নজরে আসে। রোগীদের চিকিৎসা সংক্রান্ত নথিপত্র খতিয়ে দেখতে গিয়ে দেখা যায়, অস্ত্রোপচারের আগে রোগীর শারীরিক অবস্থা কী ছিল, কেন অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল এবং ঠিক কী ধরনের অস্ত্রোপচার করা হয়েছে, তার কোনও স্পষ্ট ও নির্ভরযোগ্য রেকর্ড নেই। এমনকী সংশ্লিষ্ট অস্ত্রোপচারের জন্য কোনও সার্জেনের সুপারিশপত্রও পাওয়া যায়নি। মালদার অতিরিক্ত জেলাশাসক (স্বাস্থ্য) অনিরুদ্ধ নন্দী জানান, নথিপত্রে এমন একাধিক অসঙ্গতি ধরা পড়েছে, যা অত্যন্ত গুরুতর। রোগীর আদৌ অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন ছিল কি না, তাও নথি দেখে বোঝার উপায় নেই। এই পরিস্থিতিতে আর্থিক লাভের উদ্দেশ্যে অপ্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচার করা হয়ে থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন তদন্তকারীরা। প্রশাসন সূত্রে আরও জানা গেছে, রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পর থেকে এখনও পর্যন্ত মালদায় বিভিন্ন অভিযোগে মোট ১৩টি নার্সিংহোম বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া নিয়মভঙ্গের অভিযোগে আরও ১৭ - ১৮টি নার্সিংহোমকে জরিমানা করা হয়েছে। জেলার বেসরকারি চিকিৎসা পরিষেবার স্বচ্ছতা ও রোগীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আগামী দিনেও এই ধরনের নজরদারি ও অভিযান চলবে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর।

শিল্পের হাতছানিতে আকাশছোঁয়া জমির দর, সিঙ্গুরে দালালচক্র রুখতে কোমর বাঁধছেন কৃষকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সিঙ্গুর, ২৬ নভেম্বর ঃ দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর সিঙ্গুরের বুকে ফের শিল্পের সম্ভাবনা উঁকি দিতেই বদলে গেছে এলাকার জমির বাজারদর।



অশোক লেল্যান্ডের ট্রাক তৈরির কারখানা গড়ে ওঠার খবরে ন্যানো-ভূম ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জমির দাম রাতারাতি আট থেকে দশ গুণ পর্যন্ত বেড়ে গেছে। এমনকী যে সমস্ত জমি দীর্ঘকাল ধরে পতিত বা অনুর্বর অবস্থায় পড়ে ছিল, সেগুলিরও এখন আকাশছোঁয়া চাহিদা। তবে এই ঊর্ধ্বমুখী বাজারের সুযোগ নিয়ে এলাকায় সক্রিয় হয়ে উঠেছে বহিরাগত জমি মাফিয়া ও দালালচক্র। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রস্তাবিত কারখানার আশপাশের জমির মালিকদের নানা প্রলোভন দেখিয়ে কম দামে জমি হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে একটি চক্র। তাদের মূল লক্ষ্য-সরকার জমি কেনার প্রক্রিয়া শুরু করার আগেই সহজ-সরল কৃষকদের ভুল বুঝিয়ে সস্তায় জমি কিনে নেওয়া এবং পরবর্তীতে চড়া দামে তা সরকারের কাছে বিক্রি করে মুনাফা লোটা। তবে অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার আর কোনো ফাঁদে পা দিতে নারাজ সিঙ্গুরের চাষিরা। কোনো কৃষক যাতে প্রলোভনে পড়ে জমি হাতছাড়া না করেন, সেই জন্য ইতিমধ্যেই নিজেদের মধ্যে জোট বাঁধতে শুরু করেছেন তাঁরা। স্থানীয় কৃষকের কথায়, অনেক চাষিই সহজ-সরল, তাই অসাধু চক্র তাঁদের ভুল বোঝানোর চেষ্টা করছে। আমরা সবাইকে সতর্ক করছি যাতে কেউ দালালদের হাতে জমি না দেন। আমরা চাই সরাসরি সরকারি হস্তক্ষেপে ন্যায্য মূল্যে জমি বিক্রি করতে। অন্যদিকে, জমির সঠিক দর নিয়ে এলাকায় বেশ কিছু বিভ্রান্তিও ছড়িয়েছে। কোথাও কাঠা প্রতি তিন লক্ষ, আবার কোথাও সাড়ে তিন লক্ষ টাকা দরের কথা শোনা যাচ্ছে। এই ধোঁয়াশা কাটাতে প্রশাসনের সরাসরি হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের মতে, আগে ‘সোনা’ ও ‘শালি’-এই দুই ভাগে জমির শ্রেণিবিন্যাস হতো। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে বা মূল সড়ক থেকে জমির দূরত্বের নিরিখে প্রশাসন ও কৃষকদের যৌথ আলোচনায় একটি নির্দিষ্ট মূল্য কাঠামো তৈরি করা জরুরি। সিঙ্গুরের ৯৯৭ একর জমি যুক্তিসঙ্গত দরে কেনার লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই হুগলির জেলাশাসক কৃষকদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলছেন। জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য প্রসঙ্গে সিঙ্গুরের বিধায়ক অরূপ কুমার দাস আশ্বস্ত করে জানিয়েছেন, বড় কোনো উন্নয়নমূলক কাজ শুরু হলে কিছু অসাধু লোক বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেই। তবে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে সিঙ্গুরে শিল্প হবেই।

সংবিধান দিবসে বালুরঘাটে প্রশাসনের অনুষ্ঠান শহর পরিক্রমায় পড়ুয়ারা

রতন দে, বালুরঘাট, ২৬ নভেম্বর ঃ সংবিধানের মূল্যবোধ গণতান্ত্রিক অধিকার ও নাগরিক কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতার বার্তা নিয়ে বৃহস্পতিবার বালুরঘাটে পালিত হল সংবিধান দিবস। ২৬ নভেম্বর সকাল ১১টায় বালুছায়া ভবনে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসন সমগ্র শিক্ষা মিশন এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের উদ্যোগে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তাতে শহর ও শহরতলির বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়া এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারা অংশ নেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলাশাসক বালাসুব্রামানিয়ান টি অতিরিক্ত জেলাশাসক সাধারণ সুব্রত মহন্ত জেলা এডুকেশন অফিসার বাণীব্রত দাস অফিসার ইনচার্জ শিক্ষা সামিরুল ইসলাম এবং জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দুর্গেশ চন্দ্র দেবনাথ-সহ প্রশাসনের আধিকারিক ও বিশিষ্টজনেরা। অনুষ্ঠানের শুরুতে আধিকারিক শিক্ষক-শিক্ষিকা ও পড়ুয়ারা সম্মিলিতভাবে সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠ করেন। এরপর বালুছায়া ভবন থেকে একটি পদযাত্রা বের হয়। জেলাশাসক-সহ বিশিষ্টজন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও পড়ুয়ারা তাতে অংশ নেন। শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পদযাত্রাটি। উল্লেখ্য ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর ভারতের গণপরিষদে গৃহীত হয়েছিল দেশের সংবিধান। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি তা কার্যকর হয়। সংবিধান গৃহীত হওয়ার দিনটিকে স্মরণ করে ২০১৫ সাল থেকে প্রতিবছর ২৬ নভেম্বর দেশে সংবিধান দিবস পালিত হচ্ছে। সংবিধানের প্রস্তাবনায় ঘোষিত ন্যায় স্বাধীনতা সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ এবং সাংবিধানিক মূল্যবোধ সম্পর্কে নাগরিকদের সচেতন করে তোলাই এই দিবস পালনের অন্যতম উদ্দেশ্য।



পুরুলিয়া শহরে চালু হলো দুটি অটো-ম্যানুয়াল ট্রাফিক সিগন্যাল

শেফালী মাহাতো, পুরুলিয়া, ২৬ নভেম্বর ঃ পুরুলিয়া শহরের যানজট ও ট্রাফিক ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক ও গতিশীল করতে দুটি নতুন অটো-ম্যানুয়াল ইলেকট্রিক ট্রাফিক সিগন্যালিং সিস্টেমের উদ্বোধন করা হলো। এদিন পুরুলিয়া জেলা পুলিশের উদ্যোগে শহরের অন্যতম ব্যস্ততম দুটি এলাকা- ইউনিয়ন মোড় এবং হাটতলা মোড়ে এই আধুনিক ট্রাফিক সিগন্যাল ব্যবস্থা চালু করা হয়। এদিন দুপুর ১২টা নাগাদ প্রথমে শহরের ইউনিয়ন মোড়ে উপস্থিত হয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এই অটো- ম্যানুয়াল ইলেকট্রিক ট্রাফিক সিগন্যালিং সিস্টেমটির শুভ উদ্বোধন করেন পুরুলিয়া জেলার পুলিশ সুপার (SP)। এরপর হাটতলা মোড়ে স্থাপিত দ্বিতীয় সিগন্যালিং সিস্টেমটিরও উদ্বোধন করা হয়। পুলিশ প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, শহরের এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে প্রতিদিনই যানবাহনের ব্যাপক চাপ থাকে। নতুন এই অটো-ম্যানুয়াল প্রযুক্তির ফলে একদিকে যেমন ট্রাফিক পুলিশ কর্মীদের কাজ অনেকটাই সহজ হবে, তেমনই ব্যস্ত সময়ে যানবাহনের চাপ অনুযায়ী সিগন্যাল নিয়ন্ত্রণ করে সাধারণ মানুষের যাতায়াত আরও নিরাপদ ও মসৃণ করা সম্ভব হবে। জেলা পুলিশের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন শহরের বাসিন্দা ও নিত্যযাত্রীরা।



ফুটপাতে উল্টে গেল অ্যাপ ক্যাব, আহত চালক ও যাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ নভেম্বর ঃ সল্টলেকের সেক্টর ফাইভে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফুটপাতে উঠে উল্টে গেল একটি অ্যাপ ক্যাব। বৃহস্পতিবার সকালে এই দুর্ঘটনায় ক্যাবের চালক ও এক যাত্রী আহত হয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এদিন পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অ্যাপ ক্যাবটি ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাস (ইএম বাইপাস) থেকে নিউটাউনের দিকে যাচ্ছিল। সেক্টর ফাইভের বিএসএফ ক্যাম্পের কাছে পৌঁছতেই অ্যাপ ক্যাবটি আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সোজা ফুটপাতে উঠে গিয়ে উল্টে যায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান, অতিরিক্ত গতির কারণেই চালক গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন এবং এই দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার জেরে ওই এলাকায় সাময়িক চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুরো ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

HIJALNA GRAM PANCHAYAT
BADGACHA: PURBA BARDHAMAN
(Under Raina -1 Panchayet Samity)

E-tender are invited by the Executive Assistant, Hijalna Gram Panchayat from bonafied and experience contractors for Const. of Concrete road at 3(three) different places from VB G RAM G Fund. Last date of closing of submission of Bid 02-12-2026 at 12.00 Hrs. Date of Opening of Technical Bid on 04-12-2026 at 12.00 Hrs. For further details please visit **http://wbtender.gov.in**.

Sd/- Executive Assistant
Hijalna Gram panchayat

Office of the
KANTABARI GRAM PANCHAYAT
Purusottampur, Agarda
Onda, Bankura

Kantabari Gram Panchayat has invited One (01) No of NieT on 25/11/2026 Vide NIeT No. 02/2026-27 Vide Memo No 582/16TH CFC/KGP Scheduled to be open on **04/12/2026 (at 12.30 PM)** and last date of Submission is on **02/12/2026 (Up to 12.00 PM)** for more details please visit on:- **https://tenders.wb.gov.in**

Sd/-FuleshwariLayek
Pradhan
Kantabari Gram Panchayat

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE DEPUTY DIRECTOR, ARD & PO, PASCHIM BARDHAMAN
Phone- 0343-2554455, email- ddardpaschimbardhaman@darahwb.org

TENDER NOTIFICATION ID- 2026_ARD_5085700_1
e-NIT No. WBARD/DDARD/GOAT/NIT01/2026-27

e-Tenders are invited from the SHG or Sangha of SHG or any agency or suppliers/Individuals having experience in this field for rate contract for twelve months for Refreshment in three days Goatery Training Programme in the District of Paschim Bardhaman. Intending bidder may download the tender documents from the website **http://wb.tenders.gov.in / http://wbard.gov.in**. Documents can be downloaded up to 5.00 PM on 05.12.2026 and Bid submission is up to 5.00 PM. on 05.12.2026.

Sd/-
Deputy Director, ARD & PO, Paschim Bardhaman

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 425 **Tender Notice Date: 26/11/2026**

NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 425/11/2026-2027** (PWD) dated 26/11/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required.
Last date of E-Submission: 12/12/2026.
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.

Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 426 **Tender Notice Date: 26/11/2026**

NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 426/11/2026-2027** (PWD) dated 26/11/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required.
Last date of E-Submission: 12/12/2026.
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.

Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

ABRIDGE E-TENDER NOTICE

Ex-Officio Director, Surulia Mini Zoo & Divisional Forest Officer, Kangsabati North Division, Purulia invites E-tender from Bonafide Contractors / Supplier / Firm for e-NIT No. : **NIT-35/DFOKND/SMZ/2026-27** for Minor Repairing & maintenance of leopard enclosure at Surulia Mini Zoo under Kangsabati North Division, Purulia. E-Tender Bid Start Date : **27.11.2026**, Closing Date : **03.12.2026**, Opening Date : **05.12.2026**.

For Necessary Information about the tenders may be seen the **www.tenders.wb.gov.in** and for more information please contact to the office of the undersigned.

Sd/-
Ex-Officio Director, Surulia Mini Zoo & Divisional Forest Officer
Kangsabati North Division, Purulia

Memo No. : 98/ADV/ICA/PURU
Dated : 26.11.2026

Office of the
Jangipara Gram Panchayat
Krishnanagar::Jangipara::Hooghly

For and on behalf of the Jangipara Gram Panchayat, the Executive Assistant, invites sealed tender for total 9(Nine) Works. NOTICE INVITING TENDER No. (1) 704/JGP/2026-27, 15TH FC (Tied), 8(Eight) Works Bid Submission closing(online): 07.12.2026, 12.00 Hours. Bid opening date for Technical Proposals (Online): 09.12.2026 12.00 Hours.
NOTICE INVITING TENDER No. (2) 674/JGP/2026-27, SBM (G), 1(One) Work.
Bid Submission closing(online): 28.11.2026, 12.00 Hours. Bid opening date for Technical Proposals (Online): 01.12.2026 12.00 Hours.
For details visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Executive Assistant
Jangipara Gram Panchayat

এসএন্ডটি অ্যাসোসিয়েটেড কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. **S&T/APDJ/22 & 23, তারিখঃ 23-11-2026।** নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ ক্র.নং. ১। **ই-টেন্ডার নং.ঃ AP-ST-22-2026-27; কাজের নামঃ** গৌরীপুর-আলমগঞ্জ সেকশনের মধ্যে কেএম ১৬২/৫-৬-এ এল-ক্রসিং সিএ ২৬-এর স্থানে আরওবি নির্মাণের জন্য ইউজি কেবল স্থানান্তরের জন্য ব্যালেন্স কাজ (এসএন্ডটি অ্যাসোসিয়েটেড কাজ)। **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ** ২৮,২৭,৩২৩.২৮ টাকা; **বিড সিকিউরিটিঃ** ৫৬,৬০০.০০ টাকা। ক্র.নং. ২। **ই-টেন্ডার নং.ঃ AP-ST-23-2026-27; কাজের নামঃ** আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের স্টেশনগুলিতে আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং.আরডিএসও/এসপিএন/২৫৬/২০২৫, সংস্করণ ২.০ বা সর্বশেষ অনুযায়ী আপগ্রেডেড আর্থ লিকেজ ডিটেক্টর (ইএলডি) লেভেল-২-এর ব্যবস্থা। **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ** ৪৫,১৫,৬৭৩.৫০ টাকা; **বিড সিকিউরিটিঃ** ৯০,৩০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১৮-১২-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ১৮-১২-২০২৬ তারিখে বন্ধের পরে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস

ওপেন ই-টেন্ডার
উন্নয়নমূলক টেন্ডার

নং. সিওএস/সিআরজে/পিইউবি/ই-টেন্ডার/১৯/০১৬২, তারিখ ঃ ২৩/১১/২০২৬। নিম্নলিখিত **ই-টেন্ডারগুলি www.ireps.gov.in** এই লিঙ্কের অধীনে পাওয়া যাবে। **www.ireps.gov.in → login → E-Tender Stores/Supply** এই লিঙ্কটি ব্যবহার করে কেবলমাত্র বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে এই **ই-টেন্ডারের** দরপ্রস্তাব দাখিল করা যাবে। সরবরাহকারীগণ নির্দিষ্ট টেন্ডার বিষয়ে ব্যাখ্যা পেতে অথবা যদি আইআরইপিএস সংক্রান্ত কোনো তথ্যের প্রয়োজন হয় তাহলে নিম্নলিখিত আধিকারিকদের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারেন, ডেপুটি সিএমএম/এম-II/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন, ৯১৬৩৩৪০৭০৮ অথবা এএমএম/এম, ৯১৬৩৩৪০৭০৬। **অফিসের ঠিকানাঃ** পিসিএমএম/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জনের কার্যালয়। **ক্র. নং; টেন্ডার নং; দফার সংক্ষিপ্ত বিবরণ; পরিমাণ; প্রদেয় বায়না অর্থ (টাকায়); টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় (ভারতীয় প্রমাণ সময়)** নিম্নরূপ ঃ **[১]; ৭৫২৬৩৯৪২বি;** ড্রয়িং/স্পেসিফিকেশন নং. ১২৩৯-০৮.০৩১-৩০১ অল্ট.২ অনুসারে ডব্লুএজি-৯, ডব্লুএপি-৭ এবং ডব্লুএপি-৫ লোকোমোটিভসমূহের ইনস্পেকটর সিট অ্যাসেম্বলি [০১টি সেটে ০২টি ইনস্পেক্টর সিট থাকবে] [ওয়ারেন্টি মেয়াদঃ ডেলিভারির তারিখের পর থেকে ৩০ মাস]; **৫৮০.০০ সেট; ₹ ৩২৮৩৮০.০০; ০৪/১২/২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা। [২]; ৭৫২৬৪০০৭সি;** স্পেসিফিকেশন নং. সিএলডব্লু/এমএস/৩/১৫৪ অল্ট-৩ বা সাম্প্রতিকতম (ক্যাটেগরি নং. আর/৯/০০৮৭) অনুসারে ডব্লুএজি-৯এইচসি লোকোর জন্য ফ্লোর ভেন্টিলেশন ডাক্টিং-এর সাধারণ ব্যবস্থার উপাদানসমূহ। [ওয়ারেন্টি মেয়াদঃ ডেলিভারির তারিখের পর থেকে ৩০ মাস]; **২৬৩.০০ সেট; ₹ ৫৫৮৪২০.০০; ০৫/১২/২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা।**

PR6/558 **পিসিএমএম/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন**
আমাদের লাইক করুন : www.facebook.com/clwrailways

আমমোক্তারনামা

এতদ্বারা জানানো হইতেছে যে, আমার মক্কেলরা শ্রী নিমাই সাঁতরা, শ্রীমতি মালতি সাউ, শ্রীমতি আন্না বাঙ্গাল, শ্রীমতি চায়না বাঙ্গাল, সাং অড্ডয়নগর, বালি, নিশ্চিন্দা, জেলা - হাওড়া ৭১১২০৫, ওনারা যৌথ ভাবে দুইটি পৃথক দলিলে জমি ক্রয় করেন, দলিল নং ২৩৪২, তারিখ ১৯.০৩.২০১৯, এ.ডি.এস.আর. হাওড়া অফিস। যাহার মৌজা বালি, জে. এল. নং ১৪, সাবেক দাগ নং-২০১, হাল দাগ নং- ২৭২, হাল খতিয়ান নং ১৩২৬, জমির পরিমাণ ৩ ছটাক ২৭ বর্গফুট। বিক্রেতাগন রীনা পাত্র, বিদ্যুৎ পাত্র, শক্তি সেনেতী, মৃত্যুন পাঁজা, দুলাল সাউ, কিষান লাল দাস। উক্ত জমি বি. এল. এন্ড এল. আর. ও. অফিসে প্রফুল্ল কুমার পাত্রের নাম নথিভুক্ত আছে। প্রফুল্ল কুমার পাত্র জমি বিক্রয় করেন রীনা পাত্র, বিদ্যুৎ পাত্রকে, দলিল নং- ১৭৯৭, সাল ১৯৯৬। রীনা পাত্র ও বিদ্যুৎ পাত্র জমি বিক্রয়ের জন্যে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন শক্তি সেনেতী, মৃত্যুন পাঁজা, দুলাল সাউ, কিষান লাল দাস মহাশয়দের, যাহার দলিল নং- IV 106, সাল ২০১৮, এ.ডি.এস.আর. হাওড়া। অনুরূপ ভাবে আমার মক্কেলরা দলিল নং- ২৬৪৩, সাল ২০১১ ঐ একই মৌজায় সাবেক দাগ নং-২১০, হাল দাগ নং- ২৭৩, হাল খতিয়ান নং- ১৪৭১, জমির পরিমাণ ৬ ছটাক ২৬ বর্গফুট। বিক্রেতাগন শ্রীমন্ত মাজী, অক্ষয় জানা, কার্ত্তিক পাঁজা ও দয়াল গোপ। উক্ত জমি বি. এল. এন্ড বি. এল. আর. ও. দপ্তরে অমিয় ধাড়ার নাম নথিভুক্ত আছে। অমিয় ধাড়ার মৃত্যু পর তাহার ওয়ারিশানগন তিনটি দলিলে আমার মক্কেলদের বিক্রেতাগনকে বিক্রয় করেন। কিন্তু তাহার মধ্যে দলিল নং- ৩০৪, সাল ২০১৬ দলিলে শ্রীমতি অদিতি ধাড়া আমমোক্তার নিযুক্ত করেন অনিতা ধাড়াকে, যাহার দলিল নং- IV -6359, সাল ২০১৫। কলকাতা অ্যাসুরেন্স অফিস হইতে। বর্তমানে আমার মক্কেলগন বি. এল. এন্ড বি. এল. আর. ও. দপ্তরে পরাচার জন্যে আবেদন করেন, যাহার কেস নং- MN/2026/0503/9489, 9487, 9491, 9484, 9490, 9485, 9488, 9486। এই বিষয়ে যদি কোন ব্যক্তির বা ব্যক্তিবর্গের কোনরূপ আপত্তি থাকে তাহলে বালি জগাছা অফিসে বিজ্ঞ

অফবিট

আন্দোলনের মাটি থেকে কারখানার ডিউটি!

সেলাই সুতোর টানে স্বনির্ভরতার নয়া বুনন মুম্বইয়ের জঙ্গলমহলে

জি. দাস

মুম্বইয়ের শেষ সবুজ ফুসফুস বলা হয় আরে জঙ্গলকে। ২০১৯ সালে যখন এখানে মেট্রো কার-শেড তৈরির জন্য গাছ কাটা শুরু হয়, তখন সবচেয়ে বেশি প্রতিবাদে ফেটে পড়েছিলেন এখানকার আদিবাসী ওয়ারলি সম্প্রদায়ের মানুষ। নিজেদের জঙ্গল ও বসতভিটে বাঁচাতে রাস্তায় নেমেছিলেন তাঁরা। কিন্তু সেই লড়াইয়ের মাঝেই আজ এক নতুন গল্প লিখছেন এই সম্প্রদায়ের মহিলারা। সেলাই মেশিনের হাত ধরে তাঁরা এখন শুধু জঙ্গলের ওপর নির্ভরশীল নন, বরং শহরের বিভিন্ন কারখানায় কাজ করে নিজেদের আর্থিক স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করছেন। আগে এই মহিলাদের জীবন মূলত জঙ্গলের কাঠ ও অন্যান্য সামগ্রীর ওপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু গাছ কাটার ফলে তাঁদের রুজিরুটিতে টান পড়ে। তখনই ক্যাসান্দ্রা নাজারথ এবং তাঁর দলের উদ্যোগে একটি সেলাই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু হয়। ২০১৫ সালে এই আদিবাসী গ্রামগুলোতে দক্ষতা উন্নয়ন বা স্কিল ডেভেলপমেন্টের কাজ শুরু করেন ক্যাসান্দ্রা ও তাঁর দল। ধীরে ধীরে মহিলাদের হাতে সেলাইয়ের কাজ তুলে দেওয়া হয়। দেওয়া হয় ২৭টি সেলাই মেশিন। লকডাউনের পর আন্ধেরির এমআইডিসি এলাকার বেশ কয়েকটি কারখানা থেকে কাজের প্রস্তাব আসতে শুরু করে এই মহিলাদের কাছে। আর তাতেই খুলে



যায় স্বনির্ভরতার নতুন দরজা। এখন অনেকেই নিয়মিত কারখানায় কাজ করছেন। ৪০ বছরের সুরেখা বুরখুদ যেমন গত চার বছর ধরে কারখানায় সেলাইয়ের কাজ করছেন। তাঁর কথায়, ''বিয়ের আগে মায়ের কাছে সেলাই শিখেছিলাম। এখন সেটাকেই পেশা হিসেবে বেছে নিতে পেরে খুব ভাল লাগছে।'' শুধু বেতন নয়, কারখানার কাজের সুবাদে এই মহিলারা এখন প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং মেডিক্যাল কার্ডের সুবিধাও পাচ্ছেন। ২৮ বছরের রেণুকা জানান, আগে তিনি কাজ করতেন না। কিন্তু এখন কারখানায় কাজ করে শুধু রোজগারই করছেন না, মেডিক্যাল কার্ডের সুবাদে তাঁর পুরো পরিবার বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছে। শুভাঙ্গী রোহাকর নামে আরেক মহিলা মাসে ২০ হাজার টাকা বেতন পান। এর মধ্যে পিএফ ও মেডিক্যাল কার্ডের টাকা কেটে হাতে পান ১৫ হাজার। তাঁর কথায়, ''জীবনে প্রথমবার পিএফ পাচ্ছি! ক্যাসান্দ্রা ম্যাম আমাদের জিরো ব্যালেন্স অ্যাকাউন্ট খুলতেও সাহায্য করেছেন।'' শুরুতে বাড়ির পুরুষরা মহিলাদের বাইরে কাজ করা নিয়ে সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু মাসের শেষে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা আসতে দেখে তাঁদের মনোভাব বদলায়। এখন মহিলারা যখন কাজে যান, তখন স্বামী বা পরিবারের অন্যরাই শিশুদের দেখাশোনা করেন। ক্যাসান্দ্রাদের উদ্যোগে গ্রামে তৈরি হয়েছে ৪৭টি বায়ো-টয়লেট, যা জঙ্গলঘেরা এলাকায় মহিলাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করেছে। একসময় যে মহিলারা জঙ্গলের বাইরে পা রাখেননি, তাঁরাই আজ কারখানার বাসে চেপে কাজে যাচ্ছেন। মেট্রো প্রকল্পের কারণে বাসস্থান হারানোর আশঙ্কার মাঝেই, ওয়ারলি মহিলারা সেলাই মেশিনের শব্দে বুনে চলেছেন নিজেদের নতুন পরিচয়।

বাংলা আমেরিকা হয়ে যাবে

...১ পাতার পর

ইঞ্জিনের বুলেট ট্রেন এমন গতিতে ছুটবে যে বাংলাকে সমৃদ্ধ ও সম্পন্ন করে উন্নয়নের লক্ষ্য পূরণ করবে।'' পরিকাঠামোর সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গড়করি জানান, জল, বিদ্যুৎ, পরিবহণ ও যোগাযোগ, এই চারটি স্তম্ভ শক্তিশালী হলে শিল্প, ব্যবসা, কৃষি, গ্রামীণ উন্নয়ন, লগ্নি ও কর্মসংস্থান বাড়ে এবং দারিদ্র্য দূর হয়। মুখ্যমন্ত্রীকে আশ্বস্ত করে তিনি বলেন, ''চিন্তা করবেন না। মহাভারতে দ্রৌপদীর থালার মতো আমার থালাতেও টাকার কোনও অভাব নেই। আপনি চাইতে চাইতে ক্লান্ত হয়ে যাবেন, কিন্তু আমি টাকা দিতে ক্লান্ত হব না।'' বস্তুত, দ্রৌপদীর থালা বা অক্ষয় পাত্র হল মহাভারতের একটি অতি পরিচিত ও তাৎপর্যপূর্ণ পৌরাণিক অনুষঙ্গ। এ এমন এক অলৌকিক পাত্র ছিল, যা থেকে কখনও খাদ্য ফুরোত না। বাংলায় প্রবাদ বা উপমা হিসেবে অসীম বা অফুরন্ত কোনও কিছুর (যেমন অফুরন্ত তহবিল বা সম্পদ) বোঝাতে এটি ব্যবহৃত হয়। মহারাষ্ট্রে ১৯৯৫-২০০০ সালে মন্ত্রী থাকার সময় ৫৫টি উড়ালপুল, ওড়লি-বান্দ্রা সি লিঙ্ক ও মুম্বই-পুণে এক্সপ্রেসওয়ের মতো প্রকল্পে বাজার থেকে তহবিল জোগাড়ের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন গড়করি। তাঁর দাবি, মুম্বই স্টক এক্সচেঞ্জে গেলে সাত দিনে নয়, সাত ঘণ্টায় কোটি কোটি টাকার সংস্থান হয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ● ৩ লক্ষ কোটি টাকার কর্মসূচির মধ্যে প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকার ২,৪০০ কিলোমিটার প্রকল্পের কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। ● প্রায় ৩৫ হাজার কোটি টাকার ৪৫০ কিলোমিটার প্রকল্পের কাজ বর্তমানে চলছে। ● পাইপলাইনে রয়েছে প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকার প্রকল্প, যার কয়েকটির কাজ শুরু হয়েছে। ● এর বাইরেও এ দিন নতুন করে আরও ১ লক্ষ কোটি টাকার প্রকল্পের ঘোষণা করেছেন গড়করি। পাশাপাশি বাংলায় প্রায় ১,৫০,০০০ কোটি টাকার গ্রিনফিল্ড এক্সপ্রেস হাইওয়ে নির্মাণের কথাও জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। ১৩ বছর ধরে এই দফতরের মন্ত্রী থাকার অভিজ্ঞতা তুলে ধরে গড়করি বলেন, ''আমি সেই সব নেতার মতো নই যাঁরা ঘোষণা করে চলে যান। যা বলব, তা ডঙ্কা পিটিয়ে করে দেখাব।'' সাহিত্য, কবিতা, শিল্প ও সংস্কৃতিতে বাংলা ও মহারাষ্ট্রের অবদানের কথা উল্লেখ করে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের কথিত শতাব্দীর প্রসঙ্গ টানেন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি ও ভারতকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত করার স্বপ্নের কথা বলেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডির উক্তি উদ্ধৃত করে গড়করি জানান, আমেরিকা ধনী বলে রাস্তা ভাল নয়, বরং রাস্তা ভাল বলেই আমেরিকা ধনী। এবং পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় মহাসড়কগুলিকেও আমেরিকার মানের করে তোলার কথা বলেন তিনি।

ইমরানকে বার্তা খাড়্গের

...১ পাতার পর

আলোচনা চলাকালীনই অখিলেশ যাদবের দল পাঁচটি আসনে তাদের প্রথম প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে দেয়। ওই তালিকায় বেহাত এবং সাহারানপুর আসনে প্রার্থী দেয় সপা। ঘটনাচক্রে, এই দুটি বিধানসভা কেন্দ্রই কংগ্রেস সাংসদ ইমরান মাসুদের লোকসভা কেন্দ্র সাহারানপুরের অন্তর্গত এবং ওই আসনগুলিতে কংগ্রেসও লড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। সপার এই একতরফা সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ ইমরান মাসুদ প্রকাশ্যেই অখিলেশের দলের সমালোচনায় সরব হন। সংবাদমাধ্যমে তিনি প্রশ্ন তোলেন, সপার এই পদক্ষেপে আদতে বিজেপিরই হাত শক্ত হচ্ছে এবং জোটের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা নিয়েও সংশয় তৈরি হচ্ছে। মাসুদ কড়া ভাষায় বলেন, ''কংগ্রেস আসনের জন্য ভিক্ষা করছে না। জোটে সবার সমান সম্মান থাকা উচিত। নিজের শরিকদের সঙ্গে লড়াই করে কী লাভ হচ্ছে? এতে তো বিজেপিরই সুবিধা হচ্ছে।'' জোটের স্বার্থেই কংগ্রেস তাদের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা থেকে বিরত রয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। অন্যদিকে, জোটের অন্দরের এই অস্বস্তি কাটাতে আসরে নেমেছেন সপা প্রধান অখিলেশ যাদবও। ইতিমধ্যেই আলোচিত ২৬টি আসনের বাইরেও কংগ্রেস আর কোন কোন কেন্দ্রে লড়তে চায়, তা চিহ্নিত করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। অখিলেশের মতে, আসন সংখ্যার অন। দাবির বদলে প্রার্থীর জয়ের সম্ভাবনা এবং পারস্পরিক সমঝোতাকেই আলোচনার মূল ভিত্তি করা উচিত। দুই দলের শীর্ষ নেতৃত্ব বরফ গলানোর চেষ্টা চালালেও, ইমরান মাসুদের প্রকাশ্য ক্ষোভ উত্তরপ্রদেশে 'ইন্ডিয়া' জোটের অন্দরের ফাটলকে আরও স্পষ্ট করে দিল।

শিক্ষকদের জন্য বড় নির্দেশ

...১ পাতার পর

ধরনের ব্যবস্থা নিতে হচ্ছে সরকারকে? শিক্ষক নিয়োগ দরকার ছিল আর পরিকাঠামোকে উন্নয়ত করতে হত। এমন ঠেকা দেওয়া ব্যবস্থাপনা কোনও স্কুলকে বাঁচাতে পারে না। মনে রাখতে হবে এটা স্কুল। শিক্ষার বুনিয়াদি জায়গা। একটা বিচ্ছিরি সিদ্ধান্ত।'' এ দিকে, আগামী ২ জানুয়ারি থেকেই রাজ্যের স্কুল পড়ুয়াদের হাতে নতুন পাঠ্যবই তুলে দিতে চলেছে স্কুল শিক্ষা দফতর। নতুন শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই প্রাক-প্রাথমিক থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ১৭টি পাঠ্যবইয়ের নাম পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দফতর সূত্রে খবর, প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত যে বইগুলির নাম বদলানো হয়েছে।

'কোনও শক্তিই মহিলা সংরক্ষণ বিল আটকাতে পারবে না'

...১ পাতার পর

বদলে 'অবরোধ পক্ষ' (বাধাদানকারী)-এ পরিণত হয়েছে। তাঁর মন্তব্য, ''গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করা কোনওভাবেই সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের বিকল্প হতে পারে না।'' উল্লেখ্য, আসন পুনর্বিন্যাস বা ডিলিমিটেশনের সঙ্গে যুক্ত 'সংবিধান (১৩১তম সংশোধনী) বিল'-এ লোকসভার আসনসংখ্যা বর্তমান ৫৪৩ থেকে বাড়িয়ে সর্বোচ্চ ৮৫০ করার প্রস্তাব রাখা হয়েছিল, যাতে ২০২৯ সালের সাধারণ নির্বাচনের আগেই লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভাগুলিতে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ কার্যকর করা যায়। কিন্তু গত এপ্রিল মাসে লোকসভায় বিলটি পাশ করাতে প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা জোগাড় করতে ব্যর্থ হয় সরকার এবং বিলটি পরাস্ত হয়। নিবন্ধে দেশের বৃহত্তম বিরোধী দলকে নিশানা করে মোদি আরও অভিযোগ করেন যে, তারা অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি (ওবিসি)-র সংরক্ষণ কমিয়ে মুসলিমদের জন্য সংরক্ষণ চালু করতে চাইছে। প্রধানমন্ত্রীর মতে, এই ধরনের প্রস্তাব সংবিধান প্রণেতাদের- বিশেষত বি আর অম্বেদকরের আদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাঁর কথায়, ''এটি অত্যন্ত নিন্দনীয় যে, বিরোধী শিবিরের বৃহত্তম দলটি ওবিসি সংরক্ষণ কমিয়ে মুসলিম সংরক্ষণ আনতে চাইছে।'' পাশাপাশি, মাওবাদ ও নকশালবাদ দমনে সরকারের সাফল্যের কথাও তুলে ধরেছেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর দাবি, চলতি বছরে নকশালবাদের সফল নির্মূলের ফলে সমাজের দরিদ্রতম অংশ, বিশেষত জনজাতি অধ্যুষিত এলাকার মানুষেরা এখন নির্ভয়ে তাঁদের সাংবিধানিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারছেন। দশকের পর দশক ধরে নকশালরা হিংসার ভয় দেখিয়ে দেশের বহু প্রান্তের মানুষকে সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল বলে মন্তব্য করেন তিনি। এরই সূত্র ধরে উন্নয়নের বিরোধিতাকারীদের নিশানা করে মোদি লেখেন, ''এখন আমাদের সামনে কেবল 'দিমাগি নকশাল'-রাই পড়ে রয়েছে, যারা বর্তমান সময়ের বাস্তবতা থেকে বহু দূরে সরে গিয়েও দেশের উন্নয়নের গতিপথ রুদ্ধ করার লাগাতার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।'' নকশালবাদের অবসান দরিদ্রতম নাগরিকদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে বলেও নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

৩ দশক আগে উধাও, পাকিস্তানে গিয়ে জঙ্গি প্রশিক্ষণ! কাশ্মীরে থাকা জমি বিক্রি করে সন্ত্রাসবাদে সাহায্যের ছক

সংবাদ সংস্থা, শ্রীনগর, ২৬ নভেম্বরঃ তিন দশক আগে বাড়ি ছেড়েছিলেন তাঁরা। পরিবারের কাছে এখন সকলেই নিখোঁজ। কিন্তু তদন্তে উঠে এসেছে, জম্মু-কাশ্মীরের রিয়াসি জেলার মাহোরে ও চাসানার পাহাড়ি এলাকা থেকে ১৯৯১ থেকে ২০০৩ সালের মধ্যে উধাও হয়ে যাওয়া ৩০ জন আসলে পাকিস্তানে পাড়ি দিয়েছিলেন। সেখানে বোমা তৈরি, রাইফেল চালানো এবং ভারতের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন বলে দাবি করছে পুলিশ। এত বছর পরেও তাঁদের জঙ্গি কার্যকলাপ থামেনি। বরং পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে বসে নতুন কৌশলে সন্ত্রাস ছড়ানোর ছক কষছেন তাঁরা। সম্প্রতি এই ৩০ জনের নামের একটি নথি হাতে পেয়েছে এক বেসরকারি সংবাদমাধ্যম। পুলিশের দাবি, নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন হিজবুল মুজাহিদিনের হয়ে কাজ করছেন ওই ৩০ জন। সীমান্তের ওপার থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ, টাকা পাঠানো এবং জম্মুর যুবকদের উগ্রপন্থায় প্ররোচিত করার কাজ চালাচ্ছেন তাঁরা। তদন্তকারীদের দাবি, শুধু দূরে বসে সন্ত্রাসের নির্দেশ দেওয়াই নয়, নিজেদের পুরনো সম্পত্তি বিক্রি করেও জঙ্গি কার্যকলাপের জন্য টাকা জোগাড়ের চেষ্টা করছিলেন ওই ব্যক্তিরা। পরিচিত ও সহযোগীদের মাধ্যমে রিয়াসি জেলায় থাকা পৈতৃক জমি বিক্রি করে সেই টাকা অস্ত্র কেনা, নতুন সদস্য নিয়োগ এবং হামলার কাজে লাগানোর পরিকল্পনা ছিল। ২০২৪ সালের ২৯ নভেম্বর পাওয়া গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা এবং বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইনে মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু হয়। সাক্ষীদের বয়ান খতিয়ে দেখতে গিয়ে এই জমি বিক্রির পরিকল্পনার কথা সামনে আসে। পুলিশ জানিয়েছে, জমি বিক্রির মাধ্যমে জঙ্গি কার্যকলাপে অর্থ জোগানোর পথ বন্ধ করতে ইতিমধ্যেই পাঁচ জনের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত বা সিল করা হয়েছে। জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের ডিজির নির্দেশে বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইনে এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। রিয়াসির পুলিশ সুপার মুকুন্দ লাল জানিয়েছেন, মাহোরের মহম্মদ কায়ুম ওরফে আবদুল কায়ুম শাদোলের তিন কানাল জমি বাজেয়াপ্ত হয়েছে। বান্দেরের বাসির আহমেদ ওরফে মাসুমের তিন কানাল জমি সিল করা হয়েছে। আরনাসের শওকত আলি হুন্ডারের তিন কানাল জমি এবং থুরু গ্রামের মনজুর আহমেদ ওরফে মনজুর হুসেন খান্টির ১৫ কানাল ১৯ মারলা জমি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তদন্তকারীদের দাবি, এই পাঁচ জনের মতো নথিতে নাম থাকা বাকি ২৫ জনও পাকিস্তানে অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। বর্তমানে সীমান্তের ওপার থেকে জম্মুর প্রত্যন্ত এলাকায় সন্ত্রাসবাদ ফের সক্রিয় করার চেষ্টা করছেন তাঁরা। পুলিশের বক্তব্য, জমি বাজেয়াপ্ত করার ফলে জঙ্গিরা আর সহজে নিজেদের সম্পত্তি বিক্রি করে সেই টাকা সন্ত্রাসের কাজে লাগাতে পারবেন না। পাশাপাশি, কোনও জঙ্গিকে জমি বিক্রিতে সাহায্য করাও যে গুরুতর অপরাধ, সেই বার্তাও দেওয়া হয়েছে। তাই এই সব কাজে যারা যুক্ত তাদেরও সতর্ক থাকতে হবে। আপাতত পীর পাঞ্জালের দক্ষিণের এলাকায় জঙ্গি নেটওয়ার্ক ভাঙতে এই অভিযানকে বড় পদক্ষেপ হিসেবেই দেখছে পুলিশ।

১৮ বছর পরও অমলিন ২৬/১১-এর ক্ষত

মুম্বইয়ের সেই ভয়াবহ রাত আজও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সতর্ক হওয়ার বার্তা দেয়

মুম্বই, ২৬ নভেম্বরঃ শহরটা থমকে গিয়েছিল কয়েক মুহূর্তের জন্য, বলা ভাল অনেকের কাছে কয়েকদিন এমনকি কয়েকমাসের জন্যও সবকিছু স্বাভাবিক ছিল না। গলার কাছে সবসময় আটকে থাকত কিছু। আতঙ্ক, গুলির শব্দ, আগুন, ধোঁয়া আর অনিশ্চয়তার মধ্যে এক রাত থেকে পরের রাত, তারপর আরও একটি দিন। ২০০৮ সালের ২৬ নভেম্বর মুম্বইয়ে যে সন্ত্রাসবাদী হামলা শুরু হয়েছিল, তা শুধু দেশের বাণিজ্যিক রাজধানীর নিরাপত্তাব্যবস্থাকে নাড়িয়ে দেয়নি, বদলে দিয়েছিল ভারতের সন্ত্রাস মোকাবিলার ভাবনাও। ১৮ বছর পেরিয়ে গেলেও সেই হামলার ক্ষত এখনও মুম্বইয়ের স্মৃতিতে গভীর। প্রতি বছর ২৬ নভেম্বর ফিরে আসে নিহতদের স্মরণ, শহরের প্রতিরোধ এবং নিরাপত্তার প্রশ্ন নিয়ে। ২৬/১১ শুধু একটি সন্ত্রাসবাদী হামলার স্মৃতি নয়, এক শহরের সাহস, অসংখ্য মানুষের আত্মত্যাগ এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তাব্যবস্থার দুর্বলতা থেকে শিক্ষা নেওয়ার ইতিহাসও। ২০০৮ সালের নভেম্বরে মুম্বইয়ে হামলার দায় নেয় পাকিস্তানভিত্তিক জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তইবা। ১০ জন হামলাকারীর আক্রমণে প্রাণ হারান ১৬৬ জন। আহত হন ৩০০-রও বেশি মানুষ। বিদেশি নাগরিকরাও বাদ যাননি সেদিন। শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় হামলার ঘটনায় সামনে আসে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, উপকূলীয় নিরাপত্তা এবং বিভিন্ন বাহিনীর মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি। পরিস্থিতি সামাল দিতে মুম্বই পুলিশ, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য, নৌবাহিনীর



মেরিন কম্যান্ডো এবং জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষী বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। দীর্ঘ অভিযান শেষে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা নিরাপত্তাব্যবস্থার পুরনো কাঠামোকে নতুন করে পর্যালোচনা করার প্রয়োজনীয়তা সামনে নিয়ে আসে। গত কয়েক দশকে একাধিক সন্ত্রাসবাদী হামলার সাক্ষী থেকেছে মুম্বই। ১৯৯৩ সালের ধারাবাহিক বিস্ফোরণ, ২০০৬ সালের লোকাল ট্রেন হামলা এবং ২০১১ সালের বিস্ফোরণ শহরের ইতিহাসে ভয়াবহ অধ্যায় হয়ে রয়েছে। প্রতিটি হামলার পরেই স্বাভাবিক জীবনে ফিরেছে শহর। কিন্তু নিহতদের পরিবার, আহতদের যন্ত্রণা এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের স্মৃতি সেই স্বাভাবিকতার আড়ালে থেকে গিয়েছে। ২৬/১১ সেই ইতিহাসের অন্যতম গভীর ক্ষত। হামলার পর উপকূলীয় নিরাপত্তা, গোয়েন্দা নজরদারি, সন্ত্রাস মোকাবিলায় বাহিনীগুলির সমন্বয় এবং জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত প্রতিক্রিয়ার ব্যবস্থা নিয়ে একাধিক পদক্ষেপ করা হয়। হামলায় জড়িত ১০ জনের মধ্যে আজমল আমির কাসভকে জীবিত গ্রেফতার করা হয়েছিল। বিচার শেষে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয় ২০১২ সালের নভেম্বরে। হামলার অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী ডেভিড কোলম্যান হেডলি পরে আমেরিকা থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভারতীয় আদালতে সাক্ষ্য দেয়। ২৬/১১ ষড়যন্ত্রের আরেক অভিযুক্ত তাহাউর হুসেন রানাকে ২০২৫ সালে আমেরিকা থেকে ভারতে প্রত্যর্পণ করা হয়। তবে হামলার একাধিক মূল পরিকল্পনাকারী ও নির্দেশদাতা এখনও ভারতের নাগালের বাইরে। তাদের অনেকেই পাকিস্তানে রয়েছে বলে মনে করা হয়। মামলার চার্জশিটেও হামলার পরিকল্পনা, প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণের বিস্তৃত পরিসরের উল্লেখ রয়েছে। প্রতি বছর ২৬ নভেম্বর মুম্বই পুলিশ সদর দফতরে শহিদদের স্মরণে শ্রদ্ধা জানানো হয়। হামলায় আক্রান্ত বিভিন্ন জায়গাতেও স্মরণসভা ও শ্রদ্ধার আয়োজন থাকে। দক্ষিণ মুম্বইয়ের গিরগাঁও চৌপাটিতে সহকারী পুলিশ উপ-পরিদর্শক তুকারাম ওম্বলের স্মৃতিতেও শ্রদ্ধা জানাতে জড়ো হন সাধারণ মানুষজন। মুম্বইয়ে আজকের দৃশ্য মনে করিয়ে দেয় ১৮ বছর পরেও ২৬/১১ কেবল অতীতের একটি ভয়াবহ ঘটনার নাম নয়। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই শুধু হামলার পরে প্রতিরোধ গড়ে তোলারও বিষয় নয়, আগাম সতর্কতা, গোয়েন্দা তথ্যের যথাযথ ব্যবহার, নিরাপত্তার সমন্বয় এবং মানুষের জীবন রক্ষার প্রস্তুতি সমান গুরুত্বপূর্ণ। মুম্বইয়ের সেই স্মৃতি তাই আজও ভারতের নিরাপত্তা ভাবনার এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

CHANGE OF NAME

I, Suchitra Mondal, W/O- Kartick Pal, residing at Vill Mahishasthali, P.O- Mahula, P.S-Beldanga, Dist- Murshidabad, W.B, Pin -742134, do hereby declared that that i gave birth to "Koushik Pal" is my beloved Son and his date of birth on 15/09/2019.That my correct & actual name "Suchitra Mondal, W/O- Kartick Pal" recorded in my Aadhar card no- 4893 5664 0892 and my husband Aadhar card no-5250 5835 8387.That my wrongly name written as Suchitra Karmakar, W/O Karttik Chandra Karmakar and my said Son wrongly name Koushik Karmakar and my wrongly address Natidanga, Thanarpara, Karimpara-II, Nadia. recorded in my said Son birth certificate vide Reg. No- B-2019-19-90174-010739, date of Reg 22/10/2019.That my name "Suchitra Mondal" and "Suchitra Karmakar" and my husband name Kartick Pal and Karttik Chandra Karmakar and my Son name Koushik Pal and Koushik Karmakar is the same and identically one person declared by The Court of judicial 1st Class Magistrate At Berhampore, dated on 16/06/2026

CHANGE OF NAME

I, RIMPA GHORUI, W/o SUMANTA GHORUI, residing at Eklokey Dakshinpara, Garalgacha, Chanditala, Hooghly, W.B. 712708.That I am known and called in everywhere and places as RIMPA GHORUI it is recorded in my Aadhaar being No-9675 3164 4403. my name has been recorded in my son's Birth Certificate being Regd. No- B-2019:19-03072-000376 as RIMPA SAMARTA (GHORUI) instead of RIMPA GHORUI. I make an Affidavit at Sealdah Court,1st.class Judicial Magistrate on 12/11/2026 RIMPA GHORUI and RIMPA SAMANTA (GHORUI) is same and One Identical person. Hence forth I shall be known in everywhere and all purpose RIMPA GHORUI.

নাম পরিবর্তন

আমি, JAHANARA KHATUN SEKH স্বামী MURSHED SEKH সাং Hantra Dangapara পো- Choto Andulia, থানা Chapra, জেলা Nadia 741124, আমি ঘোষণা করিতেছি যে, আমার নাম JANEHAR BIBI (জানেহার বিবি), স্বামী MURSID SEKH (মুরশীদ সেখ) থেকে JAHANARA KHATUN SEKH স্বামী MURSHED SEKH (মুরশেদ সেখ) করেছি vide Affidavit Before Ld. Judicial Magistrate, Krishnagar Nadia, dated 23rd Nov 2026. এবং আমি সমস্ত উদ্দেশ্যে JAHANARA KHATUN SEKH হিসেবে পরিচিত থাকব। এবং আমি আরও ঘোষণা করিতেছি যে JAHANARA KHATUN SEKH এবং JANEHAR BIBI (জানেহার বিবি) এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME

I, CHAMELI DEVI W/o-Late Sri Kishan residing at Radha Ballav Road, Quarter No. 90/B, P.O. & P.S. Naihati, Dist: North 24 Parganas, Pin-743165 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from CHAMELI MALLICK to CHAMELI DEVI and henceforth I shall be known as CHAMELI DEVI, in all purpose vide an affidavit no. 1646 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Barasat, North 24 Parganas dated 11/12/2024. CHAMELI MALLICK and CHAMELI DEVI both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, RANJEET SHAW S/o-Jimdar Shaw residing at B 81 H/1, Dr. Suresh Ch. Banerjee Road, P.O. and P.S.-Beleghata, Kolkata-700010 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from RANJEET SHAW to RANJIT SHAW and henceforth I shall be known as RANJIT SHAW, in all purpose vide an affidavit no. 22892 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Sealdah dated 26/11/2026. RANJEET SHAW and RANJIT SHAW both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Jiten Pal (Old Name) S/O–Ashuranjan Pal residing at Pakuahat , Jaitan , Bamongola , Dist-Malda , West Bengal 732138 do hereby declared that I have changed my name from Jiten Pal to Jitendra Nath Pal and henceforth I shall be known as Jitendra Nath Pal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 26/11/2026 . My name Jitendra Nath Pal & Jiten Pal both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sariat Molla (Old Name) S/O–Kabatulla Mollah residing at Vill-Nischintapur , PO-Durgapur, PS-Berhampore, Dist-Murshidabad, West Bengal 742187 do hereby declared that I have changed my name from Sariat Molla to Sariyat Molla and henceforth I shall be known as Sariyat Molla (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 26/11/2026 . My name Sariyat Molla & Sariat Molla both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Jyotsna Khatun Bibi (Old Name) W/O–Mokter Hossain Mondal residing at Panditpur Uttarpara, Natidanga , PS-Thanarpara , Dist-Nadia , West Bengal 741152 do hereby declared that I have changed my name from Jyotsna Khatun Bibi to Jyotsna Khatun and henceforth I shall be known as Jyotsna Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 26/11/2026 . My name Jyotsna Khatun & Jyotsna Khatun Bibi both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Jakir Hossain Mondal (Old Name) S/O–Abdul Chattar Mondal residing at Panditpur Uttarpara, Natidanga , PS-Thanarpara , Dist-Nadia , West Bengal 741152 do hereby declared that I have changed my name from Md Jakir Hossain Mondal to Jakir Hossain Mondal and henceforth I shall be known as Jakir Hossain Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 26/11/2026 . My name Jakir Hossain Mondal & Md Jakir Hossain Mondal both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Nizamuddin Sk (Old Name) S/O–Sabdar Ali Biswas residing at Srimantapur , Lalgola , Dist-Murshidabad , West Bengal 742148 do hereby declared that I have changed my name from Md Nizamuddin Sk to Md Nizamuddin and henceforth I shall be known as Md Nizamuddin (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 26/11/2026 . My name Md Nizamuddin & Md Nizamuddin Sk both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mariyannechha Bibi (Old Name) W/O–Laichhaddin Sk residing at Sahebdanga , Kadkhali, Rejinagar, Dist-Murshidabad, West Bengal 742163 do hereby declared that I have changed my name from Mariyannechha Bibi to Chandi Bibi and henceforth I shall be known as Chandi Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 26/11/2026 . My name Chandi Bibi & Mariyannechha Bibi both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, SK BODIUZZAMAN, s/o Late Doulat SK, residing at Vill. Mobarakpur, P. O. Panchgram, P. S. Nabagram, Dist. Murshidabad, West Bengal do hereby solemnly affirm that my actual name is SK BODIUZZAMAN recorded in my EPIC card no. HQS1738921 and in my B. Ed examination mark sheet of University of Calcutta. In my Aadhaar Card no 5827 6981 9654 my name has been wrongly recorded as BADIJAMAN SK. That my actual date of birth is 1.03.1951 recorded in my EPIC card no HQS1738921. That in my Aadhaar Card no 5827 6981 9654 my date of birth has been wrongly recorded as 7.11.1955. That SK BODIUZZAMAN and BADIJAMAN SK are same and one identical person. That I am swearing this Affidavit before 1st Class judicial magistrate of Rampurhat Court.

**CHANGE OF



২৬.১১.২০২৬ তারিখে গার্ডেন রিচ-এ অবস্থিত দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের সদর দপ্তরে 'সংবিধান দিবস' পালনকালে, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপক অনিল কুমার জৈন ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠ করছেন।

দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর ফের চালু বালুরঘাট-কুমারগঞ্জ সরকারি বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, বালুরঘাট, ২৬ নভেম্বর ঃ দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর ফের চালু হল বালুরঘাট-কুমারগঞ্জ রুটে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের এনবিএসটিসি সরকারি বাস পরিষেবা। বৃহস্পতিবার দুপুরে বালুরঘাট স্টেট বাসস্ট্যান্ড থেকে এই পরিষেবার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাটের বিধায়ক বিদ্যুৎ কুমার রায়-সহ পরিবহণ নিগমের আধিকারিকেরা। সাংসদ জানান, কুমারগঞ্জের বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনেই এই পরিষেবা পুনরায় চালু করা হয়েছে। এলাকার মানুষের যাতায়াতের সুবিধার কথা বিবেচনা করেই এই উদ্যোগ। রাজনৈতিক পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে সাধারণ মানুষের স্বার্থকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। পরিবহণ নিগম সূত্রে জানা গেছে সপ্তাহের সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত বাসটি চলবে। বালুরঘাট থেকে সকাল ৯টা ৫০ মিনিট ও বিকেল ৩টে ৪৫ মিনিটে বাস ছাড়বে। অন্যদিকে কুমারগঞ্জ থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা ও বিকেল সাড়ে ৫টায় বাস ছাড়বে। এই পরিষেবা চালু হওয়ায় বালুরঘাট পতিরাম মোহনা গোপালগঞ্জ ও কুমারগঞ্জের নিত্যযাত্রীদের যাতায়াতে সুবিধা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।



হেলমেট পড়ে পথ সুরক্ষার বার্তা দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী গৌরীশঙ্কর ঘোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২৬ নভেম্বর ঃ মাথায় হেলমেট পড়ে বাইক না চালানোর জন্য পথ দুর্ঘটনায় ভারতবর্ষে প্রত্যেক বছর প্রায় ৫০ হাজার ব্যক্তির মৃত্যু হয়। রাজ্য সরকার এবং পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে বারে বারে বাইক আরোহীদের নিজেদের এবং পরিবারের সুরক্ষার জন্য মোটরসাইকেল চালানোর সময় হেলমেট পড়ার আবেদন রাখা হলেও অনেকেই নিজের জীবনকে ঝুঁকিতে রেখে হেলমেট ছাড়াই মোটরসাইকেল চালান। এবার রাতের অন্ধকারে মোটরসাইকেল নিয়ে ছোট্ট দূরত্ব যাওয়ার সময় হেলমেট পড়ে বাইক চালিয়ে সাধারণ নাগরিকদেরকে পথ সুরক্ষার বার্তা দিলেন রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ বিভাগ এবং জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের মন্ত্রী গৌরীশঙ্কর ঘোষ। কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী ২০২৪ সালে হেলমেট না পড়ে মোটরসাইকেল চালানোর ফলে পথদুর্ঘটনায় ৫৪,১২২ জন ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছিল, ২০২৩ সালে এই সংখ্যা ছিল ৫৪ ,৫৬৮। চিকিৎসক এবং সড়ক পরিবহনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা বলেন, গুরুতর পথ দুর্ঘটনার সময় মাথায় হেলমেট পরা থাকলে আরোহী বা বাইক চালকের গুরুতর আঘাত লাগার সম্ভাবনা অনেকটাই কম হতে পারে। দুর্ঘটনার কারণে শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাত লাগলেও মাথায় আঘাত না লাগার কারণে মৃত্যুর সম্ভাবনা অনেকটাই কমে যায়।

অবৈধভাবে গরুর চামড়া মজুত, গ্রেফতার ৬

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৬ নভেম্বর ঃ শিলিগুড়ির দার্জিলিং মোড় এলাকায় মৃত গরুর চামড়া এবং অবশিষ্টাংশ অবৈধভাবে মজুত রাখার অভিযোগে অভিযান চালাতে গিয়ে পুলিশের ওপর হামলার ঘটনা সামনে এসেছে। বুধবার গভীর রাতে ঘটে যাওয়া এই সংঘর্ষে প্রধাননগর থানার সাব-ইন্সপেক্টর (এসআই) গৌতম মল্লিক সহ মোট চারজন পুলিশকর্মী আহত হয়েছেন এবং পুলিশের গাড়িতেও ভাঙচুর চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় সিসিটিভি ফুটেজের ভিত্তিতে পুলিশ ৬ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। সকলের বিরুদ্ধেই পুলিশের ওপর হামলা এবং সরকারি গাড়িতে ভাঙচুর চালানোর ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার তাদের পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার আবেদন সহ শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়েছে। তথ্য অনুযায়ী, বজরং দলের পক্ষ থেকে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল যে দার্জিলিং মোড় সংলগ্ন একটি গুদামে দীর্ঘদিন ধরে মৃত গরুর চামড়া এবং গবাদি পশুর অন্যান্য অবশিষ্টাংশ অবৈধভাবে মজুত করা হচ্ছে। এই অভিযোগের ভিত্তিতেই বুধবার রাতে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রধাননগর থানার একটি দল বজরং দলের কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। অভিযোগ, সেখানে গুদামের দেখাশোনা করা ব্যক্তি এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের একটি অংশের সঙ্গে পুলিশের তর্কাতর্কি শুরু হয়, যা হাতাহাতিতে পরিণত হয়।

Office of The Prodhan
DURGAPUR ABHAYNAGAR II GRAM PANCHAYAT
Vill - BELANAGAR P.O.-ABHOYNAGAR, P.S. - Nischinda, Dist.- Howrah

NOTICE INVITING QUOTATION - 4

Sealed Quotations are invited by The Prodhan DURGAPUR ABHOYNAGAR II Gram Panchayat, from the experienced and bonafide suppliers for 1(One) work. Last Date of Submission of Tender **03.12.2026 up to 2:30 p.m.** Date Of Opening: **03.12.2026 at 3:00 p.m**. For details visit office of the undersigned.

Sd/- Prodhan
DURGAPUR ABHOYNAGAR II Gram Panchayat

Billagram Gram Panchayat
Belari, Purba Bardhaman
Ausgram-I Panchayat Samity

Notice Inviting e-Tender/NIT No. (1) 419/1/BGP, 4 Nos. Schemes (2) 420/1/BGP, 1 No. Scheme (3) 421/1/BGP, 1 No Scheme, Dt: 26/11/2026

Invites e-tender for total 6 (Six) Nos. Schemes, Fund: 6th SFC. Date of Opening of Financial proposal (online): **07/12/2026 at 12.00 PM.** For details visit **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Billagram Gram Panchayat

Billagram Gram Panchayat
Belari, Purba Bardhaman
Ausgram-I Panchayat Samity

Notice Inviting e-Tender/NIT No. (1) 418/1/BGP, (2) 422/1/BGP Dt: 26/11/2026

Invites e-tender for total 2 (Two) Nos. Schemes, Fund: 16th CFC. Date of Opening of Financial proposal (online): **07/12/2026 at 12.00 PM.** For details visit **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Billagram Gram Panchayat

NIQ, Govt. of West Bengal

Quotation is here by invited by the Executive Engineer, Bidhannagar IT Division, PWD, Room No 115, 1st Floor DF Block Purta Bhavan Sector-I, Saltlake, Kolkata-700091 from eligible contractor for the following work: Name of Work:
1." Temporary IT Infrastructural Work of CCTV Surveillance System at Circuit House, Purulia in connection with the ensuing Administrative Meeting of the Government of West Bengal on and from 29.11.2026 onwards."
2." Temporary IT Infrastructural Work of AV System, Display & Allied IT Infrastructure at Circuit House, Purulia in connection with the ensuing Administrative Meeting of the Government of West Bengal on and from 29.11.2026 onwards."
3." Temporary IT Infrastructural Work of Sound System at Circuit House, Purulia in connection with the ensuing Administrative Meeting of the Government of West Bengal on and from 29.11.2026 onwards."
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION No:WBPWD/EE/BIT/NIQ-149, 150 & 151 of 2026-27 Last date of submission of Quotation: **28.11.2026 up to 10:00 AM.** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on the website. **(https://www.pwdwb.in)**

Sd/-
EE,
Bidhannagar IT Division, PWD

শালপাতা শ্রমিকদের সুরক্ষায় বিশেষ কর্মপরিকল্পনার প্রস্তাব

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ২৬ নভেম্বর ঃ শালপাতার থালা তৈরির বিকল্প হিসেবে থার্মোকল ও স্টাইরোফোমের ব্যবহার বাড়ছে। তাতে সঙ্কটে পড়ছেন শালপাতা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকেরা। তাঁদের জীবিকা রক্ষায় ওই দুই সামগ্রীর উৎপাদন ও ব্যবহারে কঠোর বিধিনিষেধ কার্যকর করার দাবি উঠল পশ্চিমবঙ্গ অসংগঠিত শ্রমিক সামাজিক সুরক্ষা পর্ষদের বৈঠকে। পাশাপাশি, রাজ্যের প্রায় ৩২ লক্ষ শালপাতা শ্রমিককে সামাজিক সুরক্ষার আওতায় আনতে বিশেষ কর্মপরিকল্পনা তৈরির প্রস্তাবও পেশ হয়েছে। বুধবার কলকাতায় পর্ষদের বৈঠকে ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের (বিএমএস) প্রতিনিধি সতীশ সিং ওই প্রস্তাবপত্র জমা দেন। তাঁর দাবি, পর্ষদ তাঁর পেশ করা নোটটি গ্রহণ করেছে। পর্ষদের চেয়ারম্যান তথা শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের সভাপতিত্বে নিউ সেক্রেটারিয়েট ভবনে বৈঠক হয়। সতীশ সিং বিএমএসের পশ্চিমবঙ্গের সহ-সভাপতি ও ঝাড়গ্রাম জেলা সম্পাদক। তিনি সর্বভারতীয় শালপাতা শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনেরও সাধারণ সম্পাদক। সতীশের পেশ করা প্রস্তাবপত্রে ফেডারেশনের অনুমান উল্লেখ করে বলা হয়েছে, সারা দেশে শালপাতা শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ২৫ লক্ষ। পশ্চিমবঙ্গের পাঁচটি জেলায় রয়েছেন প্রায় ৩২ লক্ষ। বাঁকুড়ায় ১১ লক্ষ, পশ্চিম মেদিনীপুরে ৯ লক্ষ, পুরুলিয়ায় ৭ লক্ষ, ঝাড়গ্রামে সাড়ে ৩ লক্ষ এবং বর্ধমানে দেড় লক্ষ শ্রমিক এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। জঙ্গল থেকে পাতা সংগ্রহ করে বিক্রি, বাড়িতে বসে সুতো দিয়ে পাতা সেলাই এবং যন্ত্রের সাহায্যে থালা তৈরির কাজে যুক্ত শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা যোজনার আওতায় আনার দাবি জানানো হয়েছে। প্রস্তাবে বলা হয়েছে, শালপাতা শ্রমিকদের একশো শতাংশ নথিভুক্তির জন্য বিশেষ অভিযান চালাতে হবে। পাশাপাশি, শালপাতা সংগ্রহকে সামাজিক সুরক্ষা যোজনার আওতাভুক্ত পেশা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিও জানানো হয়েছে। শুধু শালপাতা নয়, সাবাই ঘাস ও বাঁশের ঝুড়ি তৈরির কাজে যুক্ত ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুরের প্রায় তিন লক্ষ শ্রমিককেও অসংগঠিত শ্রমিক হিসেবে নথিভুক্ত করে সামাজিক সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মতো সরকারি প্রকল্পের সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাব রয়েছে। শ্রমিকদের দাবি



দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সর্বাধিক ৩০ দিনের সময়সীমা নির্ধারণ, প্রতিটি জেলায় মাসিক পর্যালোচনা বৈঠক এবং নথিভুক্তি, সংগৃহীত সেস বা তহবিল ও খরচের জেলাভিত্তিক হিসাব প্রকাশের সুপারিশও করা হয়েছে। এছাড়া, সামাজিক সুরক্ষা যোজনায় পারিবারিক আয়ের ঊর্ধ্বসীমা মাসে ৬৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৫ থেকে ২১ হাজার টাকা করার প্রস্তাব রয়েছে। ই-শ্রম পোর্টালের সঙ্গে রাজ্যের তথ্যভান্ডারের সমন্বয় এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের অন্য রাজ্যেও সামাজিক সুরক্ষার সুবিধা পাওয়ার বিষয়টিও আলোচনার জন্য তোলা হয়েছে। সতীশের বক্তব্য, শালপাতা ও সাবাই ঘাসের মতো বনজ সম্পদনির্ভর শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার পাশাপাশি তাঁদের জীবিকার সঙ্কট দূর করাও জরুরি। সেই লক্ষ্যেই পর্ষদের বৈঠকে দাবিগুলি তুলে ধরা হয়েছে। প্রস্তাবপত্রটি গ্রহণ করা হয়েছে বলে তাঁর দাবি। তাঁদের আশা, এবার দীর্ঘদিনের দাবিগুলি বাস্তবায়নের দিকে এগোবে সরকার।

আন্দুলের রাসমেলায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু কিশোরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ২৬ নভেম্বর ঃ এক ঘণ্টার কাজের কথা বলে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল মেলায়। কিন্তু সেই যাওয়াই যে ১৫ বছরের কিশোরের জীবনের শেষ যাত্রা হবে, তা ভাবতেও পারেননি পরিবারের সদস্যরা। হাওড়ার আন্দুল রাসবাড়ি এলাকার রাসমেলায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে নবম শ্রেণির ছাত্র সুরজ কুমার সাউয়ের। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোকের ছায়া নেমে এসেছে তার পরিবারে। পাশাপাশি মেলায় বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা এবং নাবালককে কাজের জন্য নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ ঘিরেও উঠছে প্রশ্ন। মৃত কিশোর শ্রীরামপুরের বাসিন্দা। পরিবারের অভিযোগ, বুধবার দুপুরে বাড়িতে বসে খাবার খাওয়ার সময় দোলনাওয়ালার মালিকের ছেলে তাকে কাজের জন্য ডেকে নিয়ে যায়। এক ঘণ্টার মধ্যে কাজ শেষ করে ফিরে আসবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। সেই কথায় ভরসা করেই মেলায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সুরজ। অভিযোগ, মেলায় নাগরদোলা ও শিশুদের জাম্পিং রাইড পরিচালনাকারী একটি সংস্থার কাজে তাকে যুক্ত করা হয়েছিল। বিকেল সাড়ে চারটে থেকে পৌনে পাঁচটার মধ্যে রাইডের পাশে থাকা লোহার ব্যারিকেডে হাত দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় সে। পরিবারের দাবি, ব্যারিকেডের সঙ্গে বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শ থাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতি গুরুতর হয়ে ওঠে। সন্ধ্যায় ফোন মারফত ছেলের আহত হওয়ার খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা হাওড়া জেলা হাসপাতালে ছুটে যান। কিন্তু সেখানে পৌঁছেই তাঁদের সামনে আসে আরও মর্মান্তিক খবর। চিকিৎসকরা জানান, সুরজ আর বেঁচে নেই। এক মুহূর্তে পরিবারের সমস্ত আশা ভেঙে পড়ে। ঘটনার পর রাইডের সঙ্গে যুক্ত বৈদ্যুতিক তার ও হ্যালোজেন সরিয়ে ফেলা হয়েছে বলেও অভিযোগ পরিবারের। তাঁদের প্রশ্ন, দুর্ঘটনার পর প্রমাণ সরানোর চেষ্টা করা হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা দরকার। বৃহস্পতিবার সকালে এই ঘটনায় ডোমজুড় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন মৃতের পরিবারের সদস্যরা। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কীভাবে রাইডের ব্যারিকেডে বিদ্যুতের সংযোগ এল, মেলায় নিরাপত্তার ব্যবস্থা কতটা ছিল এবং নাবালককে কীভাবে কাজের জন্য সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেই সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখার দাবি উঠেছে। পরিবারের একটাই দাবি, ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হোক, যাতে ভবিষ্যতে কোনও নাবালককে কাজের জন্য ডেকে নিয়ে গিয়ে এভাবে প্রাণ হারাতে না হয়।



উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে মুখ্য কার্যালয় ও ডিভিশনগুলিতে সংবিধান দিবস পালন।

ULUBERIA MUNICIPALITY

TENDER NOTICE
Notice Inviting e-Tender No.-
WBMAD/UM/152/e-Tender/2026-27(3rd Call), Dated: 26.11.2026
WBMAD/UM/82/e-Tender/2026-27(3rd Call), Dated: 26.11.2026

(Construction of GYM Building and Installation of Equipments for Multigym at Dag no 855, Mouza-Uluberia, Ward no 22 of Uluberia Municipality Swimming Pool Under Scheme no 61, Scheme Code 12.5, MPLADS of 26 Uluberia P.C. & Construction of Class Room of Uluberia GSFP Vidyalaya in ward no 22 & Construction of Vocational Training Class Room of Asha Bhawan centre & Construction of Protection Wall with Cement Concrete Road at Khaskhamar Sadharan Gorasthan in ward no 01 & Development Support for Jagadishpur no-1 Primary School in ward no 24 Uluberia under MPLADS.). **Details are available in the www.wbtender.gov.in.**

Sd/-
Executive Officer
Uluberia Municipality

ULUBERIA MUNICIPALITY

TENDER NOTICE
Notice Inviting e-Tender No.-
WBMAD/UM/220/e-Tender/2026-27, Dated: 26.11.2026

(Operation and Regulation of different Dia Valve & installed at different located ESR by supplying plumbing helper for loading ESR & unloading through distribution line & bypass line with water in different ward for 2 years under Uluberia Municipality w.e.f. issue of work order). **Details are available in the www.wbtender.gov.in.**

Sd/-
Executive Officer
Uluberia Municipality

North Dum Dum Municipality

163, MB road, Birati, Kolkata-700051
PHONE: (033) 2514-2101/2514-2494, FAX-(033) 2514-2990
Website: http://www.northdumdummunicipality.org
E-mail ID: nddmboc@bsnl.in

EOI notice no: NDDM/PH & Conservancy/EOI/5281 Date: 26/11/26

EXPRESSION OF INTEREST NOTICE

Executive officer, North Dum Dum Municipality invites an EXPRESSION OF INTEREST NOTICE for selection of suitable rate for Conservancy articles as per specifications from ONLY eligible & resourceful manufacturing companies or organizations or firms or agencies. Intending eligible bidders are requested to submit their own letterhead in writing/ typing suitable rate from **27/11/2026 to 16/12/2026** against EOI notice in a sealed envelope. It is not obligatory to accept any of the proposals about matters of EOI notice by manufacturing companies or organizations or firms or agencies. After the end of the selection of EOI, the evaluation rate will be determined at the e-tender.

Sl no.	Items	Requirement Rate for
1.	Hydraulic segregated tyre mounted trailer	1 (one) nos

Sd/-
Executive Officer
North Dum Dum Municipality

MANAPPURAM FINANCE LTD.
CIN: L65910KL1992PLC006623,
Registered Office: W - 4/ 638A, Manappuram House, P.o. Valapad, Thrissur - 680 567, Kerala, India

নীলামের বিজ্ঞপ্তি

বন্ধকীকারকগণ -তা' সে সুনির্দিষ্ট হোন বা জনসাধারণ - এতদ্বারা সামগ্রিকভাবে অবগত হচ্ছেন যে নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টসমূহে বন্ধক-রাখা সোনার অলঙ্কারের জনসমক্ষে নীলাম-হাঁকার প্রস্তাবনা আয়োজিত হতে চলেছে নিম্নলিখিত শাখাগুলিতে 16.12.2026 তারিখে, সকাল 10-টা থেকে। ঋণগ্রহীতাগণ ঋণশোধে অক্ষম গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নীলাম করছি যাঁরা রেজিস্টার্ড চিঠি দ্বারা অবগত হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের ঋণ-পরিমাণের প্রেক্ষিতে অর্থপ্রদান করতে ব্যর্থ হয়েছেন। নীলামে না-ওঠা দ্রব্যসামগ্রীর নীলাম অন্য যেকোনো দিনে কোনো আগাম বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই সঙ্ঘটিত হবে। স্থান বা তারিখে কোনো পরিবর্তন ঘটলে (যদি থাকে) তা' নীলামস্থলে এবং ওয়েবসাইটে কোনোরূপ পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই প্রদর্শিত হবে।

বন্ধকী সামগ্রীর তালিকা :-

বাঁকুড়া, বাঁকুড়া, 0138510710006107, 0138510810005971, 6179, 6262, 6295, 0138510820000295, 0298, বিষ্ণুপুর, 0138640710005480, 5547, 5596, 5651, 5703, 5707, 5708, 5716, 5732, 5753, 5771, 5777, 0138640810005119, 5137, 5388, 5456, 0138640820000522, সোনামুখি, 0138140810006448, বর্দ্ধমান, আসানসোল, 0109330710027636, 7659, 7679, 7680, 0109330810027368, 7394, বার্নপুর রোড, আসানসোল, 0116850710039536, 0116850810039276, 9283, 9313, 9360, 9753, 9890, 0116850820000326, 0327, 0343, দুর্গাপুর, 0109140710043202, 3228, 3382, 3383, 3467, 0109140810042739, হাটতলা রোড, দুর্গাপুর, 0117370810032014, জামুরিয়া বাজার, বর্ধমান, 0132610710034836, কালনা, পশ্চিমবঙ্গ, 0115270820000407, কাটোয়া-সার্কাস ময়দান, 0117220710044516, 0117220810044295, 4578, 4632, 4667, 0117220820000193, 0194, মেমারি, 0135450810018699, 0135450820000376, 0395, 0416, রানীগঞ্জ, বর্ধমান, 0117650710038857, 9540, 0117650810038680, 9191, 9218, 0117650820000211, 0212, বীরভূম, বোলপুর পশ্চিমবঙ্গ, 0135340710029512, 0135340810029295, 9639, 9667, রামপুরহাট পশ্চিমবঙ্গ, 0135370810034702, 5289, 5316, 5338, 5384, 5428, 5471, সিউড়ি, 0135420700025932, 0135420710025941, 0135420810026057, 0135420820000529, দার্জিলিং, বর্ধমান রোড শিলিগুড়ি, 0135680710010115, 0171, 0135680810009931, 9956, 0135680820000238, 0246, দার্জিলিং, 0139390710005945, 0139390720000178, 0186, 0139390810005831, 5976, কালিমপং, 0139260710004389, 4398, 4464, 0139260720000077, 0139260820000071, এসএফ শিলিগুড়ি, 0139200700009268, 0139200710008786, 9193, 9244, 9284, 0139200720000280, 0139200810008874, 8969, 9210, 9292, 9307, 0139200820000267, পূর্ব মিদনাপুর, মেদিনীপুর, 0135670810017199, 7473, হুগলী, আরামবাগ, 0113280810063103, ব্যান্ডেল, 0111540710035407, 0111540810035633, চন্দন নগর, 0112670710059610, 0112670810058794, 9284, 9296, 9316, 9341, 9342, 9383, 9423, 9425, 9426, 9428, 9429, 0112670820000331, চুঁচুড়া টাউন, 0113350710064913, 4921, ডানকুনি, 0110710700036990, 0110710810036394, 6667, 6706, কালীপুর বাজার, ডানকুনি, 0133850710046484, 6641, 6946, 0133850810045873, 6407, 6430, কোন্নগর, 0111250710065263, 0111250810064601, 5112, 5164, নবগ্রাম, 0112190710060292, 0828, 0975, 1001, 1060, 1122, 1143, 0112190720000472, 0477, 0112190810060579, 0602, 0623, 0667, শ্রীরামপুর, 0111360710047114, 0111360810047082, 7088, 7103, 7127, 7135, 7137, 7165, উত্তরপারা, হুগলি, 0119750710043796, 0119750810042960, হাওড়া, আন্দুল হাওড়া, 0116380710038582, 0116380810038850, 8862, 8868, 0116380820000111, 0113, বালি বাজার, হাওড়া, 0128520710030817, 0128520810030361, 0514, 0766, ডোমজুর, হাওড়া, 0119190710036954, 0119190810037212, 7533, নেতাজি সুভাষ রোড, 0115320710042521, 0115320810042557, 2564, 2587, নোনা, উলুবেড়িয়া, 0118230810074635, 5448, 5459, 5577, 5638, পঞ্চাননতলা, 0114410810047837, 7861, 0114410820000101, রামরাজাতলা, রেলওয়ে স্টেশন রোড, 0116450810030715, 0992, 1046, সালকিয়া, হাওড়া, 0106420810052148, 2497, 2571, 0106420820000129, সালকিয়া উত্তর পশ্চিমবঙ্গ, 0131790710026831, 0131790810026850, 6879, 7157, শিবপুর, হাওড়া, 0121680810037334, জলপাইগুড়ি, ধূপগুড়ি, 0135930700065486, 0135930710063805, 4098, 4729, 5158, 5214, 5403, 5640, 0135930810064611, 4629, 4885, 4886, 5643, জলপাইগুড়ি শাখা, পশ্চিমবঙ্গ, 0135890710033060, 3081, 0135890810032898, 2913, 2999, 0135890820000087, 0089, 0122, 0125, কলকাতা, বি.টি. রোড, রথতলা, 0121990810027401, 7732, ব্যারাকপুর, 0106460710041235, 0106460720000121, 0131, 0106460810040855, 1004, 1134, 1352, বেহালা শখের বাজার, 0110530810062141, 2874, 2912, 2936, 3058, বেলঘরিয়া, 0113270710036165, 6190, 0113270810035489, 5866, 5882, 5935, 0113270820000067, 0068, বিধান সরণী, 0112910710053265, 3328, 0112910810053191, বিরাটি, পশ্চিমবঙ্গ, 0124030710045629, 5822, 0124030810045138, 5557, 5767, 5770, 5792, বর্ধমান, 0111090710033051, 0111090710033262, 0111090810033054, 3323, 3394, 3420, 3437, 3449, দমদম, 0105920810034174, ডানলপ ব্রিজ, 0105070700756536, 0105070710756773, 7431, 7436, 7567, 7592, 7593, 0105070810756546, 6619, 6635, 7044, গড়িয়া, 0112090810047014, গড়িয়া মোড়, 0104820710064504, 0104820810063800, 3846, 3894, 3941, গোরা বাজার, পশ্চিমবঙ্গ, 0122390710000558, 0122390810036606, 6620, হাজরা, 0113940810060618, হাওড়া ময়দান, 0104830710731797, 0104830810731644, 1929, 1960, 2015, যাদবপুর, 0114890710065821, 5895, 0114890810065502, 5528, 5531, 5533, 5559, 5588, 5611, 5642, 0114890820000206, যশোর রোড, নাগের বাজার, 0104030710766106, 0104030810766452, 6460, 6480, 6499, কেষ্টপুর, 0121710710065653, 0121710810066042, 6129, 6173, নাগের বাজার, 0127140810030167, 0187, 0204, 0221, 0266, 0268, নিউ গড়িয়া, 0136100710021674, 1829, 0136100810021448, 1877, 0136100820000239, রামলাল বাজার, 0108750710055181, 0108750810054955, 5082, 5567, 5632, 5650, 5711, 5745, 0108750820000519, শকুন্তলা পার্ক, পশ্চিমবঙ্গ, 0121300720000188, 0121300810050281, 0331, 0816, 0842, 0121300820000185, শ্যামবাজার কলকাতা, 0135870710019578, 9642, 0135870810019465, 9493, 9500, 9501, 9843, সোদপুর, 0105210810750839, মালদা, ইংলিশ বাজার, 0135440710034158, 0135440810033685, কালিয়াচক ইংলিশ বাজার, 0139430810026119, 6128, 6147, 6250, পুরানো মালদা, 0138950810011737, 2094, 0138950820000100, নদীয়া, চাকদা, 0114000810057451, কল্যাণি, 0111970710047621, 8286, 8311, 8402, 8407, 0111970720000178, 0179, 0111970810047349, 7753, 7899, 7949, 7970, 7999, 8416, নবদ্বীপ, 0135900810015737, 5763, রানাঘাট, 0112810710058438, 8454, 0112810810058546, 8583, 8621, শান্তিপুর, পশ্চিমবঙ্গ, 0118520710064966, 5265, 0118520810064577, 4598, 0118520820000505, উত্তর 24 পরগণা, বাগুইহাটি রোড, 0113100710053203, 0113100810052799, 3219, 0113100820000078, বনগাঁও, পশ্চিমবঙ্গ, 0119020710020032, 0240, 0119020720000126, 0119020810019754, 0119020810020044, 0262, বারাসাত, 0105780710068867, 0105780810069087, 9107, 9243, 0105780820000092, বসিরহাট, 0115890710051627, 1650, 0115890810050740, 0115890820000075, কলনি মোড়, 0113450710044920, 5891, 5993, 0113450810045217, 5465, 5492, 5494, 0113450820000138, হাবরা, 0112890710044736, কাঁচরাপারা, 0113490820000162, কাঁকিনাড়া, 0111160810039321, 9494, লেক টাউন, 0110080810030441, 0462, 0465, 0764, 0790, মধ্যমগ্রাম, 0111790810049291, 9812, 9817, 9847, 0111790820000214, নৈহাটি, 0114860710057925, 0114860810057686, রাজারহাট, 0111670710038487, 8679, 0111670810037980, 8003, 8075, 8571, 8611, শ্যামনগর, পশ্চিমবঙ্গ, 0110920710050085, 0110920810050284, অ পূর্ব মেদিনীপুর ≈ পূর্ব মিদনাপুর,অ কনটাই, 0138850710012681, কনটাই পূর্ব মেদিনীপুর, 0135480710039131, 9396, 9516, 9591, 9774, 0135480810038854, 9211, 9223, 9285, 9361, 9400, হলদিয়া, 0139240810006741, 6748, 6754, হসপিটাল মোড় তমলুক, 0139030810006812, 6850, 7114, পাঁশকুড়া, 0139230810006373, 6576, 6593, 0139230820000087, 0094, দক্ষিণ 24 পরগণা, বারুইপুর, 0112480810062741, 3571, 3633, বাটা নগর, কলকাতা, 0123280810074141, 4218, বহরমপুর, 0116160710041145, 1152, 0116160810040929, 1350, বজবজ, 0113130710037532, 7924, 7941, 7942, 7945, 8173, 8190, 8234, 8249, 0113130720000141, 0143, 0113130810037628, 7647, 7698, 7803, 8131, 0113130820000109, রাজপুর, 0112410710050446, 0112410810049612, 9613, 9653, 9682, 9696, 9747, 9775, 9811, 0112410810050248, সোনারপুর, 0116550710054260, 4265, 0116550720000475, 0116550810053306, 3371, 3795, 3823, 3862, 3915, 3926, পশ্চিম মেদিনীপুর, মালঞ্চ রোড খড়গপুর, 0135280710026974, 0135280810026160, 6276, 6409, 6516, 6573, 6591, 0135280820000080, 0083,

কোনো ব্যক্তি যদি উপরে উল্লিখিত নিলামে অংশগ্রহণ করতে চান, তাহলে তাকে নিম্নলিখিতগুলি বিষয়গুলি মেনে চলতে হবে: নিলামের দিন দরদাতাদের এনইএফটি* আরটিজিএস-এর মাধ্যমে ইএমডি বাবদ 10,000/- টাকা জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে (বিড ব্যর্থ হলে টাকা ফেরত দেওয়া হবে)। দরদাতাদের অবশ্যই বৈধ পরিচয়পত্র/প্যান কার্ড সাথে রাখতে হবে। আরও বিস্তারিত জানতে হলে অনুগ্রহ করে 9072607147 নম্বরে যোগাযোগ করুন।

ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক
মণপ্পুরম ফাইন্যান্স লি.-এর পক্ষে-

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-I, KMC invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following works:

(1) NIT No. : LTG/63/WD-19/BR-II/Z-I/26-27

Name of the work: **Improvement of illumination by installing LED light fittings and allied electrical works at different Street in Ward No.-19 under BR-I.** Estimated amount: ₹ **4,32,252.87.** Earnest money: ₹ **9,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date of submission of bid: **05.12.2026 at 2 PM.** The bid forms and other details are available on and from: **27.11.2026 at 5 PM** from the website **https://wbtenders.gov.in**

(2) NIT No. : KMC/LTG/Z1/BR1/WD1/14/26-27

Name of the work: **Renovation work of decorative lighting system at Cossipore Road in Ward No.-01 under BR-I.** Estimated amount: ₹ **2,98,149.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.**

ক্রাইস্টচার্চে অভিষেক গুরনুরের?

দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম একাদশে বড়সড় বদলের ইঙ্গিত মর্কেলের

সংবাদ সংস্থা, ক্রাইস্টচার্চ, ২৬ নভেম্বরঃ ওয়েলিংটনে জয়ের সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে। ক্রাইস্টচার্চে দ্বিতীয় টেস্টে নামার আগে এবার ভারতের প্রথম একাদশে বড় বদলের ইঙ্গিত দিলেন বোলিং কোচ মর্নে মর্কেল। নিউজিল্যান্ডের মাটিতে বল দ্রুত নরম হয়ে যাওয়ায় বাড়তি গতি ও বাউন্সের খোঁজে টিম ম্যানেজমেন্ট। সেই অঙ্কেই টেস্ট অভিষেকের দরজায় কড়া নাড়ছেন তরুণ পেসার গুরনুর ব্রার। চলতি সফরের ওয়ানডে সিরিজে ভারতের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি। এখনও টেস্ট না খেলা গুরনুরকে নিয়ে ম্যাচের আগের দিন মর্কেলের মন্তব্য, ''ভারতীয় দলে যোগ দেওয়ার পর থেকেই ওর গতি ও বাউন্স নিয়ে প্রবল উৎসাহ। আমার মনে হয় এখানকার পরিবেশে ও দারুণ মানানসই হবে। দেখা যাক কী হয়।'' সুযোগের অপেক্ষায় থাকা বোলারকে নিয়ে কোচের সংযোজন, ''গুরনুর দরজায় কড়া নাড়ছে, ঠিক কাজগুলোই করছে। নির্বাচন খেলোয়াড়ের হাতে থাকে না। তবে সুযোগের কাছাকাছি থাকলে অনেক সময় মনোযোগ নড়ে যায়। কখন সুযোগ আসবে কেউ জানে না, তাই আমার কাজ ওকে শতভাগ প্রস্তুত রাখা।'' হ্যাগলি ওভালের পিচে এবারও ঘাসের পুরু আস্তরণ। মর্কেলের কথায়, ''যতটুকু দেখলাম, পিচটা ফের বেশ সবুজ, ঘাসও কিছুটা লম্বা। তবে গত ম্যাচেও সবাই গতি আর বাউন্স আশা করেছিল, বাস্তবে তা হয়নি। এগুলো আমাদের



নিয়ন্ত্রণে নেই। কাল প্রথম সেশনে ব্যাট-বলে পরিস্থিতির সঙ্গে সেরা উপায়ে মানিয়ে নিতে হবে।'' অন্যদিকে, গত বছর ইংল্যান্ড সফরে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে অভিষেক (১৮ ওভারে ১-৮৯) এবং ওয়েলিংটনে নতুন বলে উইকেট ও নাইটওয়াচম্যান হিসেবে দ্রুত ৩৮ রান করা অংশুল কম্বোজের ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছেন মর্কেল। তাঁর যুক্তি, ''শুধু ও নয়, ওই পিচে নিউজিল্যান্ডের বোলারদের গতিও কমে গিয়েছিল। অভিষেক টেস্ট দেখেই কাউকে বিচার করা যায় না। প্রথম টেস্টে অনেক আবেগ কাজ করে। দলের হয়ে কঠিন ওভার করা বোলারকে সমর্থন দেওয়া উচিত। ওকে অন্তত কয়েকটি ম্যাচের সুযোগ দেওয়া হোক, তারপর না হয় আলোচনা চলবে। এত দ্রুত মতামত গড়া ঠিক নয়।'' বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের আশা জিইয়ে রাখতে ক্রাইস্টচার্চে জয় জরুরি। তবে মরিয়া ভাব নয়, বরং বাইরের কোলাহল দূরে সরিয়ে পরিকল্পনায় স্থির থাকতে চান মর্কেল। তাঁর ব্যাখ্যা, ''মরিয়া ভাবটা আমি পছন্দ করি না। তাতে ছেলেরা বাড়তি চেষ্টা করতে গিয়ে লাইন-লেংথ হারায়। এই দলের সবাই ফাইনাল খেলতে চায়, নিজেদের উজাড় করে দেবে। তবে বাস্তবে কাজটা চ্যালেঞ্জিং। কোনও খারাপ সেশনের পর তাতে আটকে থাকলে চলবে না। সেশন ধরে ধরে সমাধান খুঁজে নিজেদের সেরা ব্র্যান্ডের ক্রিকেট খেলতে হবে।''

‘গম্ভীর কানে তুলো দিয়ে বসে!’

বৈভবকে নিয়ে তোপ শ্রীকান্তের, সিরাজ-বিতর্কে সুর চড়ালেন আজহার

নিজস্ব প্রতিবেদন

একদিকে বৈভব সূর্যবংশীর বিধ্বংসী ব্যাটিং, অন্যদিকে অভিজ্ঞ পেসার মহম্মদ সিরাজকে বসিয়ে রাখা-দল নির্বাচন নিয়ে জোড়া ইস্যুতে প্রাক্তনদের নিশানায় ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। এশিয়া কাপ রাইজিং স্টারসে বৈভবের ৫৩ বলে ২০৪ রানের তাণ্ডবের পর কোচ গৌতম গম্ভীরকে তীব্র আক্রমণ শানালেন প্রাক্তন নির্বাচক প্রধান কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত। অন্যদিকে, ওয়েলিংটন টেস্টে সিরাজকে বাদ দেওয়া নিয়ে ধর্মীয় বৈষম্যের রাজনৈতিক অভিযোগের আবহে হায়দরাবাদি পেসারের পাশেই দাঁড়ালেন প্রাক্তন অধিনায়ক মহম্মদ আজহারউদ্দিন। ভারতের হয়ে এখনও পর্যন্ত ১০টি টি-২০ খেললেও প্রথম একাদশে আসা-যাওয়ার মধ্যেই রয়েছেন বৈভব সূর্যবংশী। পূর্ণশক্তির দলে ওপেনিংয়ে অভিষেক শর্মা ও সঞ্জু স্যামসনকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছে টিম ম্যানেজমেন্ট। বিষয়টি মোটেই ভালভাবে নিচ্ছেন না তিরাশির বিশ্বকাপজয়ী ওপেনার শ্রীকান্ত। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে তাঁর কড়া বার্তা, ‘আমাদের কিছু কঠোর পদক্ষেপ করতে হবে। বৈভবকে সরাসরি বিহারের অধিনায়ক করা হয়েছে। দলীপ ট্রফিতে ও সহ-অধিনায়ক ছিল ঈশান কিষানের সঙ্গে



মিলে খেতাব জিতেছে। ওকে ওই স্তরে উন্নীত করা হয়েছে। অথচ গৌতম কানে তুলো দিয়ে বসে!’ ভারতীয় হেডকোচের ‘গ্রুমিং’ তত্ত্ব উড়িয়ে শ্রীকান্তের ক্ষোভ, ‘এটা ম্যানেজমেন্ট একরকম খেলা খেলছে-বলছে ওকে তৈরি করতে হবে, আর সুযোগ দিচ্ছে না। উল্টোদিকে ছেলেটা নিজের খেলা খেলে যাচ্ছে। আপনারা বলছেন আপনাদের হাতে কিছু নেই। গৌতম গম্ভীর, শুধু দেখুন ও কীভাবে মারছে। এভাবে কেউ মারতে পারে না।’ বৈভবের শটের বৈচিত্র্যে বিস্মিত শ্রীকান্তের সংযোজন, ‘এটা কী হচ্ছে? এভাবে কাউকে বল মারতে দেখেছেন? সব জায়গায়, সব রেঞ্জে ওর শট রয়েছে। এটা অন্য পর্যায়ের ব্যাটিং। বুক ক্রিকেটেও এমন হয় না। ও কোন প্রজন্মের ক্রিকেটার? এত শক্তি আর টাইমিংয়ের জ্ঞান কোথা থেকে পায়? দলে কাউকে এভাবে খেলতে দেখিনি। এমনকি এবি ডিভিলিয়ার্স বা ক্রিস গেইলও এভাবে খেলেনি।’ অন্যদিকে, ওয়েলিংটনে প্রথম ইনিংসে ৭২০/৯ ডিক্লেয়ার করেও নিউজিল্যান্ডকে (প্রথম ইনিংসে ৭০/৫ থেকে হেনরি নিকোলস ও গ্লেন ফিলিপসের ২১৬ রানের জুটিতে ৩৬৮, দ্বিতীয় ইনিংসে ড্যারিল মিচেলের ১৮৬ বলে ৪৯* ও ফিলিপসের ১২৬ বলে ২৬* রানের সৌজন্যে ১২০ ওভারে ২৩৯/৫) হারাতে পারেনি ভারত। বুমরাহ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ, আকাশ দীপ ও অংশুল কম্বোজ-চার পেসার খেলালেও বাদ পড়েন মহম্মদ সিরাজ। এর জেরে কংগ্রেস সাংসদ ইমরান মাসুদ অভিযোগ তোলেন, ‘সিরাজ’ নামের কারণেই ধর্মীয় বৈষম্যের শিকার হয়েছেন তিনি শনিবার মহম্মদ শামি ও সরফরাজ খানের নাম টেনেও মেধার ভিত্তিতে নির্বাচনের দাবি জানান মাসুদ। যদিও বিতর্ক এড়িয়ে এবার সিরাজের পাশে দাঁড়িয়েছেন আজহারউদ্দিন। সংবাদসংস্থা এএনআই-কে তিনি বলেন, ''খুবই দুর্ভাগ্যজনক। সিরাজকে বলব নিজের কাজে মন দিতে। ওর পারফরম্যান্স দারুণ, গোটা দেশ ওর পাশে আছে। আমিও সমর্থন করছি। ওর খেলা উচিত ছিল, কেন নেওয়া হল না, জানি না। বিতর্ক নিয়ে কথা বলব না, তবে ও অসাধারণ প্রতিভাবান বোলার। এমন পরিস্থিতিতে ওর মতো বোলারকে দলে রাখা উচিত। দলে একজন ভাল, অভিজ্ঞ বোলার থাকলে ভারত হয়তো ম্যাচটা জিততে পারত।'' উল্লেখ্য, ২৭ নভেম্বর ক্রাইস্টচার্চের হ্যাগলি ওভালে শুরু হচ্ছে দ্বিতীয় টেস্ট।

৯ মিনিটের ঝড়ে বার্সার আরেকটি বড় জয়

সংবাদ সংস্থা, বাকু, ২৬ নভেম্বরঃ প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলার সুযোগ পাওয়া আজারবাইজানের ক্লাবটির মাঠে বুধবার ৪-১ গোলে জিতেছে কাতালান দলটি। অ্যান্তনি গর্ডনের জোড়া গোলের পর, বিজয়ীদের বাকি দুটি গোল করেন কারিম আডেইয়েমি ও গাব্রিয়েল জেসুস। সামান্য চোট সমস্যা থাকায় লামিন ইয়ামালকে সফরেই নেয়নি বার্সেলোনা। আর অধিনায়ক এবং দারুণ ছন্দে থাকা হাফিনিয়াকে বেঞ্চে রেখে একাদশ সাজান ফ্লিক। তবে এতে জয় নিয়ে একটুও ভাবতে হয়নি তাদের। প্রায় ৭০ শতাংশ সময় পজেশন রেখে গোলের জন্য ২৫ শট নিয়ে ১৪টি লক্ষ্যে রাখতে পারে বার্সেলোনা। সাবাহর আট শটের তিনটি লক্ষ্যে ছিল। পাঁচ ম্যাচে চার জয়ে বার্সেলোনার পয়েন্ট হলো ১২। অপ্রত্যাশিতভাবে ম্যাচের প্রথম সুযোগটা পায় সাবাহ। সতীর্থের পাস ধরে ডি-বক্সে ঢুকে জোরাল শট নেন ফরোয়ার্ড আলিয়েভ, সেটা ঠেকিয়ে দেন জোয়ান গার্সিয়া। আক্রমণে তেমন সুবিধা করতে পারছিল না বার্সেলোনা। প্রতিপক্ষের রক্ষণ ভাঙতে না পেরে ১৬তম মিনিটে ডি-বক্সের বেশ বাইরে থেকে জোরাল শট নেন গর্ডন, যদিও সেটা লক্ষ্যের ধারেকাছে ছিল না। পরের মিনিটে পাল্টা ডি-বক্সে পরিষ্কার সুযোগ পায় সাবাহ, তবে ফাঁকায় বল পেয়ে উড়িয়ে মেরে হতাশ করেন কিরোস। খানিক পর আবার দূর থেকে চেষ্টা চালায় বার্সেলোনা, এবার ডি-বক্সের একটু বাইরে থেকে পেদ্রির জোরাল ভলি রুখে দেন গোলরক্ষক। ধীরে ধীরে আক্রমণে জোর দেওয়া বার্সেলোনা এগিয়ে যায় ৩১তম মিনিটে। ডি-



বক্সে ডান দিকে দুই জনের চ্যালেঞ্জ সামলে শট নেন আডেইয়েমি, গোলরক্ষক সেটা ঠেকিয়ে দিলেও বল চলে যায় ছয় গজ বক্সের মুখে গর্ডনের পায়ে, অনায়াসে ডান পায়ের শটে গোলটি করেন ইংলিশ উইঙ্গার। দুই মিনিট পর আবার জালে বল পাঠান গর্ডন, তবে এবার অফসাইডের বাঁশি বাজে। আক্রমণের শুরুতে মাঝমাঠে অফসাইডে ছিলেন গাব্রিয়েল জেসুস। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ৯ মিনিটে আরও তিনটি গোল করে জয়ের পথে এগিয়ে যায় বার্সেলোনা। ৫১তম মিনিটে আবার অনেকটা একইভাবে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন গর্ডন। ডি-বক্সে দুই জনের চ্যালেঞ্জ সামলে জোরাল শট নেন গাব্রিয়েল জেসুস, ঝাঁপিয়ে সেটা আটকে দেন গোলরক্ষক। কিন্তু বল হাতে রাখতে পারেননি তিনি, আলগা বল শটে জালে পাঠান গর্ডন। ৫৫তম মিনিটে আলেহান্দ্রো বাল্দের পাস ছয় গজ বক্সে ডান দিকে ফাঁকায় পেয়ে আলতো শটে জালে জড়ান আডেইয়েমি। পাঁচ মিনিট পর, কর্নারে জুল কুন্দের হেড গোলরক্ষক কোনোমতে আটকালেও বল চলে যায় দূরের পোস্টে জেসুসের পায়ে, পড়ে থাকা অবস্থায় একজনের চ্যালেঞ্জে সামলে দ্বিতীয় প্রচেষ্টার টোকায় বল গোললাইন পার করেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। চার গোল হজমের পর, ৬৩তম মিনিটে একটি ফিরিয়ে দিতে পারে সাবাহ। সতীর্থের পাস ডি-বক্সে পেয়ে ঠাণ্ডা মাথার শটে গোলটি করেন মিকেলস। সান্ত্বনার একটি গোল পেলেও, প্রতিপক্ষকে ভাবনায় ফেলার মতো কিছুই করতে পারেনি সাবাহ। আসরে চতুর্থ হারের পর ৩ পয়েন্ট নিয়ে ৩২ নম্বরে আছে দলটি।

বায়ার্ন মিউনিখকে প্রথম হারের স্বাদ দিল লিল

সংবাদ সংস্থা, লিল, ২৬ নভেম্বরঃ ফরাসি ক্লাবটির মাঠে বুধবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে ২-১ গোলে হেরে গেছে ভেসৌ কম্পানির দল। দাইয়ু উপামেকানো সফরকারীদের এগিয়ে নেওয়ার পর, সমতা টানেন আয়াসে উয়েদা। এর একটু পরই আত্মঘাতী গোল করেন আলেকসান্দার পাভলোভিচ। বল দখলে রাখায় প্রত্যাশিতভাবে আধিপত্য করেছে বায়ার্ন, তবে আক্রমণের বিচারে দুই দলই লড়াই করেছে সমানে। ৬০ শতাংশের বেশি সময় পজেশন রেখে গোলের জন্য ১২ শট নিয়ে সাতটি লক্ষ্যে রাখতে পারে বায়ার্ন। আর লিলের ১৫ শটের তিনটি লক্ষ্যে ছিল। সময় যত এগিয়েছে, ততই যেন বায়ার্ন শিবিরে চোটাক্রান্ত হ্যারি কেইনের অনুপস্থিতি আরও বেশি অনুভূত হয়েছে। ২০১২-১৩ আসরে গ্রুপ পর্বে দেখা হয়েছিল এই দুই দলের। প্রথম লেগে লিলের মাঠে ১-০ গোলে জয়ের পর, ঘরের মাঠে ৬-১ গোলে জিতেছিল বায়ার্ন। পাল্টা জবাবে এবার স্মরণীয় এক জয়ের আনন্দে ভাসল লিল। পাঁচ ম্যাচে দুটি করে জয় ও ড্রয়ে ৮ পয়েন্ট নিয়ে ১৫তম স্থানে আছে বায়ার্ন। আর আসরে প্রথম জয় পেয়ে ৪ পয়েন্ট নিয়ে ২৯ নম্বরে উঠেছে লিল। চতুর্দশ মিনিটে ম্যাচের প্রথম উল্লেখযোগ্য সুযোগেই এগিয়ে যেতে পারতো বায়ার্ন, তবে আলেকসান্দার পাভলোভিচের জোরাল শট ঝাঁপিয়ে কর্নারের বিনিময়ে রুখে দেন গোলরক্ষক। ওই কর্নারেই অবশ্য গোল পেয়ে যায় সফরকারীরা। ২১ বছর বয়সি মিডফিল্ডার টম বিশফের কর্নারে কাছ থেকে হেডে দলকে এগিয়ে নেন ফরাসি ডিফেন্ডার দাইয়ু উপামেকানো। বিরতির পর পুনরায় খেলা শুরুর প্রথম মিনিটে আত্মঘাতী হতে বসেছিল বায়ার্ন। দলকে বিপদমুক্ত করতে হেড করেন উপামেকানো, কিন্তু বল গড়িয়ে গোললাইন পেরিয়ে যায়। তবে ভাগ্য ভালো তাদের গোলমুখে জটলার মধ্যে বল আটকানোর চেষ্টা করা কিমিখকে ফাউল করে বসেন উয়েদা, ভিএআরের সাহায্যে গোল দেননি রেফারি। তবে ৬১তম মিনিটে আর জাল অক্ষত রাখতে পারেনি বায়ার্ন। বেশ গোছানো একটি আক্রমণে সতীর্থের পাস ডি-



বক্সে পেয়ে, নিখুঁত কোনাকুনি শটে ঠিকানা খুঁজে নেন জাপানিজ স্ট্রাইকার আয়াসে উয়েদা। গোল হজমের ধাক্কা সামলে নেওয়ার আগেই পিছিয়ে পড়ে বায়ার্ন। তাদের একটি দুর্বল ফ্রি কিক রুখেই সঙ্গে সঙ্গে গোলরক্ষক ওজের বল বাড়িয়ে দেন অধিনায়ক আন্দ্রেকে, তিনি দারুণ ক্ষিপ্রতায় থ্রু বল বাড়ান এতান এমবাপেকে। দারুণ ক্ষিপ্রতায় সবাইকে পেছনে ফেলে ডি-বক্সে ঢুকে শট নেন রিয়াল মাদ্রিদ তারকা কিলিয়ান এমবাপের ছোট ভাই, বল গোলরক্ষককে ফাঁকি দিলেও পোস্টে বাধা পায়। কিন্তু ফিরতি বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে জালে পাঠিয়ে দেন পাভলোভিচ। ওই ব্যবধান ঘুচিয়ে দেওয়ার মতো আর তেমন কিছুই করতে পারেনি বায়ার্ন। উল্টো ৮৬তম মিনিটে ব্যবধান বাড়ানোর নিশ্চিত সুযোগ পেয়েও, দারুণ পজিশন থেকে ভলি লক্ষ্যে রাখতে পারেননি দিয়াউনে। বুন্ডেসলিগায় শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে আগেই শীর্ষস্থান হারিয়েছে বায়ার্ন। এবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এই হারে সরাসরি নকআউট পরে ওঠার পথটা আরও কঠিন হয়ে পড়ল তাদের।

জয়ে ফিরল লিভারপুল

সংবাদ সংস্থা, ব্রুজ, ২৬ নভেম্বরঃ প্রতিপক্ষের মাঠে বুধবার রাতে প্রথম পর্বের ম্যাচটি ৩-০ গোলে জিতেছে লিভারপুল। বেলজিয়ান ক্লাবটির বিপক্ষে ত্রয়োদশ মিনিটে প্রথম গোলটি করেন ইসাক। ৭৯তম মিনিটে ব্যবধান বাড়ান জার্মান তারকা ভিয়েস। এর দুই মিনিট পরই নিজের দ্বিতীয় গোলে জয় প্রায় নিশ্চিত করে ফেলেন ইসাক। এই জয়ের আনন্দের মাঝে দুশ্চিন্তাও সঙ্গী হয়েছে লিভারপুল কোচের। প্রথমার্ধে প্রতিপক্ষের সঙ্গে বল দখলের লড়াইয়ে হাঁটুতে আঘাত পেয়ে মাঠ ছাড়েন বিশ্বকাপজয়ী স্প্যানিশ উইঙ্গার ভিক্তর মুনিয়োস। তার বদলি নামেন ১৮ বছর বয়সি ইংলিশ উইঙ্গার রিও নুগোমোহা। আসরে প্রথম তিন ম্যাচ জয়ের পর, গত রাউন্ডে ফেনেরবাচের মাঠে হেরেছিল লিভারপুল। পাঁচ ম্যাচে চার জয়ে আরও চার দলের সমান ১২ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম স্থানে আছে তারা। সমান ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে ১৩ নম্বরে আছে ক্লাব ব্রুজ।

ব্যাটিং ব্যর্থতায় মরণবাঁচন ম্যাচে জঘন্য হার, মুস্তাক আলি থেকে ছিটকে গেল বাংলা

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ২৬ নভেম্বরঃ মরণবাঁচন ম্যাচে হতশ্রী ব্যাটিং। সেরকমই খারাপ ফিল্ডিং ও নেতৃত্ব। যার ফলে রাজস্থানের কাছে হেরে সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-টোয়েন্টি ট্রফিতে জঘন্য হার বাংলার। সেই সঙ্গে গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিল অভিমন্যু ঈশ্বরণের দল। ব্যাটিংয়ে কিছুটা চেষ্টা করেছিলেন শাকির গান্ধী। তারপর বোলিংয়ে লড়াই করেন মুকেশ কুমার। ব্যস! এটুকুই। অভিষেক পোড়েল, করণ লালরা ব্যর্থ হতেই ৬ উইকেটে ম্যাচ হেরে বিদায় বাংলার। মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে এদিন ম্যাচ শুরু হতে দেরি হয়। তার উপর সবুজ উইকেট। এই পরিস্থিতিতে টসে জিতে অভিমন্যুর প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠবেই। এই টুর্নামেন্টে বাংলার ব্যাটিং ধারাবাহিকতার অভাবে ভুগেছে। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে সেটাই সবচেয়ে বেশি ভোগাল। প্রথম ওভারেই রানের খাতা খুলতে না পেরে আউট। তৃতীয় ওভারে আউট এই ম্যাচে সুযোগ পাওয়া আদিত্য পুরোহিত। কিছুক্ষণ পর ফিরে গেলেন শশাঙ্ক সিং। এরকম ম্যাচে দল বদলানোর পাশাপাশি কেন ব্যাটিং অর্ডার বদলানো হল, সেটাও একটা প্রশ্ন। অভিমন্যু ঈশ্বরণ ১৭ বলে ২৬ রানে আউট হন। একমাত্র চেষ্টা করেন শাকির গান্ধী। তিনি ৪৩ বলে ৬৯ রান করেন। করণ লালের সংগ্রহ ২৮। শেষ পর্যন্ত ৯ উইকেট হারিয়ে কোনও মতে ১৫৭ রান তোলে বাংলা। রাজস্থান অধিনায়ক দীপক চাহার তোলেন ৩ উইকেট। কিন্তু আটসাঁট বোলিংই বা হল কোথায়? অভিষেক তোমার ও মহিপাল লোমরোর দু'জনেই ৭৪ রান করে ম্যাচ ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন। মাঝে একটা সময় পরপর দুই বলে দুই উইকেট তুলে একটা আশা দেখিয়েছিলেন মুকেশ কুমার। রানও কম দেন। এরপর সায়ন ঘোষও একটি উইকেট পান। তবে অভিষেক-মহিপালের জবাব ছিল না বাংলার কাছে। মহম্মদ শামি উইকেট পাননি। তার সঙ্গে জঘন্য ফিল্ডিং। আদিত্য ক্যাচ মিস করলেন, চার খাওয়ালেন। মুকেশকে বোলিংয়ে না এনে টানা ঋষভ চৌধুরীকে বল করিয়ে গেলেন বাংলার অধিনায়ক। শেষ দিকে তো চার-ছক্কার বন্যা চলল রাজস্থানের ব্যাটারের থেকে। শেষ পর্যন্ত ২০ বল বাকি থাকতেই ৬ উইকেট হাতে নিয়ে ম্যাচ জিতে সুপার লিগে গেল রাজস্থান। ১৬ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ পর্বে বাংলা শেষ করল তৃতীয় স্থানে।

রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে পিএসজির জয়রথ থামাল রোমা

প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে দুই দলের প্রথম দেখায় লড়াই হলো জমজমাট। শুরুতে গোল হজমের ধাক্কা সামলে এক পর্যায়ে এগিয়েও গেল পিএসজি। তবে হার না মানা মানসিকতায় এক পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ল রোমা।

সংবাদ সংস্থা, প্যারিস, ২৬ নভেম্বরঃ প্যারিসে বুধবার রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রথম পর্বের ম্যাচটি ২-২ গোলে ড্র হয়েছে। ঘরের মাঠে মারিও এরমোসোর গোলে পিছিয়ে পড়া পিএসজিকে প্রথমার্ধেই সমতায় ফেরান ইল্লিয়া জাবারনি। দ্বিতীয়ার্ধে পেনাল্টি থেকে আয়োজকদের এগিয়ে দেন উসমান দেম্বেলে। পরে পেনাল্টি থেকেই সমতা টানেন ডনিয়েল মালেন। এই ড্রয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে পিএসজির টানা ১২ ম্যাচ জয়ের ধারায় ছেদ পড়ল। রিয়াল মাদ্রিদকে টপকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে ওঠার সুযোগও তারা হারাল। আসরে আগের চার ম্যাচে জয়ের পথে মোট ২০ গোল করেছিল লুইস এনরিকের দল। পাঁচ ম্যাচে চার জয় ও এক ড্রয়ে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে আগের মতো দুই নম্বরে আছে পিএসজি। ১৫ পয়েন্ট নিয়ে চূড়ায় রিয়াল মাদ্রিদ। এই দুই দলের পরে আছে যথাক্রমে কোমো, বার্সেলোনা, লিভারপুল ও রিয়াল বেতিস তাদের সবার পয়েন্ট ১২। পাঁচ ম্যাচে এক জয় ও দুই ড্রয়ে ৫ পয়েন্ট নিয়ে ২৫ নম্বরে আছে রোমা। খাভিচা কাভারাস্থেলিয়ার এক মাস পর, আরেক উইঙ্গার দেজিরে দুয়েও গত শনিবার এসিএল চোটে ছিটকে যান লম্বা সময়ের জন্য। তারপর প্রথমবার মাঠে নেমে হতাশা সঙ্গী হলো টানা দুইবারের ইউরোপ চ্যাম্পিয়নদের। ম্যাচে বল দখলে পিএসজি এগিয়ে থাকলেও, আক্রমণে খুব একটা পিছিয়ে ছিল না রোমা। গোলের জন্য ইতালিয়ান ক্লাবটির ১৩ শটের চারটি ছিল



লক্ষ্যে। শিরোপাধারীদের ১৫ শটের চারটি লক্ষ্যে ছিল। একটি রেকর্ড অবশ্য গড়েছে পিএসজি। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে টানা ১৫ ম্যাচ অপরাজিত দলটি, যা কোনো ফরাসি ক্লাবের সর্বোচ্চ, তারা ছাড়িয়ে গেছে লিওঁর গড়া আগের রেকর্ড। পঞ্চম মিনিটে পিএসজির সমর্থকদের স্তব্ধ করে এগিয়ে যায় রোমা। বাঁ দিকে প্রতিপক্ষের থেকে বল কেড়ে নিয়ে মারিও এরমোসো পাস দেন মাতিয়াস সুলেকে। এই ডিফেন্ডার দারুণ নৈপুণ্যে বক্সে ঢুকে বাঁ দিকের বাইলাইনের ওপর থেকে কাটব্যাক করেন আর ছয় গজ বক্সের মুখ থেকে শটে জালে পাঠান অরক্ষিত এরমোসো। গোল করার পর ম্যান-টু-ম্যান মার্কিংয়ে অনেকটা সময় পিএসজিকে আটকে রাখে রোমা। তবে ৩১তম মিনিটে একটি সেট-পিস সফরকারীদের জন্য বিপদ ডেকে আনে। সেনি মায়ুলুর কর্নারে হেডে সমতা টানেন অরক্ষিত ইল্লিয়া জাবারনি। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ইউক্রেইনের এই ডিফেন্ডারের প্রথম গোল এটি। দ্বিতীয়ার্ধের ষষ্ঠ মিনিটে আবার এগিয়ে যেতে পারত রোমা। তাদের চমৎকার এক পাল্টা আক্রমণে বক্সের ভেতর থেকে শট নেন নিক্কোলো পিসিল্লি, কিন্তু দারুণ ক্ষিপ্রতায় হাত বাড়িয়ে বল আটকে দেন পিএসজি গোলরক্ষক মাতভেই সাফানভ। ৬২তম মিনিটে সফল স্পট কিকে পিএসজিকে এগিয়ে নেন খানিক আগেই বদলি নামা দেম্বেলে। রোমা ডিফেন্ডার ওয়েসলি বক্সে পেছন থেকে আশরাফ হাকিমিকে টেনে ফেলে দেওয়ায় পেনাল্টি দিয়েছিলেন রেফারি। ৭৪তম মিনিটে পিএসজির বক্সে সুলের ভলি ভিতিনিয়ার হাতে লাগালে পেনাল্টির জোরাল আবেদন করে রোমার খেলোয়াড়রা। তবে রেফারি চালিয়ে যান খেলা। অন্য প্রান্তে পিএসজি গোল পেয়েই যাচ্ছিল প্রায়। বক্সে ঢুকে দেম্বেলের নেওয়া শট ঝাঁপিয়ে ঠেকান গোলরক্ষক। এরপর ভিএআরের সাহায্যে মনিটরে রিপ্লে দেখে পেনাল্টির সিদ্ধান্ত দেন রেফারি, আর সফল স্পট কিকে ২-২ সমতা টানেন ডনিয়েল মালেন। ৮২তম মিনিটে রোমাকে ফের এগিয়ে নেওয়ার দারুণ এক সুযোগ পান এরমোসো, কিন্তু বক্সের ভেতর থেকে উড়িয়ে মেরে হতাশ করেন তিনি। যোগ করা সময়ে দেম্বেলের প্রচেষ্টা রুখে রোমার পয়েন্ট নিশ্চিত করেন গোলরক্ষক।



দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com